৯ম সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাকোব ২:১-১৩

পক্ষপাত থেকে সাবধান

হে আমার ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের, সেই গৌরবের প্রভুরই বিশ্বাসে পক্ষপাতিত্ব স্থান পেতে দিয়ো না।

ধর, একজন লোক হাতে সোনার আঙটি ও গায়ে শুভ্র পোশাক প'রে তোমাদের সমাজগৃহে প্রবেশ করে, আবার জীর্ণ পোশাক পরা একটি গরিবও প্রবেশ করে। তোমরা যদি শুভ্র পোশাক পরা লোকটির মুখ চেয়ে তাকে বল, 'আপনি এখানে উত্তম জায়গায় আসন নিন', কিন্তু গরিব লোকটিকে যদি বল, 'তুমি ওখানে দাঁড়াও' কিংবা 'আমার পাদপীঠের গায়ে বস', তাহলে নিজেদের মধ্যে তেমন বাছবিচার করায় তোমরা কি অন্যায়-বিচারের বিচারক নও?

হে আমার প্রিয় ভাই, শোন, জগতে যারা গরিব, ঈশ্বর কি তাদের বেছে নেননি, যেন তারা বিশ্বাসে ধনবান হয় ও সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়, যা তিনি তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে? অথচ তোমরা সেই গরিবকে অসম্মান করেছ! আসলে কে তোমাদের অত্যাচার করে, সেই ধনীরা নয় কি? তারাই কি তোমাদের জোর প্রয়োগে আদালতে টেনে নিয়ে যায় না? যে শুভ নাম তোমাদের উপরে আহ্বান করা হয়েছিল, তারাই কি সেই নামের নিন্দা করে না? নিশ্চয়, *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসবে*, শাস্ত্রের এই রাজকীয় বিধান যদি পালন কর, তবে ভালই করছ। কিন্তু যদি পক্ষপাতিত্ব দেখাও, তাহলে পাপ করছ, এবং বিধান তোমাদের অপরাধী বলে প্রতিপন্ন করছে। কারণ যে কেউ সমস্ত বিধান পালন করে, কিন্তু কেবল একটা বিষয়েও হোঁচট খায়, সে সমস্তই বিধান লঙ্ঘন করার দায়ে দায়ী হয়। কেননা যিনি বলেছেন, *তুমি ব্যভিচার করবে না*, তিনি এও বলেছেন, *তুমি নরহত্যা করবে না।*

ব্যভিচার না করেও তুমি কিন্তু যদি নরহত্যা কর, তাহলে বিধান-লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী। স্বাধীনতার বিধান দ্বারা যখন তোমাদের বিচার হওয়ার কথা, তোমরা তখন সেইমত কথা বল ও কাজ কর। কারণ যে দয়া করবে না, তার বিচার নির্দয় হবে; কিন্তু দয়া বিচারকে হেয়জ্ঞান করে।

শ্লোক যাকোব ২:৫; মথি ৫:৩

℟ জগতে যারা গরিব, ঈশ্বর তাদের বেছে নিয়েছেন, যেন তারা বিশ্বাসে ধনবান হয় ও সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়
℣ যা তিনি তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে।
℟ আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ তাদেরই সেই স্বর্গরাজ্য
℣ যা তিনি তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে।

দ্বিতীয় পাঠ - পলিকার্পের কাছে আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু ইগ্নাসের পত্র ৬-৮

আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত

তোমরা ধর্মাধ্যক্ষের কথা শোন, যাতে ঈশ্বরও তোমাদের কথা শোনেন। যারা ধর্মাধ্যক্ষ, প্রবীণ ও পরিসেবকদের অধীনে থাকে, আমি তাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আহা, আমি যদি তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারতাম! ঈশ্বরের গৃহস্বামী, তাঁর সহযোগী ও সেবকের মত সবাই মিলে আপনারা পরিশ্রম করুন, মিলে সংগ্রাম করুন, মিলে দৌড়তে থাকুন, মিলে কষ্টভোগ করুন, মিলে বিশ্রাম করুন, মিলে জেগে উঠুন। তাঁরই গ্রহণযোগ্য হোন, যাঁর সেনাদলে সংগ্রাম করেন ও যাঁর কাছ থেকে মজুরি পান—আপনাদের কেউই যেন পলাতক না হন। আপনাদের দীক্ষাস্নান হয়ে থাকুক আপনাদের অস্ত্রস্বরূপ, আপনাদের বিশ্বাস হোক শিরস্ত্রাণ,

আপনাদের ভালবাসা বর্শা, আপনাদের সহিষ্ণুতা রণসজ্জা। আপনাদের কাজকর্ম হোক আপনাদের সঞ্চয়, আপনারা যেন অর্জিত মজুরি পেতে পারেন। কোমলতার আশ্রয়ে একে অপরের প্রতি ধৈর্যশীল হোন যেমনটি ঈশ্বর আপনাদের প্রতি ধৈর্যশীল। আমি যেন আপনাদের সাহচর্য সর্বদাই ভোগ করতে পারি।

যেহেতু আমাকে বলা হয়েছে, আপনাদের প্রার্থনার পুণ্যফলে সিরিয়ায় আন্তিওখিয়া-মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছে, সেজন্য আমি নিজেও নিজেকে অধিক নিশ্চিন্ত ও ঈশ্বরে সমর্পিত বলে মনে করছি—আমার বাসনা, আমার দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছব যেন পুনরুত্থানে আপনাদের শিষ্য বলে পরিগণিত হতে পারি। হে ঈশ্বরধন্য পলিকার্প, একটা ধর্মসভা আহ্বান করে আপনাদের কাছে অধিক প্রিয় ও তৎপর এমন একজনকে আপনাদের মনোনীত করা উচিত, যাকে ঐশদূত বলে ডাকা যেতে পারে। তার কাজ হবে, সিরিয়ায় গিয়ে ঈশ্বরের গৌরবার্থে আপনাদের অক্লান্তিকর ভালবাসার গৌরব প্রচার করা। একজন খ্রীষ্টান নিজের প্রভু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত—আপনারা এ কাজ সম্পন্ন করলে, তা হবে ঈশ্বরের ও আপনাদেরও কাজ। কেননা ঐশঅনুগ্রহে আমার বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরের সম্মানার্থে যত শুভকাজে আপনারা তৎপর হবেন। সত্যের প্রতি আপনাদের সদাগ্রহের কথা জানি বিধায় আমি সংক্ষিপ্তই একটা পত্রের মধ্য দিয়ে আপনাদের আবেদন জানিয়েছি।

আদেশ অনুসারে ত্রোয়াস থেকে নেয়াপলিস অভিমুখে আমার সহসাই রওনা হওয়ায় যেহেতু সকল মণ্ডলীর কাছে লিখতে পারিনি, সেজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা জানেন বিধায় আপনিই প্রাচ্য মণ্ডলীগুলির কাছে লিখুন, তারাও যেন এ শুভকাজ করতে পারে। যেগুলোর পক্ষে সম্ভব, সেই মণ্ডলীগুলি দূত প্রেরণ করুক; অন্যান্য মণ্ডলীগুলি কিন্তু যেন আপনার প্রেরিতজনদের মাধ্যমেই পত্র পাঠায়; তবে আপনাদের চিরস্থায়ী গৌরব হবে—আপনি যে সত্যিই গৌরবের যোগ্য।

আমি প্রত্যেকজনের কাছে, বিশেষভাবে এপিত্রপসের বিধবা, তাঁর বাড়ি ও সন্তানদের কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার প্রিয় আত্তালসের কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যে সিরিয়ায় যেতে নিযুক্ত হবে, তার কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি: ঐশঅনুগ্রহ তার নিত্যসহায় হোক, ও যিনি তাকে প্রেরণ করছেন, সেই পলিকার্পেরও নিত্যসহায় হোক। আপনাদের কাছে আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টে নিত্য সমৃদ্ধি কামনা করি: আপনারা ঈশ্বরের একতা ও প্রতিপালনে সেই খ্রীষ্টে থাকুন। আমি আল্কেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আমার কাছে তার নাম খুবই প্রিয়। প্রভুতে আপনাদের সমৃদ্ধি হোক।

শ্লোক ১ তি ৪:১২,১৫,১৬,১৩

℣ সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়;
℟ কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।
℣ তুমি শাস্ত্রপাঠে, উপদেশ দানে ও ধর্মশিক্ষা সম্পাদনে নিবিষ্ট থাক:
℟ কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গা ১:১-১২

পলের প্রচারিত সুসমাচার

আমি পল—মানুষের পক্ষ থেকে নয়, মানুষ দ্বারাও নয়, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, এবং যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই পিতা ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত প্রেরিতদূত—সেই পল, এবং যে সকল ভাই আমার সঙ্গে রয়েছে, তারাও, গালাতিয়ার মণ্ডলীগুলোর সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক; এই খ্রীষ্ট এ বর্তমান ধূর্ত যুগের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছা অনুসারে, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

আমি এতে আশ্চর্যান্বিত যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা এত শীঘ্রই তাঁকে

ছেড়ে অন্য এক সুসমাচারের দিকে ফিরে যাচ্ছ। আসলে অন্য সুসমাচার বলতে কিছু নেই; শুধু এমন কয়েকজন আছে, যারা তোমাদের অস্থির করছে, এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত করতে অভিপ্রেত। আচ্ছা, আমরা তোমাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করেছি, সেটি ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেউ প্রচার করে—আমরা নিজেরাই করি, কিংবা স্বর্গ থেকে আগত কোন দূতই করুন—তবে সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক! আমরা আগে বলেছিলাম, আমি এখনও আবার বলছি, তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তা ছাড়া আর কোন সুসমাচার যদি কেউ তোমাদের কাছে প্রচার করে, সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক! আমি কি মানুষের প্রসন্নতা জয় করতে সচেষ্ট, না ঈশ্বরের? আমি কি মানুষকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করছি? যদি এখনও মানুষকে তুষ্ট করতে চাইতাম, তবে খ্রীষ্টের দাস হতাম না।

ভাই, আমি তোমাদের স্পষ্টই বলছি, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তা মানবীয় বাণী নয়, কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, মানুষের কাছে শিখিওনি; কিন্তু যীশুখ্রীষ্টেরই ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে পেয়েছি।

শ্লোক গা ১:৩-৪,১০

℣ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক,
℟ এই খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন।
℣ যদি এখনও মানুষকে তুষ্ট করতে চাইতাম, তবে খ্রীষ্টের দাস হতাম না,
℟ এই খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - গালাতীয়দের কাছে পত্রে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **মুখবন্ধ, ৭ম অধ্যায়**

ঐশঅনুগ্রহের উপলব্ধি

প্রেরিতদূত গালাতীয়দের কাছে লিখছেন, তারা যেন বুঝতে পারে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের ফলে তারা বিধানের অধীনে আর নয়। কেননা যখন তাদের কাছে সুসমাচারের অনুগ্রহ প্রচার করা হয়েছিল, তখন পরিচ্ছেদন থেকে আগত এমন কয়েকটা লোক দেখা দিল যারা নামে খ্রীষ্টান হয়েও তখনও প্রাপ্ত অনুগ্রহের উপকারের কথা উপলব্ধি করেনি বিধায় সেই বিধানের বোঝার অধীন হতে চাচ্ছিল যা প্রভু ঈশ্বর ধর্মময়তার দাসদের উপর নয়, পাপেরই দাসদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য কথায়, ঈশ্বর অধার্মিক মানুষের কাছে এমন ধর্মময় বিধান দিয়েছিলেন যা তাদের পাপ স্পষ্ট প্রকাশ করছিল, পাপকে কিন্তু বাতিল করছিল না; কেননা ভালবাসার মধ্য দিয়ে কার্যকারী বিশ্বাসের অনুগ্রহই মাত্র পাপ বাতিল করে দেয়। কিন্তু গালাতীয়েরা অনুগ্রহের অধীন হলেও সেই লোকেরা তাদের বিধানের বোঝার অধীন করতে চাচ্ছিল; তারা একথা সমর্থন করছিল যে, পরিচ্ছেদিত না হলে ও ইহুদী ধর্মনীতির অন্যান্য বাহ্যিক বিধি-নিয়মের বশে না চললে গালাতীয়দের কাছে সুসমাচার কোন উপকারের নয়।

এজন্য, গালাতীয়দের কাছে সুসমাচার যাঁর দ্বারা প্রচার করা হয়েছিল, তারা সেই প্রেরিতদূত পল বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছিল; তাদের মতে পলের দোষ এ ছিল যে, অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা যখন বিজাতীয়দের ইহুদী প্রথা পালন করতে বাধ্য করছিলেন, তখন তিনি তাঁদের এই নীতি মেনে নিচ্ছিলেন না। তেমন লোকদের চাপে প্রেরিতদূত পিতরও নত হয়েছিলেন, এবং এমন প্রবঞ্চনায় চালিত হয়েছিলেন, ঠিক যেন তিনি নিজেও সমর্থন করছিলেন যে বিধানের বোঝা পূরণ না করলে বিজাতীয়দের কাছে সুসমাচার কোন উপকারের নয়—তেমন প্রবঞ্চনা থেকে স্বয়ং প্রেরিতদূত পল তাঁকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, যেমনটি এই পত্রে প্রমাণ আছে। রোমীয়দের কাছে পত্রে একই সমস্যা উপস্থিত; তবু মনে হয় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে: এ পত্রে পল সেই বিবাদ সমাধান করেন ও সেই তর্কাতর্কি গোটান যা ইহুদীদের মধ্য থেকে ও বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত বিশ্বাসীদের মধ্যে উদিত হয়েছিল। অন্যদিকে, গালাতীয়দের পত্রে, তিনি তাদের উদ্দেশ করে কথা বলেন যারা ইহুদীদের মধ্য থেকে আগত বিশ্বাসীদের প্রতিপত্তি দ্বারা আলোড়িত হয়েছিল যেহেতু ওরা তাদের বিধানের বিধি-নিয়ম পালন করতে বাধ্য করছিল। আর আসলে তারা ওদের বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল—তাদের পরিচ্ছেদিত করতে অসম্মত হয়েছিলেন বিধায় প্রেরিতদূত পল ঠিক যেন মিথ্যাই প্রচার করছিলেন।

এজন্যই তিনি এভাবে শুরু করলেন, *আমি এতে আশ্চর্যান্বিত যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা এত শীঘ্রই তাঁকে ছেড়ে অন্য এক সুসমাচারের দিকে ফিরে যাচ্ছ।* তেমন সূত্রপাতে তিনি সমস্যার কারণ সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত করলেন। একই প্রকারে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের সময়েও যখন তিনি *মানুষের পক্ষ থেকে নয়, মানুষ দ্বারাও নয়* এমন নিযুক্ত প্রেরিতদূত বলে নিজেকে অভিহিত করেন—লক্ষণীয় বিষয় যে অন্য কোন পত্রে তাঁর তেমন কথা পাওয়া যায় না—তখন তিনি বিস্তারিত ভাবে দেখান যে যারা গালাতীয়দের এধরনের প্রথা পালন করতে প্রেরণা দিচ্ছিল, তারা ঈশ্বর থেকে নয়, মানুষ থেকেই আগত। ফলে, সুসমাচার সংক্রান্ত সাক্ষ্যদান বিষয়ে তাঁকে অন্য প্রেরিতদূতদের তুলনায় গৌণ মনে করা দরকার নেই, কারণ তিনি জানতেন, মানুষ থেকে নয়, মানুষ দ্বারাও নয়, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট ও পিতা ঈশ্বর দ্বারাই তিনি নিযুক্ত প্রেরিতদূত।

শ্লোক গা ৩:২৪-২৫,২৩

প্র বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রীষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারি।
উ কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।
প্র আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম, সেই বিশ্বাসেরই অপেক্ষায় ছিলাম, যা পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা;
উ কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাকোব ২:১৪-২৬

কর্মহীন বিশ্বাস মৃত

হে আমার ভাই, কেউ যদি বলে, তার বিশ্বাস আছে, অথচ তার যদি কর্ম না থাকে, তাহলে তাতে কী লাভ? তেমন বিশ্বাস কি তাকে ত্রাণ করতে পারবে? কোন ভাই বা বোন যদি বস্ত্রহীন, ও দৈনিক খাদ্যের মতও তার কিছু না থাকে, আর তোমাদের একজন তাদের বলে, 'সুখে থাক, গা গরম কর, তৃপ্তির সঙ্গে খাও', কিন্তু তোমরা তাদের সেই শারীরিক প্রয়োজন না মেটাও, তাহলে তাতে কী লাভ? তেমনি বিশ্বাসও: তার যদি কর্ম না থাকে, তা একেবারে মৃত। অপরদিকে একজন বলতে পারবে: তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কর্ম আছে; আমাকে দেখাও কর্মহীন তোমার সেই বিশ্বাস, আর আমি আমার কর্মের মধ্য দিয়ে তোমাকে আমার বিশ্বাস দেখাব। ঈশ্বর এক, একথা তুমি তো বিশ্বাস কর, তাই না? ভালই কর, অপদূতেরাও তা বিশ্বাস করে, এমনকি ভয়ে কাঁপে! কিন্তু, হে নির্বোধ, বিশ্বাস কর্মহীন হলে যে মূল্যহীন, তুমি কি একথা জানতে চাও? আমাদের পিতা আব্রাহাম যখন যজ্ঞবেদির উপরে নিজের সন্তান ইসায়াককে উৎসর্গ করলেন, তখন কি এই কর্মের জন্যই তাঁকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়নি? তবে তুমি দেখতে পাচ্ছ, বিশ্বাস তাঁর কর্মের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করছিল, এবং সেই কর্মের মধ্য দিয়েই সেই বিশ্বাস সিদ্ধিলাভ করল, আর এইভাবে শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করল: *আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল,* এবং তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল। তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, মানুষকে কর্মের ভিত্তিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়, কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। একই প্রকারে সেই বেশ্যা রাহাবকেও কি কর্মের ভিত্তিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়নি? সে তো সেই দূতদের প্রতি আতিথেয়তা দেখিয়েছিল, এবং অন্য পথ দিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। বাস্তবিক যেমন আত্মাহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্মহীন বিশ্বাসও মৃত।

শ্লোক মথি ৭:২১; যাকোব ২:১৭

প্র যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু,' বলে, তারা সকলে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়;
উ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে।
প্র যদি কর্ম না থাকে, বিশ্বাস একেবারে মৃত।

℣ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **৮৪শ বিভাগ ১-২**

ভালবাসার পূর্ণতা

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, পারস্পরিক ভালবাসার পূর্ণতা প্রভু একথায় নিরূপণ করলেন: *বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।* একথার ফলাফল হল সেই বাণী, যা একই রচয়িতা যোহন তাঁর পত্রে লিখেছিলেন, তথা: *তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন: সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে:* আমাদের পরস্পরকে সেইভাবে ভালবাসতে হবে, যেভাবে তিনিই আমাদের ভালবেসেছেন যিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। এধরনের কথাই আমরা সলোমনের প্রবচন পুস্তকে পাঠ করি: *তুমি যখন পরাক্রমশালীর ভোজে বস, তখন তোমার সামনে যা যা দেওয়া হয় তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর; এবং তিনি যা যা করেন, তুমিও ঠিক তাই করতে প্রস্তুত হও।* এখন, পরাক্রমশালীর সেই ভোজ কোন্‌টাই বা হতে পারে, সেটা ছাড়া যেটায় তাঁরই দেহ ও রক্ত গ্রহণ করা হয় যিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন? আর সেই ভোজে বসা বলতে, বিনম্রতার সঙ্গেই সেই ভোজে যোগ দেওয়া ছাড়া আর কী বোঝাতে পারে? আর *তোমার সামনে যা যা দেওয়া হয় তা উপলব্ধি করা* বলতে, সেই মহা অনুগ্রহের কথা উপলব্ধি করা ছাড়া আর কীবা বোঝাতে পারে? এবং *তিনি যা যা করেন, তুমিও ঠিক তাই করতে প্রস্তুত হও* বলতে, আমার উপরোল্লিখিত কথা ছাড়া কী বোঝায়, যা অনুসারে খ্রীষ্ট যেভাবে আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন সেভাবে আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে? একই ধরনের কথা প্রেরিতদূত পিতরও বলেন: *খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।* সুতরাং *তিনি যা যা করেন, তুমিও ঠিক তাই করতে প্রস্তুত হও* বলতে, ঠিক তাই বোঝায়।

ধন্য সাক্ষ্যমরেরা উত্তপ্ত ভালবাসার খাতিরে ঠিক তাই করলেন; আমরা যদি তাঁদের স্মৃতি বৃথাই না রক্ষা করতে চাই, তাঁরা যে ভোজে পরিতৃপ্ত হলেন, আমরা যদি সেই প্রভুর ভোজে বৃথাই অংশ নিতে না চাই, তাহলে তাঁরা যেভাবে নিজেদের প্রস্তুত করলেন সেভাবে নিজেদের প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এজন্যই তো এ ভোজে আমরা শান্তি-নিদ্রায় নিদ্রাগতদের যেভাবে স্মরণ করে থাকি, সাক্ষ্যমরদের সেভাবে স্মরণ করি না, ফলে তাঁদের জন্যই যে প্রার্থনা করি তেমন নয়, বরং এজন্য প্রার্থনা করি তাঁরাই যেন আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন যাতে আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। এর কারণ হল, তাঁরা সেই ভালবাসাই পূর্ণ করেছেন যার চেয়ে—প্রভু বলেছিলেন—বড় ভালবাসা নেই: প্রভুর ভোজে যা যা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ভাইদের কাছে তাই দান করেছেন।

আমি কিন্তু একথা বলতে চাই না যে, তাঁর জন্য রক্তদান পর্যন্ত সাক্ষ্যমরণে চালিত হওয়ার ফলে আমরা প্রভু যীশুর সমকক্ষ হব। তাঁর অধিকার ছিল নিজের প্রাণ দিতে ও আবার নিতে; আমরা কিন্তু যতখানি ইচ্ছা করি ততখানিও জীবিত থাকতে পারি না, আবার ইচ্ছা না করলেও মরি। তিনি মরে সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যে মৃত্যুকে হত্যা করলেন, আমরা তাঁর মৃত্যুতে মৃত্যু থেকে মুক্তি পাই। তাঁর মাংস ক্ষয় দেখেনি, আমাদের মাংস কেবল ক্ষয়প্রাপ্ত হবার পরেই চরমকালে তাঁর মধ্য দিয়ে অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে। আমাদের মুক্ত করার জন্য তাঁর পক্ষে আমাদের সহযোগিতার দরকার হয়নি, আমরা তাঁকে ছাড়া কিছুই করতে পারি না। তিনি শাখা-প্রশাখা-আমাদের কাছে নিজেকে আঙুরলতারূপে দান করেন, আমরা তাঁর মধ্যস্থতা ছাড়া জীবন পেতে অক্ষম। শেষ কথা: ভাইয়েরা ভাইদের জন্য প্রাণ দিলেও, কোন সাক্ষ্যমরের রক্ত ভাইদের পাপের ক্ষমার উদ্দেশ্যে কখনও পাতিত হয়নি—কিন্তু তিনি আমাদের জন্য তাই করলেন। এতে তিনি অনুকরণের জন্য একটা আদর্শ দেননি, বরং এমন একটা দান দিলেন যাতে আমরা তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সুতরাং, যতবার সাক্ষ্যমরেরা ভাইদের জন্য রক্তদান করলেন, ততবার তাঁরা তাই দান করলেন যা প্রভুর ভোজে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এসো, পরস্পরকে সেভাবে ভালবাসি, যেভাবে খ্রীষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন।

শ্লোক ১ যোহন ৪:৯,১১,১৯,১০

℣ এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে: ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।

℟ ঈশ্বর যখন আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।

℣ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন, এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

℟ ঈশ্বর যখন আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গা ১:১৩–২:১০

প্রেরিতিক কাজে পলকে আহ্বান

আমি যখন ইহুদী ধর্ম পালন করতাম, তখন কেমন জীবনযাপন করতাম একথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ; আমি ঈশ্বরের জনমণ্ডলীকে নিতান্তই নির্যাতন ও ধ্বংসও করতাম; আর যেহেতু পিতৃপুরুষদের পরম্পরাগত রীতিনীতি সমর্থনে অধিক উৎসাহী ছিলাম, সেজন্য ইহুদী ধর্ম পালনে আমার সমকালীন অধিকাংশ সমবয়সী লোকদের চেয়ে যথেষ্টই আগে ছিলাম। কিন্তু যিনি আমাকে মাতৃগর্ভে থাকতে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি যখন স্থির করলেন তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে প্রকাশ করবেন আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি, তখনই, কোন মানুষের পরামর্শ না নিয়ে, যেরুসালেমে যাঁরা আমার আগে প্রেরিতদূত ছিলেন তাঁদের কাছেও না গিয়ে, আমি আরবে চলে গেলাম, এবং পরবর্তীকালে দামাস্কাসে ফিরে গেলাম। কেবল তিন বছর পরেই কেফাসের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যেরুসালেমে গেলাম, এবং সেখানে পনেরো দিন তাঁর সঙ্গে রইলাম; প্রভুর ভাই যাকোবকে ছাড়া প্রেরিতদূতদের আর কারও সঙ্গে আমার দেখা হল না। এপ্রসঙ্গে তোমাদের কাছে যা লিখছি, দেখ, ঈশ্বরের সামনেই বলছি: মিথ্যা বলছি না। তারপর আমি সিরিয়া ও সিলিসিয়ার নানা স্থানে গেলাম। কিন্তু সেসময় আমি যুদেয়ার খ্রীষ্টেতে আশ্রিত মণ্ডলীগুলোর কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলাম না, তারা শুধু শুধু একথা শুনত, 'আগে আমাদের যে নির্যাতন করত, সে এখন সেই বিশ্বাস প্রচার করছে, যা আগে ধ্বংস করতে চাইত।' আর আমার জন্য তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করত।

কেবল চৌদ্দ বছর পরেই আমি বার্নাবাসের সঙ্গে আবার যেরুসালেমে গেলাম; তখন তীতকেও সঙ্গে নিলাম; আমি তো ঐশপ্রকাশ পাবার ফলেই সেখানে গিয়েছিলাম। তখন, যে সুসমাচার আমি বিজাতীয়দের মধ্যে প্রচার করে থাকি, তা সেখানকার ভাইদের কাছে ব্যক্ত করলাম, কিন্তু ঘরোয়া এক বৈঠকে, যাঁরা গণ্যমান্য, তাঁদেরই কাছে, পাছে এমনটি ঘটে যে, আমি বৃথা দৌড়চ্ছি বা দৌড়েছি। এমনকি, সেই তীত, যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি গ্রীক হলেও তাঁকে পরিচ্ছেদিত করার কোন দাবি করা হল না, তাও ঘটল সেই ভণ্ড ভাইদের কারণে, যারা আমাদের মধ্যে গোপনে ঢুকে পড়েছিল; তাদের অভিপ্রায় ছিল এ, খ্রীষ্টযীশুতে আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করি, সেদিকে গোপন নজর রাখবে, যেন আমাদের দাস করে তুলতে পারে। কিন্তু আমরা এক মুহূর্ত মাত্রও তাদের কাছে নত হইনি, যেন সুসমাচারের সত্য তোমাদের মধ্যে অটল থাকতে পারে। কিন্তু যাঁরা গণ্যমান্য বলে গণ্য ছিলেন—তাঁরা আসলে গণ্যমান্য ছিলেন বা ছিলেন না, এতে আমার কিছু আসে যায় না, ঈশ্বর তো মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না!—সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরাও আমাকে নতুন কোন বাণী যোগ করতে আদেশ করেননি; তাঁরা বরং যখন দেখলেন, অপরিচ্ছেদিতদের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল, যেভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে প্রচারের ভার পিতরের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল,—কারণ পিতরকে পরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয় হয়েছিলেন, আমাকে অপরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে তিনি আমার অন্তরেও সক্রিয় হয়েছিলেন—এবং তাঁরা যখন আমার কাছে দেওয়া অনুগ্রহ স্বীকার করলেন, তখন যাকোব, কেফাস্ ও যোহন—তাঁরা তো স্তম্ভ বলে স্বীকৃত—সহভাগিতার চিহ্নরূপে আমাকে ও বার্নাবাসকে ডান হাত দিলেন, যেন আমরা বিজাতীয়দের কাছে যাই, আর তাঁরা পরিচ্ছেদিতদের কাছে যান; শুধু চাইলেন, আমরা যেন গরিবদের কথা স্মরণ করি: আর আমি তা করতে খুবই যত্নবান ছিলাম।

শ্লোক ১ করি ১৫:১০; গা ২:৮

℗ আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি;
℟ আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি।
℗ পিতরকে পরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয় হয়েছিলেন, আমাকে অপরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে তিনি আমার অন্তরেও সক্রিয় হয়েছিলেন;
℟ আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি।

দ্বিতীয় পাঠ - তের্তুল্লিয়ানুসের রচনাবলি **২০:৭–২২:৯**

খ্রীষ্ট যা প্রচার করলেন, প্রেরিতদূতেরা তার শিক্ষা দিলেন

প্রত্যেকটা জিনিস তার উৎপত্তি অনুসারেই নিরূপিত হওয়া চাই। এজন্য যতই বহুসংখ্যক ও বড় হোক না কেন সকল মণ্ডলী হল একটামাত্র মণ্ডলী যা সেই প্রথম প্রৈরিতিক মণ্ডলী থেকে উদ্গত যা থেকে সকল মণ্ডলীও উদ্গত। তেমন ঐক্য এর দ্বারাই প্রমাণিত যে, সকল মণ্ডলী একে অপরের কাছে শান্তি সম্ভাষণ জানায়, একে অপরের কাছে ভগিনী মণ্ডলী নাম বিনিময় করে, ও আতিথেয়তার সঙ্গে একে অপরকে গ্রহণ করে নেয়। তেমন জীবন-নীতি কেবল একই সাক্রামেন্তের অনন্য পরম্পরার উপরেই নির্ভর করে; অন্য কোন নিয়মের উপরে নয়। অতএব, এসব কিছু থেকে যে বিধি পাই তা হল এ: যেহেতু খ্রীষ্ট প্রচার করতে প্রেরিতদূতদেরই প্রেরণ করলেন, সেজন্য খ্রীষ্ট দ্বারা নিযুক্ত প্রচারককে ছাড়া আমাদের অন্য প্রচারকের কথা শুনতে নেই, কেননা পুত্র যা যা প্রকাশ করেছিলেন ঠিক তাই প্রচার করতে যাঁদের প্রেরণ করলেন, সেই প্রেরিতদূতদের কাছে ছাড়া তিনি অন্য কারও কাছে নিজেকে প্রকাশ করেননি। তবে তাঁদের প্রচারের বাণী কী ছিল? বা অন্য কথায়, তাঁদের কাছে খ্রীষ্ট কী প্রকাশ করেছিলেন? আমি দৃঢ়তার সঙ্গে একথা ঘোষণা করি যে, তেমন কথা কেবল সেই নানা মণ্ডলীর মধ্য দিয়েই জানা যেতে পারে, যেগুলো প্রেরিতদূতেরা নিজেরাই স্থাপন করলেন ও যেগুলোর কাছে নিজেদের কণ্ঠে বা পরবর্তীকালে পত্রের মাধ্যমে তাঁরা নিজেরাই শিক্ষাদান করলেন। ব্যাপারটা এমনটি হলে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, যে ধর্মশিক্ষা বিশ্বাসের জননী ও উৎস স্বরূপ সেই মণ্ডলীগুলির সঙ্গে একমত, সেই ধর্মশিক্ষা সত্যাশ্রয়ী বলে বিবেচনাযোগ্য, কারণ সেই ধর্মশিক্ষায় নিঃসন্দেহে তাই গৃহীত যা মণ্ডলীগুলো প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে, প্রেরিতদূতেরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে, ও খ্রীষ্ট পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। অপরদিকে, যে ধর্মশিক্ষা খ্রীষ্টের প্রেরিতদূতদের ও ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলির সত্যের সঙ্গে বিমত, সেই ধর্মশিক্ষা সরাসরিই মিথ্যা থেকে উদ্ভূত বলে বিবেচনাযোগ্য। তবে এখন একটা প্রমাণ বাকি রয়েছে, অর্থাৎ আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, উপরে যার নিয়ম নিরূপণ করেছি, আমাদের সেই ধর্মশিক্ষা প্রৈরিতিক পরম্পরা থেকে উদ্গত, ফলত অন্যান্য ধর্মশিক্ষা মিথ্যা।

প্রৈরিতিক মণ্ডলীগুলোর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা রয়েছে এই কারণে যে, আমাদের ধর্মশিক্ষা তাদের ধর্মশিক্ষা থেকে কোন ক্ষেত্রেই ভিন্ন নয়: এ সত্যের চিহ্ন। প্রমাণ এতই সহজ যে ব্যক্ত হলেই কোন প্রতিবাদ মানে না। ধর, প্রমাণটা ব্যক্ত না করলেও আমাদের বিরোধীদের সেই সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন করতে সুযোগ দিলাম যা দ্বারা তারা মনে করে আমাদের কথা উবিয়ে দেবে। তাদের সাধারণ কথাই যে প্রেরিতদূতেরা সবকিছু জানতেন না; তারপর, একই উন্মত্ততার ভাব দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তারা উল্টই বলে, এবং একথা বলে যে, প্রেরিতদূতেরা জানতেন, হ্যাঁ, সবই জানতেন, কিন্তু আমাদের কাছে কিছুই সম্প্রদান করে যাননি। উভয় ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের প্রতি তাদের অভিযোগ উপস্থিত: তিনি প্রেরিতদূতদের হয় কম শিক্ষাপ্রাপ্ত, না হয় বেশি বিচক্ষণ করে প্রেরণ করলেন। যাঁদের খ্রীষ্ট আমাদের গুরু হিসাবে দান করলেন, যাঁরা হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গী, শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁরা যে হয় তো কোন বিষয় অবগত ছিলেন না, তেমন কথা কোন্ সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করতে পারে? ব্যক্তিগত ভাবে খ্রীষ্ট তাঁদের সমস্ত অন্ধকার আলোকিত করতেন, তিনি তাঁদের বলতেন যে, জনগণকে নয়, তাঁদেরই স্বর্গরাজ্যের রহস্য জানতে দেওয়া হয়েছিল। সেই 'পাথর' যাঁর উপর মণ্ডলী স্থাপিত হওয়ার কথা, যিনি স্বর্গরাজ্যের সেই চাবিকাঠি পেলেন আর সেইসঙ্গে স্বর্গে ও পৃথিবীতে বেঁধে ও খুলে দেওয়ার অধিকারও পেলেন, সেই পিতরের কাছে কি কোন বিষয় না জানা থাকতে পারত? আর যিনি প্রভুর প্রিয়তম শিষ্য, যিনি তাঁর বুকে মাথা সঁপে দিয়েছিলেন, কেবল যাঁরই কাছে প্রভু যুদাকে ভাবী বিশ্বাসঘাতক বলে অঙ্গুলি নির্দেশ

করেছিলেন, যাঁরই হাতে তিনি নিজের হয়ে নিজের মাতার ভার তুলে দিয়েছিলেন, সেই যোহনের কাছেও কি কোন কিছু না জানা থাকতে পারত? পুনরুত্থানের পর তিনি পথে চলতে চলতে যাঁদের কাছে সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করলেন, তাঁদের কাছেও কি কোন কিছু না জানা থাকতে পারত?

তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না, একথা তিনি বলেছিলেন বটে, কিন্তু বলে চলেছিলেন, *যখন সেই সত্যময় আত্মা আসবেন, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন।* এভাবে তিনি প্রমাণ দিলেন যে, সত্যময় আত্মা দ্বারা গোটা সত্য লাভের কথা যাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে কোন বিষয় না জানা ছিল না। তেমন প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করলেন, কারণ শিষ্যচরিত পবিত্র আত্মার অবতরণ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে।

শ্লোক ২ তি ১:১৩,১৪; দ্বিঃবিঃ ১৩:১

প্র তুমি আমার কাছে যে সমস্ত যথার্থ বাণী শুনেছ, খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে সেই সমস্ত বাণীকেই আদর্শ বলে ধারণ কর।
উ মূল্যবান যা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, আমাদের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মার সাহায্যে তা রক্ষা কর।
প্র আমি তোমাকে যা কিছু আজ্ঞা করি, তুমি তাতে আর কিছু যোগ করবে না, তা থেকে কিছু বাদও দেবে না।
উ মূল্যবান যা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, আমাদের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মার সাহায্যে তা রক্ষা কর।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাকোব ৩:১-১২

বাকসংযম উত্তম সাধনা

হে আমার ভাই, এমনটি যেন না হয় যে তোমরা সকলেই শিক্ষাগুরু হতে চাও; কেননা তোমরা জান যে, অন্যদের চেয়ে আমরা কঠোরতর বিচারের বিচারাধীন হব; কারণ আমরা সকলে নানাভাবে হোঁচট খাই। কেউ যদি কথাবার্তায় হোঁচট না খায়, তবে সে সিদ্ধপুরুষ, গোটা দেহকে সে লাগাম দিয়ে সামলাতে সক্ষম। ঘোড়া যেন বাধ্য হয় আমরা যখন তাদের মুখে লাগাম দিই, তখন গোটা ঘোড়াটাকে চালাতে পারি। দেখ, জাহাজও অধিক প্রকাণ্ড হলেও ও প্রচণ্ড বাতাসে চালিত হলেও তবু ছোট্টই একটা হাল দিয়ে চালকের ইচ্ছামত এদিক ওদিক চালানো যেতে পারে। তেমনি জিহ্বাও ক্ষুদ্র একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু মহা মহা বিষয়ে বড়াই করতে পারে। দেখ, সামান্য আগুন কেমন বিরাট বনকে জ্বালিয়ে দেয়! জিহ্বাও আগুন; জিহ্বা অধর্মেরই আপন জগৎ! তা আমাদের অঙ্গগুলির মধ্যে নিজের স্থানে বসে থেকে গোটা দেহকে কলুষিত করে, এবং নরকের আগুনেই নিজে জ্বলে ওঠে ব'লে জীবন-চক্রকে জ্বালিয়ে দেয়। হ্যাঁ, পশু ও পাখি, সরিসৃপ ও সমুদ্রের মধ্যে চরে যত প্রাণী—সবরকম জন্তুকে মানুষ দমন করে ও দমন করেছে, কিন্তু জিহ্বাকে দমন করা কোন মানুষের সাধ্য নেই: জিহ্বা অস্থির একটা অমঙ্গলকর বস্তু, মারাত্মক বিষে পরিপূর্ণ। তা দিয়েই আমরা প্রভু সেই পিতাকে ধন্যবাদ-স্তুতি জানাই, আবার তা দিয়েই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে গড়া মানুষকে অভিশাপ দিই। একই মুখ থেকেই ধন্যবাদ-স্তুতি ও অভিশাপ বের হয়। হে আমার ভাই, এমনটি হতে পারে না! কোন জলভাণ্ডারের একই মুখ থেকে কি মিষ্ট ও তিক্ত জল একসাথে নির্গত হয়? হে আমার ভাই, ডুমুরগাছ কি জলপাই ফলাতে পারে? কিংবা আঙুরলতায় কি ডুমুরফল ধরতে পারে? নোনা উৎসও মিষ্ট জল দিতে পারে না।

শ্লোক যাকোব ৩:২; প্রবচন ১০:১৯

প্র কেউ যদি কথাবার্তায় হোঁচট না খায়, তবে সে সিদ্ধপুরুষ,

℣ গোটা দেহকে সে লাগাম দিয়ে সামলাতে সক্ষম।

℟ অধিক কথনে অধর্মের অভাব নেই, যে কেউ ওষ্ঠ সংযত রাখে, সে সদ্বিবেচক,

℣ গোটা দেহকে সে লাগাম দিয়ে সামলাতে সক্ষম।

দ্বিতীয় পাঠ - রুস্পের ধর্মপাল সাধু ফুল্‌জেন্তিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫:৫-৬**

জগতে ভালবাসা পরিশ্রম করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্রাম পায়

ভ্রাতৃগণ, এসো, প্রভুর এ বাণী স্মরণ করি: *তোমাদের শত্রুদের ভালবাস; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর; যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ কর; যারা তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।* দেখ, প্রভু আদেশ করছেন, ভালবাসা শত্রুদের পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত হোক, এবং খ্রীষ্টীয় হৃদয়ের মঙ্গলময়তা নির্যাতকদের পর্যন্তই বিস্তারিত হোক। তেমন কাজের জন্য কী মজুরি দেওয়া হবে? কিংবা, যারা এ আদেশের প্রতি বাধ্যতা দেখায়, তাদের কী পুরস্কার হবে? যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা বিনামূল্যেই আমাদের অন্তরে সেই ভালবাসা সঞ্চার করলেন, তিনি নিজেই দেখান সেই মজুরি যা তিনি ভালবাসার জন্য গচ্ছিত রাখেন। যিনি অযোগ্যদের কাছে ভালবাসা দিতে প্রসন্ন হলেন, তিনি নিজেই বলুন ভালবাসার প্রতিদানে যোগ্যদের কাছে কী দান করবেন। যারা শত্রুদের ভালবেসেছে ও তাদেরই উপকার করেছে যারা তাদের ঘৃণা করছিল, তারা ঈশ্বরের সন্তান হবে।

ঈশ্বরের এই সন্তানেরা যে কী পাবে, ধন্য প্রেরিতদূত সেই কথা প্রকাশ করে বলেন, *স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী।*

তবে হে খ্রীষ্টভক্ত সকল, শোন; হে ঈশ্বরের সন্তান সকল, শোন; হে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ও খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী, শোন। তোমরা যেন পিতার উত্তরাধিকার পেতে পার, কেবল বন্ধুদের উপর নয়, শত্রুদের উপরেও ভালবাসা বর্ষণ কর। যে ভালবাসা সৎমানুষদের সাধারণ সম্পদ, সেই ভালবাসা থেকে কাউকে বঞ্চিত করো না; ভালবাসা সকলেরই সাধারণ সম্পদ বটে, কিন্তু যাতে তোমাদের বেশি থাকে, সেজন্য ভাল মন্দ সকলের উপরেই তা বর্ষণ কর, কারণ তেমন মঙ্গলদানের সাধারণ সম্পদ পার্থিব নয়, স্বর্গীয়ই সম্পদ। ভালবাসা ঈশ্বরের দান, অপরদিকে অর্থলালসা শয়তানের ফাঁদ, আর শুধু ফাঁদ কেন, খড়্গও সেই অর্থলালসা, কেননা শয়তান তা দ্বারা দুর্ভাগাকে জড়িয়ে ধরার পর আবার তা দ্বারা বন্দিকে খুন করে। ভালবাসা সমস্ত মঙ্গলের মূল, *অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল।*

যত কিছু গ্রাস করেও তৃপ্তি পায় না বিধায় অর্থলালসা সর্বদাই অসন্তুষ্ট। কিন্তু যতখানি পায় ততখানি মুক্তহস্তে বিলিয়ে দেয় বিধায় ভালবাসা সর্বদাই আনন্দিত। সুতরাং সংগ্রহ করতে করতে কৃপণ যেমন দীনহীন হয়, তেমনি দিতে দিতে দানশীল মানুষ নিজেকে ধনবান মনে করে। ক্ষতির প্রতিশোধের চেষ্টায় অর্থলালসা অস্থির হয়ে ওঠে, ক্ষমাদানে আনন্দ পেয়ে ভালবাসা দুশ্চিন্তা মুক্ত। অর্থলালসা দয়াধর্ম থেকে দূরে পালায়, ভালবাসা সানন্দেই তা পালন করে। অর্থলালসার কাজের উদ্দেশ্যই যাতে প্রতিবেশীর অপকার হয়, ভ্রাতৃপ্রেম কারও অপকার করে না। নিজেকে উচ্চ করতে করতে অর্থলালসা নরকে পড়ে যায়, নিজেকে নত করতে করতে ভালবাসা স্বর্গে উন্নীত হয়।

ভ্রাতৃগণ, কবেই বা আমি ভালবাসার গুণকীর্তন উপযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব? ভালবাসা তো স্বর্গেও একা নয়, পৃথিবীতেও পরিত্যক্ত নয়, কেননা পৃথিবীতে সে ঐশবাণীতে পরিপুষ্ট, স্বর্গে কিন্তু ঐশবাণীতে পরিতৃপ্ত; পৃথিবীতে সে বন্ধুদের সঙ্গে সহভাগিতা করে, স্বর্গে স্বর্গদূতদের সাহচর্য ভোগ করে। সংসারে সে পরিশ্রম করে, ঈশ্বরে বিশ্রাম পায়। এখানে চর্চা করতে করতে সে বৃদ্ধি পায়, সেখানে তার এমন অসীম পরিপূর্ণতা রয়েছে যা সবারই প্রাপ্য।

শ্লোক মথি ৫:৪৪-৪৫; এফে ৪:৩২

℟ তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,

℣ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।
℟ পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন,
℣ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গা ২:১১–৩:১৪

বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে

ভ্রাতৃগণ, কেফাস্ যখন আন্তিওখিয়ায় এলেন, তখন আমি মুখের উপরেই তাঁকে প্রতিরোধ করলাম, কারণ তিনি স্পষ্টই দোষী ছিলেন। কেননা যাকোবের কাছ থেকে কয়েকজন আসবার আগে তিনি বিজাতীয়দের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন, কিন্তু ওদের আসার পর তিনি পরিচ্ছেদিতদের ভয়ে পিছিয়ে পড়তে ও নিজেকে পৃথক রাখতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে অন্য সকল ইহুদীও তেমন কপটতায় যোগ দিল, এমনকি বার্নাবাসকেও তাদের সেই কপটতার টানে নিজেকে টানতে দিলেন। কিন্তু আমি যখন দেখলাম, তাঁরা সুসমাচারের সত্য অনুসারে সঠিকভাবে চলছেন না, তখন তাঁদের সকলের সামনে কেফাস্‌কে বললাম, 'আপনি নিজে ইহুদী হয়ে যখন ইহুদীদের মত নয়, বিজাতীয়দেরই মত আচরণ করেন, তখন কেমন করে বিজাতীয়দের ইহুদীদের মত আচরণ করতে বাধ্য করতে পারেন? আমরা তো জন্মসূত্রে ইহুদী, বিজাতীয় পাপী মানুষ নই, তবু ভালই জানি, বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কেবল যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়; আর সেজন্য আমরাও খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই, যেহেতু বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা *কোন মানুষ ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবে না।* কিন্তু খ্রীষ্টে যেন আমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয় এমন চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেরাও যদি পাপী বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকি, তবে এর অর্থ কি খ্রীষ্টই পাপের অনুচারী? দূরের কথা! কেননা আমি যা ভেঙে ফেলেছি, তা-ই যদি আবার গাঁথি, তাহলে নিজেকেই অপরাধী বলে দাঁড় করাই। আসলে আমি বিধান দ্বারা বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন। এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যর্থ করি না; বাস্তবিক বিধান দ্বারা যদি ধর্মময়তা হয়, তাহলে খ্রীষ্ট বৃথাই মরেছেন।

হে নির্বোধ গালাতীয়েরা, কেইবা তোমাদের যাদু করেছে? অথচ তোমাদেরই চোখের সামনে সেই যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছিল। আমি তোমাদের কাছ থেকে কেবল এই কথা জানতে চাই, তোমরা কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই আত্মাকে পেয়েছ? নাকি যা শুনেছিলে তাতে বিশ্বাস দ্বারা? তোমরা কি সত্যিই এমন নির্বোধ যে, আত্মায় আরম্ভ করে এখন শেষ লক্ষ্যের দিকে মাংস দ্বারাই চালিত হতে চাচ্ছ? তাই তোমরা যা যা অভিজ্ঞতা করেছিলে, তা কি সব বৃথা গেল?—অন্তত তা যদি বৃথা যেত! তবে কি, যিনি আত্মাকে তোমাদের মঞ্জুর করেন ও তোমাদের মধ্যে পরাক্রম-কর্ম সাধন করেন, তিনি কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই তা করেন? নাকি তোমরা যা শুনেছিলে তাতে বিশ্বাস দ্বারা?

এভাবেই তো আব্রাহাম *ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল।* সুতরাং জেনে রাখ, যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারাই আব্রাহামের সন্তান। আর বিশ্বাস দ্বারাই যে ঈশ্বর বিজাতীয়দের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন, শাস্ত্র তা আগে থেকে দেখে আব্রাহামের কাছে এই শুভসংবাদ পূর্বঘোষণা করেছিলেন, যথা: *সমস্ত জাতি তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।* সুতরাং যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের সঙ্গে সেই আশীর্বাদের পাত্র। বাস্তবিক যারা বিধানের আদিষ্ট কর্মের উপর নির্ভর করে, তারা সকলে অভিশাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, *যে কেউ বিধান-পুস্তকে লেখা সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে স্থিতমূল থাকে না, সে অভিশপ্ত।* তাছাড়া, বিধান দ্বারা কেউই যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়

না, একথা সুস্পষ্ট, কারণ *বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।* কিন্তু বিধান বিশ্বাসমূলক নয়, বরং *যে কেউ এই সমস্ত পালন করবে, সে সেগুলোতে জীবন পাবে।* খ্রীষ্টই মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, কেননা লেখা আছে, *যাকেই গাছে ঝুলানো হয়, সে অভিশপ্ত,* যেন আব্রাহামের সেই পাওয়া আশীর্বাদ খ্রীষ্টযীশুতে বিজাতীয়দের কাছে যায়, আর আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা সেই প্রতিশ্রুত আত্মাকে পেতে পারি।

শ্লোক গা ২:১৬,২১

প্র বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কেবল যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়;
উ সেজন্য আমরাও খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।
প্র বাস্তবিক বিধান দ্বারা যদি ধর্মময়তা হয়, তাহলে খ্রীষ্ট বৃথাই মরেছেন।
উ সেজন্য আমরাও খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।

দ্বিতীয় পাঠ - আদিপুস্তকে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৮:৬,৮,৯**

আব্রাহামের বলিদান

আব্রাহাম আহুতির জন্য কাঠ তুলে তাঁর ছেলে ইসায়াকের কাঁধে দিলেন, এবং নিজে আগুন ও খড়্গ হাতে নিলেন; তারপর দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে গেলেন। ইসায়াক যে নিজ আহুতির কাঠ কাঁধে নেন তা হল সেই খ্রীষ্টের প্রতীক যিনি নিজ ক্রুশ বহন করলেন, অথচ আহুতির কাঠ নেওয়াই হল যাজকেরই কাজ; সুতরাং তিনি নিজে হলেন বলি ও যাজক। *দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে গেলেন* বাক্যটাও একই প্রতীকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, কারণ যিনি আহুতি উৎসর্গ করতে যাচ্ছেন সেই আব্রাহাম আগুন ও খড়্গ নিয়ে যেতে যেতে ইসায়াক তাঁর পিছনে নয়, তাঁর সঙ্গেই যাচ্ছেন, যাতে স্পষ্ট হয় যে আব্রাহামের সঙ্গে তিনিও যাজকত্বের সহভাগিতা করেন।

এরপরে কী হল? *ইসায়াক তাঁর পিতা আব্রাহামকে বলেন, পিতা আমার।* তেমন মুহূর্তে পুত্রের এ কণ্ঠস্বর হল প্রলোভনেরই কণ্ঠস্বর। চিন্তা কর, বলীকৃত হতে যাচ্ছে এমন পুত্রের এই কণ্ঠ পিতার অন্তর কতই না অস্থির করল? আর যদিও বিশ্বস্ততার লক্ষ্যে আব্রাহাম শক্ত হলেন, তবু তিনিও স্নেহের কণ্ঠে উত্তর দিয়ে বললেন, *এই যে আমি, সন্তান আমার।* আর ইসায়াক বললেন, *আগুন ও কাঠ তো এখানে রয়েছে; কিন্তু আহুতির জন্য মেষশাবক কোথায়? আব্রাহাম উত্তর দিলেন, সন্তান আমার, আহুতির জন্য মেষশাবকের ব্যাপারে পরমেশ্বর নিজেই দেখবেন।*

আব্রাহামের তেমন সতর্কতাপূর্ণ ও সুচিন্তিত উত্তর আমার অন্তরে নাড়া দেয়। তিনি আত্মায় কী দেখছিলেন, আমি তা জানি না, কারণ আসলে তিনি ক্রিয়ার ভবিষ্যৎকাল ব্যবহার করে বললেন, *আহুতির জন্য মেষশাবকের ব্যাপারে পরমেশ্বর নিজেই দেখবেন।* পুত্র ক্রিয়ার বর্তমানকাল ব্যবহার করে প্রশ্ন রাখলে পিতা ভবিষ্যৎকাল ব্যবহার করে উত্তর দিলেন, কারণ প্রভু নিজেই একদিন খ্রীষ্টে প্রকৃত মেষশাবক ব্যবস্থা করার কথা।

আব্রাহাম হাত বাড়িয়ে নিজের ছেলেকে বধ করার জন্য খড়্গ তুলে নিলেন, কিন্তু স্বর্গ থেকে প্রভুর দূত তাঁকে ডাকলেন, বললেন, আব্রাহাম, আব্রাহাম! তিনি উত্তর দিলেন, এই যে আমি! দূত বললেন, ছেলেটির উপর হাত বাড়িয়ো না, তার কোন ক্ষতি করো না, কেননা এখন আমি জানি, তুমি পরমেশ্বরকে ভয় কর। এসো, আমরা একথা প্রেরিতদূতের সেই কথার সঙ্গে তুলনা করি যখন তিনি ঈশ্বর বিষয়ে বললেন, *তিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন।* দেখ কেমন করে ঈশ্বর আশ্চর্য উদারতা নিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছেন: আব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে সেই মরণশীল পুত্রকে উৎসর্গ করলেন যে পুত্র কিন্তু মরলেন না; ঈশ্বর অমর পুত্রকে সকলের জন্য মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন।

তখন আব্রাহাম চোখ তুলে দেখতে পেলেন, পাশে একটা ভেড়া, তার শিঙ একটা ঝোপের মধ্যে জড়ানো।

আমরা উপরে বলেছিলাম, ইসায়াক খ্রীষ্টের প্রতীক, কিন্তু ভেড়াটাও কোন প্রকারে খ্রীষ্টের প্রতীক মনে হচ্ছে। প্রতীক দু'টো কীভাবে খ্রীষ্টকে লক্ষ করে, এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়: ইসায়াককে বধ করা হয়নি, ভেড়াটাকে বধ করা হল। খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের বাণী, কিন্তু *বাণী হলেন মাংস।*

সুতরাং খ্রীষ্ট কষ্টভোগ করেন, মাংসেই কিন্তু; মৃত্যুবরণ করেন, সেই মাংসেই কিন্তু, এই ভেড়াটা যার প্রতীক, যেমনটি যোহনও বললেন, *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!* বাণী কিন্তু তাঁর স্বীয় অক্ষয়শীলতার অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখলেন যা সেই খ্রীষ্টের আত্মা অনুযায়ী, যাঁর প্রতীক ছিলেন ইসায়াক। ফলে তিনি নিজে আত্মায় বলি ও মহাযাজক, কেননা যিনি পিতার কাছে মাংস অনুযায়ী বলি উৎসর্গ করেন, তিনি নিজেই ক্রুশের বেদিতে উৎসর্গীকৃত।

শ্লোক যোহন ১৯:১৬-১৭; আদি ২২:৬ দ্রঃ

প্র তারা যীশুকে নিল;
উ আর যীশু নিজ ক্রুশ নিজে বহন করে বেরিয়ে গেলেন খুলিতলা নামে স্থানে।
প্র আব্রাহাম আহুতির জন্য কাঠ তুলে তাঁর ছেলে ইসায়াকের কাঁধে দিলেন।
উ আর যীশু নিজ ক্রুশ নিজে বহন করে বেরিয়ে গেলেন খুলিতলা নামে স্থানে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাকোব ৩:১৩-১৮

প্রকৃত প্রজ্ঞা ও তার বিপরীত

ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ কে আছে? সে নিজের সদাচরণের মধ্য দিয়ে এমন কর্ম দেখিয়ে দিক, যা প্রজ্ঞাবান-সুলভ কোমলতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত।

কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে যদি তিক্ত ঈর্ষা ও রেষারেষি থাকে, তবে দম্ভ করো না ও সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলো না। তেমন প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে আসা সেই প্রজ্ঞা নয়, বরং এ পার্থিব, জৈব, শয়তানিক প্রজ্ঞা। কেননা যেখানে ঈর্ষা ও রেষারেষি, সেখানে অমিল ও সবরকম দুষ্কর্ম থাকে। কিন্তু যে প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, প্রথমত তা নির্মল; তাছাড়া তা শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু, সুবিবেচক, দয়া ও শুভফলে পূর্ণ, পক্ষপাত ও কপটতা থেকে মুক্ত। শান্তির সাধক যে বীজ শান্তিতে বোনে, তা ধর্মময়তা-ফসল উৎপন্ন করে।

শ্লোক যাকোব ৩:১৭,১৮; মথি ৫:৯

প্র যে প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, প্রথমত তা নির্মল; তাছাড়া তা শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু, সুবিবেচক, দয়া ও শুভফলে পূর্ণ।
উ শান্তির সাধক যে বীজ শান্তিতে বোনে, তা ধর্মময়তা-ফসল উৎপন্ন করে।
প্র শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে;
উ শান্তির সাধক যে বীজ শান্তিতে বোনে, তা ধর্মময়তা-ফসল উৎপন্ন করে।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ১৬:১-২**

ঈশ্বর নিজেই হবেন মহাপুরস্কার, কারণ তিনি নিজেই আদেশের সার

প্রিয়জনেরা, ঐশঅনুগ্রহের উৎকৃষ্টতা প্রতিদিন খ্রীষ্টভক্তদের হৃদয়ে কাজ করে থাকে, যেন আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পার্থিব বিষয় থেকে স্বর্গীয় বিষয়ে উন্নীত হয়। তবু এ বর্তমান জীবনও স্রষ্টার কাজ দ্বারা চালিত হয় ও তাঁর সুব্যবস্থাপনা দ্বারা সুস্থির হয়, কারণ যিনি শাশ্বত মঙ্গলদানের প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি আবার বর্তমানকালীন যত দান মঞ্জুর করেন। সুতরাং বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যার দিকে আমরা ধাবিত, সেই ভাবী আনন্দের প্রত্যাশার

জন্য আমরা যেমন সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য কারণ ইতিমধ্যে তেমন ব্যবস্থার পূর্বাস্বাদ করছি, তেমনি বছরের পর বছর আমরা তাঁর কাছ থেকে যত উপকার পাই সেগুলির জন্যও আমরা ঈশ্বরের গুণকীর্তন ও প্রশংসা করতে বাধ্য; কারণ তিনি আদি থেকে পৃথিবীকে এমন উর্বরতা দিলেন ও প্রতিটি অঙ্কুর ও প্রতিটি বীজে ফল-উৎপাদনের এমন বিধান নিরূপণ করলেন যে তাঁর সৃষ্টি কোন ক্ষেত্রে কখনও ব্যর্থ হয় না, বরং নিখিল সৃষ্টবস্তুতে নির্মাতার সুব্যবস্থাপনা বলবৎ থাকে। অতএব, মানুষের ব্যবহারের জন্য জমি, আঙুরখেত ও জলপাইগাছ যা কিছু উৎপাদন করে থাকে, ঐশমঙ্গলময়তার বদান্যতা গুণেই তা উৎপাদন করে থাকে, কেননা সেই মঙ্গলময়তাই ঋতুচক্রের লীলা গুণে কৃষকদের কাজে সাফল্যের সন্দেহমাত্র না রেখে প্রসন্নতার সঙ্গে তাদের পরিশ্রম সফল করে; ফলত বাতাস ও বৃষ্টি, শীত ও গ্রীষ্ম, দিন ও রাত সবই আমাদের উপকারিতার জন্য সেবায় রত। আসলে, বীজ-বোনা ও জলসিঞ্চন ব্যাপারে প্রভু নিজে যদি বৃদ্ধিশক্তি না দিতেন, তাহলে তাঁর হাতের কাজ ফলশালী করায় মানব বুদ্ধির চেষ্টা কখনও যথেষ্ট হত না।

সুতরাং একান্ত ধর্মসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত যে, স্বর্গীয় পিতা যা উদারতার সঙ্গে আমাদের মঞ্জুর করলেন, তা দিয়ে আমরাও অন্যকে সাহায্য করব। কেননা অনেকেই তারা, যাদের কোন জমি নেই, আঙুরখেতও নেই, জলপাইবাগানও নেই: প্রভু আমাদের যা প্রচুর দিলেন, তা দিয়েই তাদের নিঃস্বতা সহায়তা করা দরকার, তারাও যেন আমাদের সঙ্গে মাটির উর্বরতার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় ও এতে আনন্দ করতে পারে যে, সম্পদশালীদের যা দেওয়া হয়েছে, গরিব ও পথচারীও তার সহভাগিতা করছে। ধন্য ও সমৃদ্ধির আশিসলাভের পরমযোগ্য সে গোলাঘর, যা বাস্তুহারা ও অভাবগ্রস্তদের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করে, পথচারীদের প্রয়োজন মেটায় ও অসুস্থদের বাসনা মঞ্জুর করে। ন্যায়বান ঈশ্বর এমনটি হতে দিলেন যে এরা নানা কষ্ট ভোগ করবে, যেন দুর্দশাগ্রস্তদের তাদের সহিষ্ণুতার জন্য ও দয়াবানদের তাদের মঙ্গলময়তার জন্য মুকুটভূষিত করতে পারেন।

পাপের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা অর্থদান ও উপবাস দ্বারা অত্যন্ত কার্যকারী হয়ে ওঠে, ও তেমন সৎকাজের সঙ্গে নিবেদিত প্রার্থনা দ্রুত পদেই ঈশ্বরের কর্ণগোচর হয়; কেননা লেখা আছে, *সহৃদয় মানুষ তার নিজের প্রাণেরই উপকার করে*, এবং প্রতিবেশীর জন্য যা বিলিয়ে দিই, তার তুলনায় নিজস্ব আমাদের কিছুই থেকে যায় না। পার্থিব সম্পদের যে অংশ অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করা হয়, তা স্বর্গীয় ধনেই স্থানান্তর করে, এবং তেমন উদারতার ফলে যে ঐশ্বর্য লাভ করা যায়, কোন কিছুই তা কমাতে পারে না, কোন মরচেও তা ক্ষয় ধরাতে পারে না। হ্যাঁ, *দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে*—তিনি নিজেই হবেন মহাপুরস্কার, কারণ তিনি নিজেই এই আদেশের সার।

শ্লোক লুক ১৬:৯; তোবিত ৪:১০; ১২:৯

℣ আমি তোমাদের বলছি:
℟ অসৎ ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য মানুষকে বন্ধু করে নাও, যেন তা শেষ হলে তারা সেই অনন্ত আবাসে তোমাদের গ্রহণ করে নেয়।
℣ অর্থদান মৃত্যু থেকে নিস্তার করে, অন্ধকারে যাওয়া থেকে প্রাণকে উদ্ধার করে, ও সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে।
℟ অসৎ ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য মানুষকে বন্ধু করে নাও, যেন তা শেষ হলে তারা সেই অনন্ত আবাসে তোমাদের গ্রহণ করে নেয়।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গা ৩:১৫–৪:৭

বিধানের ভূমিকা

ভাইয়েরা, সাধারণ একটা উদাহরণ দিচ্ছি: একটা ইচ্ছাপত্র মানবীয় হলেও তা যখন স্থিরীকৃত হয়, তখন কেউ তা বিফল করতে পারে না, তাতে নতুন কোন কথাও যোগ করতে পারে না। আচ্ছা, আব্রাহামের প্রতি ও তাঁর *বংশধরের প্রতিই* তো সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছিল। শাস্ত্র বহুবচনে ‘আর তোমার বংশধরদের

প্রতি’ না ব’লে একবচনে বলে, *আর তোমার বংশধরের প্রতি*, যে বংশধর স্বয়ং খ্রীষ্ট। এখন আমি বলছি, যে ইচ্ছাপত্র ঈশ্বর দ্বারা আগে স্থিরীকৃত হয়েছিল, চারশ’ তিরিশ বছর পরে আগত একটা বিধান সেই ইচ্ছাপত্রকে বাতিল করতে পারে না, ফলে প্রতিশ্রুতিকেও বাতিল করতে পারে না! কেননা উত্তরাধিকার যদি বিধানমূলক হয়, তবে আর প্রতিশ্রুতিমূলক হতে পারে না; কিন্তু আব্রাহামকে ঈশ্বর সেই প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়েই তা দান করেছিলেন।

তবে বিধান কেন? অপরাধ লক্ষ ক’রেই তা যোগ করা হয়েছিল, যতদিন সেই ‘বংশধর’ না আসেন যাঁর জন্য সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; আর বিধান স্বর্গদূতদের দ্বারা, একজন মধ্যস্থ দ্বারাই জারি করা হয়েছিল। মধ্যস্থ তো একজনের জন্য হয় না, অপরদিকে ঈশ্বর এক। তবে বিধান কি ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি-বিরুদ্ধ? দূরের কথা! কেননা যদি এমন বিধান দেওয়া হত যা জীবন দান করতে সক্ষম, তবে ধর্মময়তা নিশ্চয়ই বিধানমূলক হত। কিন্তু শাস্ত্র সবকিছুই পাপের অধীনে রুদ্ধ করেছে, যেন সেই প্রতিশ্রুতি যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়।

কিন্তু বিশ্বাস আসবার আগে আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম, সেই বিশ্বাসেরই অপেক্ষায় রুদ্ধ ছিলাম, যা পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা। তাই বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রীষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই; বাস্তবিকই তোমরা সকলেই খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান, কারণ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; ক্রীতদাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রীষ্টযীশুতে এখন তোমরা সকলেই এক। আর তোমরা যখন খ্রীষ্টেরই, তখন তোমরাই আব্রাহামের বংশ, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে উত্তরাধিকারী!

শোন, আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি: উত্তরাধিকারী যতদিন নাবালক থাকে, ততদিন সবকিছুর মালিক হলেও তবু ক্রীতদাসের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না; কিন্তু পিতার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সে অভিভাবকদের ও ধনাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। তেমনি আমরাও যখন নাবালক ছিলাম, তখন জগতের আদিম শক্তির অধীনস্থ দাসের মত ছিলাম। কিন্তু যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি। আর তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, ‘আব্বা, পিতা!’ সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।

শ্লোক গা ৩:২৭,২৮; এফে ৪:২৪

℣ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই;
℟ কারণ খ্রীষ্টযীশুতে এখন তোমরা সকলেই এক।
℣ তোমাদের সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট;
℟ কারণ খ্রীষ্টযীশুতে এখন তোমরা সকলেই এক।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি **পত্র ৩৫:৪-৬,১৩**

আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী

প্রেরিতদূত বলেন, পবিত্রাত্মা দ্বারা যে দেহকর্মের মৃত্যু ঘটায়, সে জীবিত থাকবে। সে যে জীবিত থাকবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা ঐশআত্মা যার আছে, সে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠে। সে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠে যেন দাসত্বের আত্মা নয়, কিন্তু দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা গ্রহণ করে; আর এজন্যই পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য এই যে, তিনি নিজে

আমাদের হৃদয়ে বলে ওঠেন, *আব্বা, পিতা,*—যেভাবে গালাতীয়দের কাছে পত্রে লেখা আছে। আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান তা মহান একটা সাক্ষ্য, কারণ আমরা *ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ও খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী:* সে-ই তাঁর সহউত্তরাধিকারী, যে তাঁর গৌরবের অংশীদার; আর সে-ই তাঁর গৌরবের অংশীদার, যে তাঁর জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করে তাঁর দুঃখকষ্টের অংশীদার হয়।

আর যন্ত্রণাভোগের দিকে আমাদের আবেদন জানানোর জন্য তিনি এ কথাও বলেন যে, আমরা যে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে থাকি, তেমন কষ্ট সহ্য করার ফলে সঞ্চিত পুরস্কারের চেয়ে সেই দুঃখযন্ত্রণা গৌণ ও তুলনার যোগ্য নয়; হ্যাঁ, সত্যিই মহান হবে সেই ভাবী মঙ্গলদানের পুরস্কার যা আমাদের মধ্যে তখনই প্রকাশিত হবে যখন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর গৌরব মুখোমুখি দেখবার যোগ্য হয়ে উঠব।

আর ভাবী গৌরবপ্রকাশের মহত্ত্বের গুণকীর্তন করার জন্য তিনি এ কথাও বলেন যে, এই সৃষ্টিও যা অনিচ্ছাকৃত ভাবে ক্ষয়শীলতার অধীন হয়েও তবু মুক্তির প্রত্যাশায় রয়েছে, সেই সৃষ্টিও ঈশ্বরসন্তানদের গৌরব-প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে। সৃষ্টি খ্রীষ্টের কাছ থেকে নিজ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, যেন একদিন সেও ক্ষয়শীলতার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবের স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারে। যখন ঈশ্বরসন্তানদের গৌরব প্রকাশিত হবে, তখন একটিমাত্র স্বাধীনতা থাকবে: সৃষ্টির ও ঈশ্বরসন্তানদের স্বাধীনতা।

কিন্তু যতদিন এই প্রকাশ স্থগিত হচ্ছে, ততদিন সৃষ্টি আমাদের দত্তকপুত্রত্ব ও আমাদের মুক্তির গৌরবের প্রত্যাশা করতে করতে আর্তনাদ তোলে; ইতিমধ্যেও সে সেই পরিত্রাণের আত্মা প্রসব করার যন্ত্রণাভোগ করছে ও ক্ষয়শীলতার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা করছে। এসব কিছুর অর্থ সুস্পষ্ট: পবিত্র আত্মার প্রথমফসল যাদের আছে, তারা দত্তকপুত্রত্বের প্রত্যাশা করতে করতে আর্তনাদ তোলে। আবার, দত্তকপুত্রত্ব হল সেই গোটা দেহের মুক্তি যা তখন সাধিত হবে যখন দত্তকপুত্রত্বের ফলে, ঠিক যেন একমাত্র ঈশ্বরসন্তান হয়ে, গোটা দেহ সেই সর্বোত্তম ও সনাতন মঙ্গল মুখোমুখি দেখতে পাবে। দত্তকপুত্রত্ব তখনই প্রভুর মণ্ডলীতে প্রকাশিত, যখন পবিত্রাত্মা বলে ওঠেন, *আব্বা, পিতা*—যেভাবে গালাতীয়দের কাছে পত্রে লেখা আছে। কিন্তু দত্তকপুত্রত্ব তখনই সিদ্ধিলাভ করবে, যখন যারা ঈশ্বরের শ্রীমুখ দেখবার যোগ্য, তারা সকলে অক্ষয়শীলতা, সম্মান ও গৌরবে পুনরুত্থিত হবে—হ্যাঁ, তখনই মানবদশা নিজেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে বিবেচনা করবে। এজন্য প্রেরিতদূত গৌরববোধ করে বলেন, *প্রত্যাশায় আমরা ইতিমধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি।* কেননা প্রত্যাশা সত্যিই পরিত্রাণদায়ী, যেমন সেই বিশ্বাসও পরিত্রাণদায়ী, যা বিষয়ে লেখা আছে, *তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।*

শ্লোক রো ৮:১৭; ৫:৯

প্র আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী,
উ অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।
প্র তাঁর রক্তে আমরা যখন ধর্মময় হয়ে উঠেছি, তখন তাঁরই দ্বারা ঐশক্রোধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব,
উ অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাকোব ৪:১-১২

হিংসা ও রেষারেষির মূলকারণ

তোমাদের মধ্যে এমন যুদ্ধ-সংগ্রাম কোথা থেকে আসে? তোমাদের অঙ্গগুলিতে যে সমস্ত কামনা-বাসনা সংগ্রামরত, তা থেকে নয় কি? তোমরা লোভ করছ, কিন্তু কিছুই পেতে পারছ না বিধায় হত্যাই কর; তোমরা ঈর্ষা করছ, কিন্তু কিছুই পেতে পারছ না বিধায় সংগ্রাম ও যুদ্ধ কর! তোমরা কিছুই পাচ্ছ না, এর কারণ হচ্ছে,

তোমরা তো যাচ্‌নাই কর না। যাচ্‌না করছ, কিন্তু কোন ফল পাচ্ছ না, এর কারণ হচ্ছে, অসৎ মনোভাবে যাচ্‌না করছ; অর্থাৎ নিজ সুখ-অভিলাষকেই আপ্যায়িত করতে চাচ্ছ। হায়, অবিশ্বস্তা স্ত্রীলোক সকল! তোমরা কি জান না যে, জগতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা? তাই যে কেউ জগতের বন্ধু হতে চায়, সে নিজেকে ঈশ্বরের শত্রু করে তোলে। নাকি, তোমরা মনে কর যে, শাস্ত্র বৃথাই বলে, 'তিনি যে আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করিয়েছেন, তাকে উত্তপ্ত ভালবাসায় ভালবাসেন?' এমনকি, তিনি মহত্তর অনুগ্রহও দান করেন; এজন্য শাস্ত্র বলে: *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।*

তাই তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হও; দিয়াবলকে প্রতিরোধ কর, তবে সে তোমাদের কাছ থেকে দূরে পালাবে। তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে কাছে আসবেন। হে পাপী সকল, হাত শুদ্ধ কর; হে দোমনা সকল, হৃদয় নির্মল কর। তোমাদের হীনাবস্থা স্বীকার কর, শোকার্ত হয়ে চোখের জল ফেল; তোমাদের হাসি শোকে, ও তোমাদের আনন্দ বিষণ্নতায় পরিণত হোক। প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর, আর তিনি তোমাদের উন্নীত করবেন।

ভাই, পরস্পরের নিন্দা করো না। ভাইয়ের যে নিন্দা করে, কিংবা ভাইয়ের যে বিচার করে, সে বিধানেরই নিন্দা করে, বিধানেরই বিচার করে। আর তুমি যদি বিধানের বিচার কর, তাহলে তুমি বিধানের সাধক আর নও, তার বিচারক হয়েছ। বিধানকর্তা ও বিচারক একজনই মাত্র আছেন, পরিত্রাণ করা ও ধ্বংস করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। কিন্তু তুমি কে যে প্রতিবেশীর বিচার কর?

শ্লোক সাম ১৪৫:৮; যাকোব ৪:৭,৬; যুদিথ ৯:১৭ দ্রঃ

প্‌ প্রভু দয়াবান স্নেহশীল।
উ এসো, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হই; সেই পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় থাকি যা তাঁর কাছ থেকে আসে।
প্‌ ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।
উ এসো, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হই; সেই পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় থাকি যা তাঁর কাছ থেকে আসে।

দ্বিতীয় পাঠ - তারা মঠের অধ্যক্ষ ধন্য ইসায়াকের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩১**

ভালবাসার প্রাধান্য

ভ্রাতৃগণ, পারস্পরিক পরিত্রাণের সুযোগ খোঁজ করতে কেন আমরা তত তৎপর নই, ও যেখানে প্রয়োজন অধিক বলে অনুভব করি, কেনই বা ভাইয়ের মত একে অপরের বোঝা বহনে সেখানে পরস্পরকে সাহায্য করি না? প্রেরিতদূত ঠিক এবিষয়েই আমাদের আবেদন জানান: *তোমরা একে অপরের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রীষ্টের বিধান পূরণ করবে।* তিনি আরও বলেন, *ভালবাসায় একে অপরের প্রতি ধৈর্যশীল হও।* কোন সন্দেহ নেই, এ-ই খ্রীষ্টের বিধান।

প্রয়োজনীয়তার ফলে হোক, কি দেহের বা আচরণের দুর্বলতার ফলে হোক, আমার ভাইয়ের মধ্যে যা কিছু সংশোধনের অতীত দেখি, আমি কেন তা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করি না? কেন তাকে সান্ত্বনা দিই না, যেভাবে লেখা আছে, *কোলে করে তাদের শিশুদের বহন করা হবে, হাঁটুর উপরে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া হবে?* এমনটি হতে পারে কি যে, আমার সেই ভালবাসার অভাব আছে, যে ভালবাসা সবকিছু সহ্য করে, ধৈর্যশীল বলে সবই বহন করে ও মঙ্গলকামী বলে সকলকে ভালবাসে? অথচ এ হল সেই খ্রীষ্টের বিধান, যিনি আপন যন্ত্রণাভোগে *আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন* ও আপন করুণায় *বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট।* তিনি তো যাদের বহন করতেন তাদের ভালইবাসতেন, যাদের ভালবাসতেন তাদের বহন করতেন।

কিন্তু প্রয়োজনীয়তার সময়ে ভাইকে যে আক্রমণ করে, ও তার যে কোন ধরনের দুর্বলতায় ষড়যন্ত্র খাটায়, কোন সন্দেহ নেই, সে শয়তানের বিধানের অধীন হয়ে সেই বিধানই পূরণ করে। সুতরাং এসো, একে অপরের প্রতি সহনশীল হই, ভ্রাতৃত্ব ভালবাসি, পরের দুর্বলতা বহন করি, কেবল রিপুর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করি।

যে আচরণ ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁর জন্য প্রতিবেশীর ভালবাসা অধিক সরলভাবে অনুসরণ করে—যেইভাবে বা যেইরূপে অনুসরণ করুক না কেন—সেই আচরণ ঈশ্বরের বিশেষভাবেই গ্রহণীয়। ভালবাসাই সেই

একমাত্র নীতি যা অনুসারে বিচার করতে হবে একটা কিছু করা যাবে কিনা, তার পরিবর্তন হবে কিনা। ভালবাসাই সেই মূলনীতি যা যে কোন কাজ অনুপ্রাণিত করবে, ও সেই লক্ষ্য যার দিকে যে কোন কাজ ধাবিত হবে। যা কিছু সত্যিকারেই ভালবাসার খাতিরে করা হয়, তা কখনও দণ্ডনীয় নয়।

ভালবাসার অভাবে আমরা যাঁর কাছে গ্রহণীয় হতে পারি না, ও যাঁর সহায়তা ছাড়া কিছুই করতে পারি না, সেই তিনি আমাদের সেই ভালবাসা মঞ্জুর করুন যিনি বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক ১ যোহন ৩:১১; গা ৫:১৪

℣ যে সংবাদ তোমরা আদি থেকে শুনে এসেছ, তা এ :
℟ আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।
℣ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে :
℟ আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গা ৪:৮-৩১

নব সন্ধির স্বাধীনতা

ভ্রাতৃগণ, একসময় তোমরা ঈশ্বরকে না জেনে এমন দেবতাদেরই দাস ছিলে, যারা আসলে দেবতাও নয়; তোমরা এখন যে ঈশ্বরের পরিচয় পেয়েছ, এমনকি ঈশ্বর দ্বারা পরিচিত হয়েছ, কেমন করে আবার ওই বলহীন সামান্য আদিম শক্তিগুলোর দিকে ফিরছ? কেমন করে সেসময়ের মত আবার তাদের দাস হতে চাচ্ছ? তোমরা তো বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ; তোমাদের বিষয়ে আমার ভয় হচ্ছে; কি জানি, তোমাদের মধ্যে বৃথা পরিশ্রম করেছি!

ভাই, তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ: আমার মত হও, কারণ আমিও তোমাদের মত হলাম। তোমরা আমার প্রতি আদৌ কোন অপরাধ করনি; আর তোমরা জান, আমি শারীরিক একটা দুর্বলতার কারণেই প্রথমবার তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলাম; আর শারীরিক আমার সেই দুর্বলতা তোমাদের পক্ষে পরীক্ষা হলেও তা তোমরা তুচ্ছ করনি, ঘৃণাও বোধ করনি, বরং আমাকে ঈশ্বরের এক দূতের মত, খ্রীষ্টযীশুর মতই যেন সাদরে গ্রহণ করেছিলে। তবে তোমাদের সেই প্রীতির মনোভাব কোথায় গেল? আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি, সম্ভব হলে তোমরা নিজ নিজ চোখ উপড়ে ফেলে আমাকে দিতে। তবে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলায় কি তোমাদের শত্রু হয়েছি? এরা তোমাদের প্রতি অনেক যত্ন দেখাচ্ছে, কিন্তু সরল মনে নয়; এরা বরং তোমাদের সরাতেই চায়, যেন তাদেরই প্রতি তোমরা আগ্রহ দেখাও। আমি যখন তোমাদের কাছে উপস্থিত, তখন শুধু নয়, উদ্দেশ্যটা উত্তম হলে তবে সবসময়ই যত্নের পাত্র হওয়া ভাল। তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন; এখন আমি তোমাদের কাছে কাছে থাকতে বাসনা করছি, কণ্ঠের সুরও পাল্টাতে বাসনা করছি, কেননা তোমাদের বিষয়ে আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

তোমরা যারা বিধানের অধীনে থাকতে এত ইচ্ছা কর, একটু বল দেখি, বিধান যা বলে, তা তোমরা কি শুনছ না? কেননা লেখা আছে, আব্রাহামের দু'সন্তান হল, একজন ছিল ওই দাসীর সন্তান, একজন ছিল ওই স্বাধীনার সন্তান। কিন্তু ওই দাসীর সন্তান মাংস অনুসারে জন্মেছিল; ওই স্বাধীনার সন্তান প্রতিশ্রুতি গুণে। আচ্ছা, এই সমস্ত কথা রূপক অর্থেই লেখা: আসলে ওই দুই নারী দুই সন্ধির প্রতীক; একটা, সিনাই পর্বতের যে সন্ধি, দাসত্বের উদ্দেশে প্রসব করে—সে আগার; কেননা এই 'আগার' নামটি আরব দেশের সিনাই পর্বত লক্ষ করে; এবং নারীটি এই বর্তমান যেরুসালেমের একই ভূমিকা বহন করে, কেননা বর্তমান যেরুসালেমও নিজ সন্তানদের সঙ্গে দাসত্বে রয়েছে। কিন্তু ঊর্ধ্বলোকের যে যেরুসালেম, সে তো স্বাধীনা, আর সে-ই আমাদের জননী। কেননা লেখা আছে,

হে বন্ধ্যা, তুমি যে প্রসব কর না, আনন্দিত হও,
তুমি যে প্রসব-যন্ত্রণা জান না, আনন্দ চিৎকারে ফেটে পড়,
কারণ সধবার চেয়ে বরং পরিত্যক্তা নারীরই সন্তান বেশি।

ভাই, ইসায়াকের মত তোমরা প্রতিশ্রুতির সন্তান। কিন্তু মাংস অনুসারে জন্ম নেওয়া সেই সন্তান যেমন সেসময় আত্মা অনুসারে জন্ম নেওয়া সন্তানকে অত্যাচার করেছিল, তেমনি এখনও ঘটছে। তবু শাস্ত্র কী বলে? ওই দাসীকে ও ওর সন্তানকে দূর করে দাও, কারণ ওই দাসীর সন্তান স্বাধীনার সন্তানের সঙ্গে উত্তরাধিকারের সহভাগী হবে না। সুতরাং, ভাই, আমরা ওই দাসীর সন্তান নই, ওই স্বাধীনারই সন্তান।

শ্লোক গা ৪:২৮,৩১; ৫:১; ২ করি ৩:১৭ দ্রঃ

প্র ইসায়াকের মত আমরা প্রতিশ্রুতিরই সন্তান। সুতরাং আমরা দাসীর সন্তান নই, স্বাধীন নারীরই সন্তান।
উ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন।
প্র প্রভুই সেই আত্মা, এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা।
উ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - গালাতীয়দের কাছে পত্রে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **৩৭,৩৮**

তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত হোন

প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা আমার মত হও।* আমি ইহুদী হয়েও আধ্যাত্মিক বিবেচনা গুণে বাহ্যিক যত কিছু প্রত্যাখ্যান করি। *কারণ আমিও তোমাদের মত:* অর্থাৎ আমিও মানুষ। তারপর উপযুক্ত ও সুচিন্তিত ভাবেই তিনি তাদের কাছে নিজ ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, পাছে তারা তাঁকে শত্রু মনে করে। বস্তুত তিনি বলেন, *ভাই, তোমাদের অনুরোধ করি, তোমরা আমার প্রতি আদৌ কোন অপরাধ করনি:* তিনি ঠিক যেন বলেন, সুতরাং তোমরাও মনে করো না, আমি তোমাদের ক্ষতি করতে ব্যাকুল।

সেজন্য তিনি এ কথাও বলে চলেন, *তোমরা তো আমার সন্তান,* তারা যেন তাঁকে পিতারই মত অনুকরণ করে। আরও, *আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন।* তেমন কথা তিনি মাতা মণ্ডলীর হয়েই বলেন, কেননা অন্যত্রও তিনি বলেন, *মা যেমন নিজ শিশুদের লালন-পালন করে, তোমাদের মধ্যে আমরা তেমনি স্নেহ-মমতা দেখিয়েছিলাম।*

বিশ্বাসীর অন্তরে খ্রীষ্ট বিশ্বাস দ্বারাই গঠিত হন—অর্থাৎ সেই অভ্যন্তরীণ মানুষে তিনি গঠিত হন, যে মানুষ অনুগ্রহের স্বাধীনতায় আহূত, কোমল ও বিনম্র হৃদয় যে মানুষ; এমন মানুষ যে নিজ কর্মফলে গর্ব করে না কারণ কর্মফল শূন্য; বরং সেই অনুগ্রহেই গর্ব করে যা তার সমস্ত পুণ্যের উৎস। তবেই যিনি বলেছেন, *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ,* তিনি তেমন মানুষকে ক্ষুদ্রতম বলবেন, অর্থাৎ কিনা নিজের মত তাকেও খ্রীষ্ট বলবেন। কেননা খ্রীষ্টের রূপ যে ধারণ করে, তারই মধ্যে খ্রীষ্ট গঠিত হন; কিন্তু খ্রীষ্টের রূপ সে-ই ধারণ করে, আত্মিক ভালবাসায় যে তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এভাবে তাঁর অনুকরণের ফলে যতখানি সম্ভব সে তাঁরই প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। যোহন বলেন, *যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।*

কিন্তু যেহেতু মাতার গর্ভে মানুষের উদ্ভব হয় মানুষ যেন গঠিত হয়, এবং গঠিত হলে পর প্রসবের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়, সেজন্য উপরের সেই বাণী কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হতে পারে: *আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন।* তবে আমাদের পক্ষে এ জন্মদান বলতে চিন্তা-ভাবনা জনিত এমন যন্ত্রণা বোঝা উচিত, যে যন্ত্রণায় তিনি তাদের জন্ম দিলেন তারা যেন খ্রীষ্টেই জন্ম নেয়; তেমন অর্থে তিনি যন্ত্রণায় তাদের পুনরায় জন্ম দেন, কেননা তারা যে মিথ্যা-প্রবঞ্চনার বিপদ দ্বারা আলোড়িত, তার জন্য তিনি দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। যা তিনি 'প্রসব-যন্ত্রণা' বলেন, তাদের প্রতি তাঁর এই যন্ত্রণাময় যত্ন ততক্ষণই থাকবে, *যতক্ষণ না তারা খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে ওঠে,* যাতে যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হয়।

সুতরাং বিশ্বাসের সূত্রপাতের জন্য নয়—সেদিকে তাদের জন্ম হয়ে গেছিল—কিন্তু শক্তি ও পরিপূর্ণতার জন্যই বলা হয়েছে, *তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন।* তেমন যন্ত্রণাময় জন্মদান তিনি অন্যত্র অন্য কথায়ও ব্যক্ত করেন: *একটা বিষয় প্রতিদিন আমার মাথায় চেপে রয়েছে,—সকল মণ্ডলীর চিন্তা। কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?*

শ্লোক এফে ৪:১৫; প্রবচন ৪:১৮

প্র ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে
উ আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রীষ্ট।
প্র ধার্মিকদের পথ প্রভাতের আলোর মত, যা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উত্তরোত্তর জ্যোতির্ময় হয়;
উ আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রীষ্ট।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাকোব ৪:১৩খ–৫:১১

প্রভুর আগমনের দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধর

ভ্রাতৃগণ, আগামীকাল কী ঘটবে, তা তোমরা জানই না! তোমাদের জীবন আবার কী? তোমরা তো বাষ্পের মত, যা ক্ষণিকের মত দেখা দেয়, তারপর মিলিয়ে যায়। তোমাদের বরং একথা বলা উচিত: 'প্রভুর ইচ্ছা হলে আমরা বেঁচে থাকব আর এটা সেটা করব।' এখন কিন্তু তোমরা নিজেদের দম্ভে বড়াই করছ: তেমন বড়াই করা আদৌ ভাল নয়। তাই যে কেউ সৎকর্ম সাধন করতে জানে, কিন্তু তা করে না, সে পাপ করে।

এখন তোমাদেরই পালা, যারা ধনী মানুষ: তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসছে, তার জন্য চোখের জল ফেল, হাহাকার কর। তোমাদের যত ধন পচে গেছে, তোমাদের যত পোশাককে পোকায় কেটে ফেলেছে; তোমাদের যত সোনা-রুপোতে মরচে ধরেছে; আর সেই মরচে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এবং আগুনের মত তোমাদের সর্বাঙ্গ গ্রাস করবে। তোমরা তো চরম দিনগুলির জন্যই রাশি রাশি ধন জমিয়ে রেখেছ! দেখ, যে কর্মীরা তোমাদের জমির ফসল কেটেছে, তোমরা যে মজুরি থেকে তাদের বঞ্চিত করেছ, সেই মজুরি চিৎকার করছে, এবং সেই ফসলকাটিয়েদের আর্তনাদ সেনাবাহিনীর প্রভুর কানে এসে পৌঁছেছে। পৃথিবীতে তোমরা যত ভোগ-বিলাসিতায় জীবন কাটিয়েছ; মহাসংহারের দিনে তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খেয়েছ। তোমরা ধার্মিককে দণ্ডিত করেছ, বধ করেছ, আর সে তোমাদের প্রতিরোধ করতে অক্ষম!

সুতরাং, ভাই, প্রভুর আগমনের দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধর। দেখ, কৃষক ভূমির মূল্যবান ফসলের প্রতীক্ষায় থাকে, এই ব্যাপারে সে অধৈর্য হয় না, যে পর্যন্ত আশুপক্ব ও শেষপক্ব সবই ফল সংগ্রহ না করে। তোমরাও তেমনি ধৈর্যশীল হও, অন্তর সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমনের দিন সন্নিকট; ভাই, তোমরা একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলো না, যেন তোমাদের নিজেদের বিচারাধীন না হতে হয়: দেখ, বিচারকর্তা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভাই, কষ্টভোগ ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমরা চোখের সামনে সেই নবীদের রাখ, যাঁরা প্রভুর নামে কথা বলেছিলেন। দেখ, যারা নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছে, তাদেরই আমরা সুখী বলি। তোমরা যোবের নিষ্ঠতার কথা শুনেছ, এবং প্রভুর শেষ লক্ষ্যও জানতে পেরেছ, অর্থাৎ *প্রভু স্নেহময় দয়াবান।*

শ্লোক যাকোব ৫:১০,৯; মথি ২৪:৪৪

প্র ভাই, কষ্টভোগ ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমরা চোখের সামনে সেই নবীদের রাখ, যাঁরা প্রভুর নামে কথা বলেছিলেন।
উ দেখ, বিচারকর্তা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।
প্র প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন।

℣ দেখ, বিচারকর্তা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ানের বলে ধরে নেওয়া অজানা লেখকেরই উপদেশ

সে-ই খ্রীষ্টান, সবকিছুতে যে খ্রীষ্টের অনুকরণ করে

খ্রীষ্ট যা কিছু করলেন ও শিক্ষা দিলেন, তা-ই ঈশ্বরের ইচ্ছা, যথা: অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে বিনম্রতা, বিশ্বাসে স্থৈর্য্য, কথাবার্তায় শালীনতা, ব্যবসায় ন্যায়, কাজকর্মে দয়া, আচরণে সুশৃঙ্খলা। আরও, ক্ষতি করতে অক্ষম হওয়া, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও ক্ষমা করা; নিজের অমঙ্গলের জন্য যেমন ভীত, তেমনি পরের অমঙ্গলের জন্যও ভীত হওয়া; নিজের সাফল্য ও শুভফলের বেলায় যেমন আমরা আনন্দিত, পরের আনন্দে তেমনি আনন্দিত হওয়া। আরও, বাহ্যিক কারণে নয়, ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরেই বন্ধুকে ভালবাসা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে শত্রুকে সহ্য করা; যা চাও না তোমার প্রতি করা হোক, তা কারও প্রতি না করা, এবং যা চাও তোমাকে দেওয়া হোক, তা কাউকে দিতে অসম্মত না হওয়া; পরের প্রয়োজন যথাশক্তিতে মেটানো শুধু নয়, বরং শক্তির অতীত সাহায্য দানের বাসনা করা; ভাইদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখা। আরও, সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা: তাঁকে পিতা বলেই ভালবাসা, ও প্রভু বলেই ভয় করা; খ্রীষ্টপ্রেমের আগে কিছু স্থান না দেওয়া, কারণ তিনিও আমাদের ভালবাসার আগে কিছুই স্থান দেননি।

যে কেউ প্রভুর নাম ভালবাসে, সে তাঁর মধ্যে নিজ গৌরব স্থাপন করবে। একদিন যেন সুখ পেতে পারি, এসো, এখন দুঃখকষ্ট ভোগ করতে সম্মত হই। এসো, প্রভু যীশু সেই খ্রীষ্টের অনুসরণ করি। *যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।* ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রীষ্ট রাজত্ব করতে আসেননি, কিন্তু রাজা হয়েও রাজ্য থেকে দূরে পালালেন; তিনি সেবা আদায় করতে নয়, সেবা করতেই এসেছেন। তিনি নিঃস্ব হলেন আমাদের যেন ধনবান করতে পারেন, আঘাতগ্রস্ত হতে সম্মত হলেন আমরাও যেন কশাঘাতের অধীন হয়ে অসন্তোষ না দেখাই। এসো, খ্রীষ্টের অনুকরণ করি। খ্রীষ্টান হওয়া বলতে ন্যায়বান, মঙ্গলকর ও খাঁটি হওয়া বোঝায়। সে-ই খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টের যে অনুকরণ করে ও সবকিছুতে তাঁর অনুসরণ করে; সে-ই খ্রীষ্টান, যে পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র ও অকলুষিত, ও যার অন্তরে শঠতার আস্তানা নেই, বরং কেবল ধর্মময়তা ও মঙ্গলময়তা রাজত্ব করে।

সে-ই খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টের জীবন যে নতুন করে যাপন করে, সমস্ত পরিস্থিতিতে যে দয়াবান, ও ক্ষতি করতে অক্ষম। সে এমনটি হতে দেয় না যে, তার সামনে গরিব অত্যাচারিত হবে; সে অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করে, শোকার্তের সঙ্গে শোক করে, পরের দুঃখ নিজের দুঃখের মত অনুভব করে, বেদনাপীড়িতের সঙ্গে মর্মপীড়িত ও শোকার্ত হয়। সে সকলের জন্য নিজ ঘর খোলা রাখে, তার দরজা কারও জন্য রুদ্ধ নয়, গরিবদের সে নিজ অন্নভোজে স্থান দেয়। সকলেই তার ভালবাসা জানে, কেউই কখনও তার দ্বারা অপমানিত হয় না। সরল ও শুদ্ধ আত্মায় এবং বিশ্বস্ত ও নিখুঁত বিবেকে সে দিনরাত ঈশ্বরের সেবা করে; তার মন ঈশ্বরের প্রতি নিত্য ধাবিত; স্বর্গীয় বিষয়ের বাসনায় সে পার্থিব বস্তু মূল্যহীন বলে গণ্য করে।

শ্লোক যোহন ১৩:১৬,১৭,১৫

℟ দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়।
℣ এ সমস্ত জেনে যদি তোমরা তা পালন কর, তবে তোমরা সুখী।
℟ আমি তোমাদের একটা আদর্শ দিলাম, আমি তোমাদের জন্য যেমনটি করলাম, তোমরাও যেন তেমনটি কর।
℣ এ সমস্ত জেনে যদি তোমরা তা পালন কর, তবে তোমরা সুখী।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গা ৫:১-২৫

খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন আমরা যেন স্বাধীন থাকি

স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন; সুতরাং তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, এবং দাসত্বের জোয়াল তোমাদের ঘাড়ে দিতে আর দিয়ো না। দেখ, আমি পল তোমাদের নিজেই বলছি, তোমরা যদি পরিচ্ছেদন গ্রহণ করে নাও, তবে খ্রীষ্টকে নিয়ে তোমাদের কিছুতেই উপকার হবে না। যে কেউ পরিচ্ছেদন গ্রহণ করে নেয়, তাকে আমি আবার স্পষ্ট বলছি, সে সমস্ত বিধান পালন করতে বাধ্য। তোমরা যারা বিধানে ধর্মময়তা পেতে চেষ্টা করছ, খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ, অনুগ্রহ থেকে পতিত হয়েছ। কেননা আমরা আত্মা দ্বারা বিশ্বাসগুণেই ধর্মময়তা-লাভের প্রত্যাশার ফল প্রতীক্ষা করছি; কারণ খ্রীষ্টযীশুতে পরিচ্ছেদনেরও কোন মূল্য নেই, অপরিচ্ছেদনেরও কোন মূল্য নেই, কিন্তু ভালবাসা দ্বারা কার্যকর বিশ্বাসই মূল্যবান।

আহা, তোমরা সুন্দরভাবেই দৌড়চ্ছিলে; কে তোমাদের বাধা দিল যে, তোমরা সত্যের প্রতি আর বাধ্য নও? যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তাঁর কাছ থেকে তেমন প্ররোচনা আসেইনি। সামান্য একটু খামির ময়দার পিন্ডটা সবই গাঁজিয়ে তোলে। তোমাদের বিষয়ে প্রভুতে আমার এমন দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তোমাদের ধারণা আমার ধারণা থেকে ভিন্ন হবে না; কিন্তু তোমাদের যে অস্থির করে, সে যেই হোক না কেন তার যোগ্য শাস্তি ভোগ করবে। ভাই, যদি এখনও পরিচ্ছেদনের কথা প্রচার করি, তবে আমি কেন এতক্ষণে নির্যাতিত হচ্ছি? তবে ক্রুশের স্খলন কি বাতিল হয়েছে? যারা তোমাদের অস্থির করে তুলছে, তারা আরও বেশি এগিয়ে যাক, অর্থাৎ, নিজেদের সেই সবই ছেটে ফেলুক!

কেননা, হে ভাই, তোমরা স্বাধীনতার জন্যই আহূত হয়েছ। শুধু দেখ, তেমন স্বাধীনতাকে মাংসের পক্ষে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করো না। বরং ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর। কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, *তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।* কিন্তু তোমরা যদি একে অপরকে কামড়াও ও দীর্ণবিদীর্ণ কর, তাহলে সাবধান, পাছে পরস্পর দ্বারা কবলিত হও।

তাই আমি বলছি, তোমরা আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চল, তাহলেই মাংসের কামনা আর মেটাতে হবে না; কারণ মাংসের যা কাম্য, তা আত্মার বিরোধী এবং আত্মার যা কাম্য, তা মাংসের বিরোধী। আসলে এই দুই পক্ষ তো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, ফলে তোমরা যা করতে চাও, তা করতে পার না। অপরদিকে যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও। মাংসের যত কর্মফল তো স্পষ্ট: যৌন অনাচার, অশুচিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব আর ওই ধরনের সমস্ত কিছু। আগে যেমন এই বিষয়ে আমি বলেছিলাম, এখনও তোমাদের সতর্ক করে বলছি: যারা তেমন আচরণ করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। অপরদিকে আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম; এই সবকিছুর বিরুদ্ধে কোন বিধান নেই। আর যারা খ্রীষ্টযীশুরই, তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে।

আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি।

শ্লোক গা ৫:১৮,২২,২৫

প্র যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও।
উ আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি।
প্র আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি।
উ আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি।

দ্বিতীয় পাঠ - নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৭:২৩-২৪**

খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে তাঁর নিজের পরিপূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করলেন

আহা, আমি এ মরণশীল দেহ কতই না দমন করতে চাই! চওড়া ও সহজ পথ দিয়ে নয়, যে পথ দিয়ে অল্পজন মাত্র এগিয়ে যেতে পারে সেই সঙ্কীর্ণ পথে চ'লে, আহা, আমি সমস্ত বোঝা আধ্যাত্মিক ভাবে মাথায় তুলে নিতে কতই না বাসনা করি! যে সমস্ত বাস্তবতা ভাবীকালে দেখা দেবে, তা কতই না মহান ও অপরূপ! সেই প্রত্যাশা আমাদের যত পুণ্যে, যত মর্যাদার অতীত! *এ মানুষ কী যে তুমি তার কথা স্মরণে রাখ?* এই যে নতুন রহস্য আমাকে ঘিরে রাখে, সেই রহস্য কী? আমি ছোট ও মহান, নগণ্য ও উৎকৃষ্ট, মরণশীল ও অমর, মর্ত ও স্বর্গীয়। প্রথম শব্দগুলিতে উল্লিখিত বাস্তবতা হল এই নিম্ন জগতে আমার সাধারণ সম্পদ; দ্বিতীয় শব্দগুলির বাস্তবতা আমার কাছে ঈশ্বর থেকেই আগত; প্রথমগুলি দৈহিক, দ্বিতীয়গুলি আত্মিক। আমার পক্ষে খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হওয়া দরকার, যাতে খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করতে, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী হতে, ঈশ্বরের সন্তান হতে, এমনকি একপ্রকারে ঈশ্বর হতে পারি।

আমাদের কাছে মহারহস্যটির শিক্ষা এরূপ: যিনি আমাদের জন্য মানবদশা ধারণ করলেন, সেই ঈশ্বর নিজেকে নিঃস্ব করলেন যাতে আমাদের পতিত মানবতা উন্নীত করতে পারেন ও আমাদের মধ্যে তাঁর কলুষিত প্রতিমূর্তি নবায়ন করতে পারেন, আমরা সকলে যেন সেই খ্রীষ্টে এক হতে পারি যিনি আমাদের সকলের মধ্যে তাঁর নিজের পরিপূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করলেন, ফলত আমরা যেন *পুরুষ বা নারী, ভিনভাষী বা স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ আর না হই,* কেননা এসব কিছু হল মাংসের লক্ষণ এবং ভেদাভেদ, বরং যেন আমাদের মধ্যে কেবল সেই ঈশ্বরেরই চিহ্ন বহন করি যাঁর দ্বারা ও যাঁর উদ্দেশ্যে আমরা সৃষ্ট হয়েছি, এমনকি তাঁর দ্বারা আমরা এমনভাবে নির্মিত ও চিহ্নিত হয়েছি যে কেবল তাঁর কাছেই আমাদের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত।

আহা, আমরা যা প্রত্যাশা করি, উপকর্তা ঈশ্বরের মহামঙ্গলময়তা অনুসারে আমরা যদি তা হয়ে উঠতে পারতাম! তিনি অল্প কিছুই দাবি করেন; কিন্তু যারা সরল মনে তাঁকে ভালবাসে, তিনি তাদের কাছে এখন ও ভাবী যুগে অপরিসীম দান মঞ্জুর করেন। তার মানে, আমরা যখন তাঁর প্রতি ভালবাসা ও প্রত্যাশার খাতিরে *সবকিছু বহন করি, সবকিছু সহ্য করি,* সুখে-দুঃখে সবকিছুর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আমাদের আত্মা ও আমাদের সহযাত্রীদেরই আত্মা তাঁর স্মরণে সঁপে দিই যারা আমাদের চেয়ে অধিক প্রস্তুত হয়ে তাঁর আবাসে আগেই পৌঁছেছে, তখন তিনি সেই অপরিসীম দান মঞ্জুর করেন।

শ্লোক এফে ১:৩-৪; ২:১০

প্র ঈশ্বর স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন। জগৎসৃষ্টির আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
উ আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি।
প্র আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রীষ্টযীশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন আমরা যেন সেই পথে চলি:
উ আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাকোব ৫:১২-২০

নানা চেতনা-বাণী

সর্বোপরি, ভাই, তোমরা দিব্যি দিয়ো না, স্বর্গ বা পৃথিবী বা অন্য কিছুরই দিব্যি দিয়ো না। কিন্তু তোমরা 'হ্যাঁ' বললে তা হ্যাঁ হোক; 'না' বললে, তা না হোক, পাছে বিচারে তোমাদের পতন হয়।

তোমাদের মধ্যে যে দুঃখভোগ করছে, সে প্রার্থনা করুক। যে প্রফুল্ল মনে আছে, সে সামগান করুক।

তোমাদের মধ্যে যে রোগপীড়িত, সে মন্ডলীর প্রবীণদের ডাকুক; এবং তাঁরা তার গায়ে তেল মাখিয়ে দেবার পর প্রভুর নামে প্রার্থনা করুন। বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই রোগীকে ত্রাণ করবে: প্রভু তাকে সুস্থ করে তুলবেন; আর সে যদি কোন পাপ করে থাকে, তার সেই পাপের মোচন হবে। তোমরা পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকার কর এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যেন রোগমুক্তি পাও। ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মন্ডিত। এলিয় আমাদের মত দুর্বল রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন; তিনি মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করলেন যেন বৃষ্টি না হয়, এবং তিন বছর ছ'মাস ধরে পৃথিবীতে বৃষ্টি হল না। পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন; আর আকাশ জল মঞ্জুর করল ও মাটি তার আপন ফসল দান করল।

হে আমার ভাই, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যভ্রষ্ট হয় আর তাকে যদি কেউ ফিরিয়ে আনে, তাহলে জেনে রাখ, যে কেউ কোন পাপীকে ভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনে, সে তার প্রাণকে মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ করবে ও অসংখ্য পাপ ঢেকে দেবে।

শ্লোক ১ পি ৪:৮; যাকোব ৫:২০

℣ সর্বোপরি পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাস,
℟ কারণ ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।
℣ যে কেউ কোন পাপীকে ভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে, সে তার প্রাণকে মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ করবে এবং অসংখ্য পাপ ঢেকে দেবে।
℟ কারণ ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।

দ্বিতীয় পাঠ - লেবীয় পুস্তকে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২:৪**

পাপমোচন

তুমি একটু শোন, পাপমোচনের উদ্দেশ্যে সুসমাচারে কত উপায় উল্লিখিত। প্রথম: সেই দীক্ষাস্নান যা পাপমোচনের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়: সাক্ষ্যমরণের যন্ত্রণা। তৃতীয়: অর্থদান। এবিষয়ে ত্রাণকর্তা বলেন, *তোমরা বরং অভাবীদের দান কর, তবেই তোমাদের পক্ষে সবই শুচি হবে।*

চতুর্থ: আমাদের ভাইদের ক্ষমা করলে আমরা নিজেরা ক্ষমা পাই। স্বয়ং প্রভু ও আমাদের ত্রাণকর্তা বলেন, *তোমরা যদি পরের দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন; কিন্তু তোমরা যদি পরকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন না।* আর তাঁর প্রার্থনায় তিনি আমাদের একথা বলতে শেখালেন, *আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি।*

পঞ্চম: বিপথ থেকে যে পাপীকে ফিরিয়ে আনে, সে পাপমোচন লাভ করে; কেননা পবিত্র শাস্ত্র বলে, *যে কেউ কোন পাপীকে ভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনে, সে তার প্রাণকে মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ করবে ও অসংখ্য পাপ ঢেকে দেবে।* ষষ্ঠ: একাগ্র ভালবাসার মাধ্যমেও আমরা পাপমোচন লাভ করি, যেমনটি প্রভু নিজে বলেন, *এর যে বহু পাপ, তা ক্ষমা করা হয়েছে, কারণ এ বেশি ভালবাসা দেখিয়েছে।* প্রেরিতদূতও বলেন যে *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।* সপ্তম একটা উপায়ও আছে যা কঠিন ও শ্রমসাধ্য, তা হল অনুতাপ: পাপী মানুষ নিজ শয্যা অশ্রুসিক্ত করে, অশ্রুজল হল তার নিশিদিনের খাদ্য, যাজকের কাছে নিজ পাপ স্বীকার করতে ও তাঁর কাছে ঔষধ চাইতে সে লজ্জা বোধ করে না, যেমনটি সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলে: *আমি বললাম, প্রভুর কাছে আমার যত অন্যায় স্বীকার করব, তখনই তুমি হরণ করলে আমার পাপের দন্ড।* এভাবে যাকোবের বাণীও পূর্ণতা লাভ করে: *যে রোগপীড়িত, সে মন্ডলীর প্রবীণদের ডাকুক; এবং তাঁরা তার গায়ে তেল মাখিয়ে দেবার পর প্রভুর নামে প্রার্থনা করুন। বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই রোগীকে ত্রাণ করবে: প্রভু তাকে সুস্থ করে তুলবেন; আর সে যদি কোন পাপ করে থাকে, তার সেই পাপের মোচন হবে।*

সুতরাং তুমিও যখন দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহের কাছে আস, তখন তুমি ঠিক যেন একটা বৃষ উৎসর্গ কর, কারণ তুমি খ্রীষ্টের মৃত্যুতে দীক্ষাস্নাত হও। সাক্ষ্যমরণের দিকে চালিত হলে, তবে তুমি ঠিক যেন একটা ছাগ উৎসর্গ

কর, কারণ তুমি পাপের প্রণেতা সেই শয়তানকে জবাই কর। যখন অর্থদান কর ও স্নেহপূর্ণ তৎপরতার সঙ্গে অভাবগ্রস্তদের প্রতি মমতা দেখাও, তখন তুমি পবিত্র বেদির উপরে নধর মেষ যোগাও। আর যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভাইকে ক্ষমা কর, ও ক্রোধের উত্তেজনা ত্যাগ করে অন্তরকে শান্তি ও কোমলতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, তাহলে নিশ্চিত থাক, তা ভেড়া বা মেষশাবক বলিদানের মত। পরিশেষে, বিশ্বাস ও আশার ঊর্ধ্বে যে সদ্গুণ, সেই ভালবাসা যদি তোমার হৃদয়ে এমনভাবে উপচে পড়ে যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে তোমার নিজের মত শুধু নয়, কিন্তু সেইভাবে যেভাবে তিনি শেখালেন যিনি বললেন, *বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই,* তবে জেনে রেখ, তুমি এমন সেরা গমেরই রুটি উৎসর্গ কর যা ভালবাসারই তেলে মাখা, *যা দুষ্টতা ও অধর্মের খামির নিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামির নিয়েই* মাখা।

শ্লোক জাখা ৭:৯; মথি ৬:১৪

ঞ তোমরা ন্যায়বিচার সম্পাদন কর,
উ প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।
ঞ তোমরা যদি পরের দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন।
উ প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গা ৫:২৫–৬:১৮

খ্রীষ্টবিশ্বাসী নতুন সৃষ্টি

ভাই, আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি। এসো, আমরা যেন অসার অহঙ্কার না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন না করি, পরস্পরকে ঈর্ষা না করি।

ভাই, যদিও কেউ কোন অপরাধে ধরা পড়ে, তবে তোমরা আত্মাকে পেয়েছ যখন, তখন কোমলতা দেখিয়ে তার সংস্কার কর। তুমিও নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, পাছে তোমাকেও পরীক্ষার সম্মুখীন না হতে হয়। তোমরা একে অপরের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রীষ্টের বিধান পূরণ করবে। কেননা কেউ যদি মনে করে, তার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে, কিন্তু আসলে সে কিছুই নয়, তবে সে নিজেকেই ভোলায়। প্রত্যেকে বরং নিজ নিজ আচরণ পরীক্ষা করুক, তাহলে গর্ব করার মত যদি কিছু পায়, তা নিজেরই বিষয়ে হবে, পরের সঙ্গে তুলনা ক'রে নয়। কেননা প্রত্যেককে নিজ নিজ বোঝা বহন করতে হয়।

যে কেউ দীক্ষার্থী, তার নিজের যা কিছু আছে, সে দীক্ষাদাতার সঙ্গে তার সহভাগিতা করুক। নিজেদের ভুলিয়ো না, ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি করা চলে না। আসলে মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল। আর এসো, সৎকাজ করায় আমরা যেন কখনও ক্লান্তি না মানি! কেননা ক্ষান্ত না হলে আমরা যথাসময় ফসল পাব। সুতরাং যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, এসো, সকলের মঙ্গল সাধন করি, বিশেষভাবে তাদেরই, যারা বিশ্বাস সূত্রে আমাদের আপনজন।

দেখ কত বড় অক্ষরেই না আমি এখন নিজ হাতে তোমাদের লিখছি। যারা মানবীয় মাত্রা অনুসারে নিজেদের খুব সুন্দর দেখাতে চায়, তারাই তোমাদের পরিচ্ছেদন গ্রহণ করতে বাধ্য করছে; ওদের একমাত্র অভিপ্রায়, যেন তারা খ্রীষ্টের ক্রুশের জন্য নির্যাতিত না হয়। আসলে পরিচ্ছেদিতরা নিজেরাও বিধান পালন করে না; কিন্তু তোমাদের পরিচ্ছেদন গ্রহণ করাতে চায়, যেন তারা তোমাদের বাহ্যিক চেহারা নিয়ে গর্ব করতে পারে। কিন্তু আমার বেলায়, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি, যা দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ। কারণ আসলে পরিচ্ছেদনও কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, কিন্তু এক নবসৃষ্টিই সব। আর যারা এই সূত্র অনুসারে চলবে, তাদের সকলের উপরে ও ঈশ্বরের

ইস্রায়েলের উপরে শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক।

এখন থেকে কেউ যেন আমাকে দুঃখকস্ট না দেয়, কারণ আমি যীশুর সমস্ত যন্ত্রণার চিহ্ন নিজের দেহে বহন করি।

ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক। আমেন।

শ্লোক গা ৬:৭,৮; যোহন ৬:৬৩

প্র মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে;
উ তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।
প্র আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয়।
উ তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

দ্বিতীয় পাঠ - ভাইয়ের মৃত্যু উপলক্ষে সাধু আম্ব্রোজের উপদেশাবলি উপদেশ ২:৪৩-৪৬

খ্রীষ্টের মৃত্যু সকলের জীবন

ধার্মিকের মৃত্যুর মত আমার মৃত্যু হোক, তার পরিণামের মত আমার পরিণাম হোক। এই বাসনা সত্যিই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ অনুসারে, কারণ যিনি খ্রীষ্টের উদ্ভব দেখেছিলেন, তিনি তাঁকে গৌরবময় দেখলেন, তাঁর মৃত্যু দেখলেন, তাঁর মধ্যে মানুষদের চিরস্থায়ী পুনরুত্থান দেখলেন, ফলত তিনি মরতে ভয় করছিলেন না, কারণ জানতেন, তিনি পুনরুত্থান করবেন। আমার আত্মা যেন পাপে না মরে, নিজের মধ্যেও যেন পাপ গ্রহণ না করে; সে কিন্তু যেন ধার্মিকের আত্মায় মরতে পারে যেন তার পুরস্কার লাভ করতে পারে। যে কেউ খ্রীষ্টে মৃত্যুবরণ করে, দীক্ষাস্নানে সে তাঁর অনুগ্রহের অংশীদার হয়ে ওঠে। এজন্য গরিবদের পক্ষে মৃত্যু তত ভয়ানক নয়, তত তিক্তও নয়, ধনীদের পক্ষেও তত ভারী নয়, বৃদ্ধদের পক্ষেও অন্যায্য নয়, শক্তিশালীদের পক্ষেও অপমানজনক নয়, বিশ্বাসীদের পক্ষেও চিরন্তন নয়, বুদ্ধিমানদের পক্ষেও অপ্রত্যাশিত নয়। কতজনই না কেবল মৃত্যুর উদ্দেশ্যেই জীবন উৎসর্গ করল; কতজনেরই পক্ষে জীবন হল দণ্ড, মৃত্যু কিন্তু লাভ! আমরা জানি, বহুবার অধিক বিখ্যাত বহুজাতি একজনেরই মৃত্যুতে মুক্তি পেল; জীবিত থাকতে যে সেনাপতি জয়লাভ করতে পারতেন না, তাঁর মৃত্যুতে শত্রুদের পিছিয়ে দেওয়া হল।

সাক্ষ্যমরদের মৃত্যুতে ধর্ম রক্ষা পেল, বিশ্বাস বৃদ্ধিলাভ করল, মণ্ডলী শক্তিশালী হয়ে উঠল: মৃতরাই জিতলেন, নির্যাতকেরা পরাজিত হল। এজন্য যাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত পর্যন্ত জানি না, তাঁদের মৃত্যুর স্মৃতি পালন করি। আর এজন্য দাউদ নবীয় আবেগে আত্মায় উদ্দীপিত হয়ে বলে ওঠেন, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু।* জীবনের চেয়ে তিনি মৃত্যুকে প্রাধান্য দিলেন। সাক্ষ্যমরদের মৃত্যুই হল জীবনের পুরস্কার। মৃত্যুতে শত্রুদের ক্রোধও নিঃশেষ হয়ে যায়।

আর কী বলব? একজনেরই মৃত্যুতে জগৎ মুক্তি পেল। ইচ্ছা করলে খ্রীষ্ট নাও মরতে পারতেন; তিনি কিন্তু মৃত্যুকে এমন নিকৃষ্ট বস্তু যা এড়ানো উচিত গণ্য করলেন না, এমনকি মৃত্যুবরণ করার চেয়ে তিনি মহত্তম উপায়ে আমাদের ত্রাণ করতে পারতেন না। সুতরাং তাঁর মৃত্যু হল সকলের জীবন। আমরা তাঁর মৃত্যুতে চিহ্নিত: প্রার্থনায় তাঁর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করি, অর্ঘ্য নিবেদনের সময়ে তাঁর মৃত্যুর কথা প্রচার করি। তাঁর মৃত্যু হল বিজয়, তাঁর মৃত্যু হল সাক্রামেন্ত, তাঁর মৃত্যু হল জগতের একটা বাৎসরিক মহোৎসব। খ্রীষ্টের মৃত্যু বিষয়ে আর কীবা বলব, যখন দিব্য প্রমাণ দ্বারা আমরা জানি যে কেবল এ মৃত্যুই আমাদের জন্য অমরত্ব লাভ করল আর মৃত্যু নিজে নিজের মুক্তিমূল্য দিয়ে নিজের মুক্তি সাধন করল? অতএব, সেই মৃত্যুকে ভয় করতে নেই, যে মৃত্যু বিশ্বপরিত্রাণের কারণ; সেই মৃত্যু থেকে দূরে পালাতে নেই, যে মৃত্যুকে ঈশ্বরের পুত্র তুচ্ছ করলেন না, এড়াতেও চাইলেন না। প্রকৃতির গতির বিরুদ্ধে যাওয়া যায় না: যা সকলের ভাগ্য, ব্যক্তি-বিশেষের বেলায় তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

শ্লোক হিব্রু ২:১০; লুক ২৪:২৬

℣ যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন,
℟ তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন।
℣ এ কি অবধারিত ছিল না যে, খ্রীষ্টকে এ সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?
℟ তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন।

১০ম সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ৪৬:১-১২

যোশুয়া ও কালেবের গুণকীর্তন

নূনের সন্তান যোশুয়া যুদ্ধে মহাবীর ছিলেন,
  নবী-ভূমিকায় তিনি মোশীর পদ নিলেন।
  তাঁর নামের অর্থ অনুযায়ী
  তিনি ঈশ্বরের মনোনীতদের ত্রাণকর্ম সাধনে মহান হলেন,
  হ্যাঁ, তিনি বিপ্লবী শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিলেন,
  যেন ইস্রায়েলকে দেশের দখল বণ্টন করতে পারেন।
যখন হাত উত্তোলন করতেন,
  শহরগুলির বিরুদ্ধে যখন খড়্গা চালাতেন,
  তখন তিনি, আহা, কেমন গৌরবময় ছিলেন!
তাঁর আগে কেইবা কখনও তত সুস্থির হতে পারল?
  তিনি নিজেই প্রভুর যুদ্ধ চালালেন।
তাঁর হাত দ্বারা সূর্যের গতি কি থামেনি?
  একটা দিন কি দু'টো দিনের মত দীর্ঘায়িত হয়নি?
তিনি শক্তিমান সেই পরাৎপরকে ডাকলেন,
  সেসময়ে শত্রুরা চারদিক থেকে তাঁকে চাপ দিচ্ছিল;
  এবং মহাপ্রভু তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন,
  শিলাবৃষ্টির কঠিন শিলাকুচি ছুড়ে মারলেন।
তিনি সেই শত্রু-জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন,
  সেই নিম্নগামী পথে বিরোধীদের বিনাশ করলেন,
  যেন বিজাতীয়রা যুদ্ধে তাঁর পরাক্রম জানতে পারে,
  এও জানতে পারে যে, প্রভুর সাক্ষাতেই তারা যুদ্ধ করছিল!
বস্তুত তিনি শক্তিমানের অনুসারী ছিলেন,
  মোশীর সময়ে যেফুন্নির সন্তান কালেবের সঙ্গে
  তিনি নিজ ভক্তি দেখালেন,
  তিনি তখন গোটা জনসমাবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন,

তাতে বাধা দিলেন যেন লোকেরা পাপ না করে,
তাদের বিদ্রোহের সুর ক্ষান্ত করে দিলেন।
এজন্য ছ'লক্ষ পথযাত্রীদের মধ্য থেকে
কেবল এ দু'জনকেই বাঁচিয়ে রাখা হল,
যেন তাঁরা ইস্রায়েলকে তার আপন অধিকারে প্রবেশ করান,
সেই দেশেই, যে দেশ দুধ ও মধুপ্রবাহী।
প্রভু কালেবকে এমন তেজ মঞ্জুর করলেন,
যা তাঁর বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকল,
যেন তিনি সেই দেশের উচ্চস্থানগুলিতে এসে পৌঁছতে পারেন,
যে দেশ তাঁর বংশধরেরা উত্তরাধিকার রূপে রক্ষা করতে পারল,
ফলে ইস্রায়েল সন্তান সকলেই যেন একথা জানতে পারে যে,
প্রভুর অনুসরণ করা ভাল।
আর সেই বিচারকদের ক্ষেত্রে—প্রত্যেকে নিজ নিজ নাম অনুসারে—
যাঁদের হৃদয় কখনও অবিশ্বস্ততায় লিপ্ত হয়নি,
যাঁরা প্রভুকেও কখনও ছেড়ে দূরে যাননি,
আহা, তাঁদের স্মৃতি আশিসমণ্ডিত হোক!
তাঁদের হাড় সমাধিমন্দির থেকে পুনরায় প্রস্ফুটিত হোক,
তাই তাঁদের সুনাম তাঁদের সন্তানদের উপর বিরাজ করুক চিরকাল,
যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যে গৌরবান্বিত।

শ্লোক সিরা ৪৬:৫,৩,৪

প্ যোশুয়া শক্তিমান সেই পরাৎপরকে ডাকলেন, সেসময়ে শত্রুরা চারদিক থেকে তাঁকে চাপ দিচ্ছিল;
উ মহাপ্রভু তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন।
প্ তাঁর আগে কেইবা কখনও তত সুস্থির হতে পারল? তাঁর হাত দ্বারা সূর্যের গতি কি থামেনি?
উ মহাপ্রভু তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ১

কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকেই ধ্বনিত হোক তাঁর প্রশংসাগান। এ গান বা প্রশংসাগান নতুন, ঘটনাগুলোর নবীনত্বেরই উপযুক্ত গান। *কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে।* বস্তুতপক্ষে মোশীর সুপরিচালনায় ইস্রায়েল-সন্তানেরা মিশরীয়দের নির্মম কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল; দৈহিক দাসত্ব, পার্থিব কাজে অসার পরিশ্রম, অধ্যক্ষদের অত্যাচার ও শাসনকর্তার নির্মমতা থেকে উদ্ধার পেয়েছিল; সাগরের মধ্য থেকে গমন করেছিল, প্রান্তরে মান্না খাদ্য খেয়েছিল, শৈল থেকে নির্গত জল পান করেছিল, শুষ্ক পায়ে যর্দন নদী পার হয়েছিল, প্রতিশ্রুত দেশের মধ্যে চালিত হয়েছিল।

এসব কিছু কিন্তু আমাদের বেলায় নতুন হয়ে উঠল, এমনকি প্রাচীন ঘটনাগুলোর চেয়ে অতুলনীয়ভাবেই উত্তম। কেননা আমরা দৈহিক নয়, আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকেই মুক্তি পেয়েছি, পার্থিব কাজ ও কলুষিত দেহলালসা থেকেই উদ্ধার পেয়েছি; মিশরীয় অধ্যক্ষদের অত্যাচার কিংবা ধর্মহীন ও নির্মম একটা শাসনকর্তার হাত থেকে নয়—শাসনকর্তা হয়েও সে আমাদের মত মানুষ!—আমরা বরং সেই অমঙ্গলকর ও অশুচি অপদূতদের হাত থেকেই নিষ্কৃতি পেয়েছি যারা পাপের দিকে আমাদের ঠেলে দিচ্ছিল, এমনকি তাদের দলের নেতা সেই শয়তানের হাত থেকেই নিষ্কৃতি পেয়েছি।

আমরা উত্তেজিত লোকদের ভিড় ও অসার কোলাহলের মধ্য দিয়ে একপ্রকার সাগরের মত এই বর্তমান

জীবনের তরঙ্গমালা পার হয়ে মন ও উপলব্ধির মান্না তথা জগৎকে জীবন দান করে এমন স্বর্গীয় রুটি খাই; শৈল থেকে নির্গত জল তথা খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক নদনদীর ধারে আকর্ষিত হয়ে তৃপ্তির সঙ্গে তাঁর জল পান করি; পুণ্য দীক্ষাস্নানে শুচি হয়ে উঠে যর্দন পার হয়ে সেই প্রতিশ্রুত ও পুণ্যজনদেরই যোগ্য দেশে প্রবেশ করেছি যার কথা ত্রাণকর্তা নিজে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, *কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।*

ফলত যুক্তিসঙ্গতই যে এ নতুন নতুন কর্মকীর্তির জন্য তাঁর নেতৃবৃন্দ তথা যারা তাঁর অধীন ও তাঁর প্রতি বাধ্য তারা নতুন একটা প্রশংসাগান করবে। যুক্তিসঙ্গতই যে কেবল ইহুদীদের অঞ্চলে নয়, কিন্তু পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তথা নিখিল বিশ্বজগৎ জুড়েই তাঁর গৌরবের উপযুক্ত প্রশংসাগান ধ্বনিত হবে। কেননা একসময় ঈশ্বর যুদায় পরিচিত ছিলেন, ও কেবল ইস্রায়েলেই তাঁর নাম সুমহান ছিল; কিন্তু আমরা যখন খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সত্যজ্ঞানে আহূত হয়েছি, তখন স্বর্গ ও পৃথিবী তঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, যেমনটি সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।*

সুতরাং, যাঁরা তাঁর নামকীর্তন পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকেই ধ্বনিত করতে আদেশ দেন, যাঁরা গায়কদল নিযুক্ত করে একসুরে বন্দনাগান গাইতে তাদের অনুপ্রাণিত করে আধ্যাত্মিক উৎসবে তাদের আহ্বান করেন, তাঁরা কারা? যাঁরা সাগরে নেমে তার মধ্য দিয়ে যাত্রা করে প্রভুর স্তুতিগান করতে দ্বীপপুঞ্জ ও তার যত অধিবাসীদের আহ্বান করেন, তাঁরা কারা? আমি শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রেরিতদূতদের কথা উল্লেখ করছে। কথাটি ঠিক, কারণ তাঁরা যীশু ও তাঁর অনুগ্রহের কথা কেবল যুদেয়ায় প্রচার করেননি, কিন্তু সাগরও পার হয়ে বিজাতীয়দের দূরদেশে গিয়ে সুসমাচার ঘোষণা করলেন।

শ্লোক যেরে ৩১:১১,১২

প্র প্রভু আপন জনগণের মুক্তি সাধন করলেন: তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে,
উ তারা জলসিক্ত বাগানেরই মত হবে, তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না।
প্র প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তারা গম, নতুন আঙুররস ও তেলের উপর উল্লাস করবে;
উ তারা জলসিক্ত বাগানেরই মত হবে, তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ফিলি ১:১-১১

প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ-স্তুতি

আমরা, খ্রীষ্টযীশুর দাস পল ও তিমথি, খ্রীষ্টযীশুতে যে সকল পবিত্রজন ফিলিপ্পিতে আছে, তাদের সমীপে, এবং ধর্মাধ্যক্ষদের ও পরিসেবকদের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

তোমাদের কথা স্মরণ করলেই আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, এবং সবসময় আমার সমস্ত প্রার্থনায় তোমাদের সকলের জন্য মনের আনন্দেই প্রার্থনা করে থাকি; কারণ প্রথম দিনগুলি থেকে আজ পর্যন্ত তোমরা সুসমাচার প্রচার-কাজে সহভাগী। আর এতে আমার দৃঢ় ভরসা আছে, তোমাদের অন্তরে যিনি এই উত্তম কাজ আরম্ভ করেছেন, তিনি যীশুখ্রীষ্টের দিন পর্যন্তই তা সম্পন্ন করে যাবেন। তোমাদের সকলের সম্বন্ধে আমার তেমন মনোভাব থাকা সমীচীন, কেননা তোমরা আমার হৃদয়ে স্থান পেয়েছ—সেই তোমরা সকলে, যারা আমার শেকলাবদ্ধ অবস্থায় ও সুসমাচারের পক্ষসমর্থনে ও স্থাপনে আমার কাজে আমার অনুগ্রহের সহভাগী হয়েছ। স্বয়ং ঈশ্বর আমার সাক্ষী যে, খ্রীষ্টযীশুর স্নেহে আমি তোমাদের সকলের প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। তাই প্রার্থনাও করে থাকি, তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে, যেন তোমরা যা যা উত্তম তা-ই সবসময় নির্ণয় করতে পার এবং খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত নিখুঁত ও অনিন্দ্য হয়ে থাকতে পার, এবং ধর্মময়তার সেই ফলে পরিপূর্ণ হতে পার, যা ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসার উদ্দেশে যীশুখ্রীষ্ট দ্বারাই প্রাপ্য।

শ্লোক ফিলি ১:৯,১০,৬

℟ তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে,

℣ যেন তোমরা যা যা উত্তম তা-ই সবসময় নির্ণয় করতে পার এবং নিখুঁত ও অনিন্দ্য হয়ে থাকতে পার।

℟ তোমাদের অন্তরে যিনি এই উত্তম কাজ আরম্ভ করেছেন, তিনি যীশুখ্রীষ্টের দিন পর্যন্তই তা সম্পন্ন করে যাবেন,

℣ যেন তোমরা যা যা উত্তম তা-ই সবসময় নির্ণয় করতে পার এবং নিখুঁত ও অনিন্দ্য হয়ে থাকতে পার।

দ্বিতীয় পাঠ - ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলিকার্পের পত্র **১:১–২,৩**

তোমরা বিনামূল্যেই পরিত্রাণ পেয়েছ

পলিকার্প ও তাঁর সঙ্গে প্রবীণবর্গও ফিলিপ্পিতে প্রবাসী মণ্ডলীর সমীপে: সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে দয়া ও শান্তি তোমাদের মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করুক।

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে আমি তোমাদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত, কারণ তোমরা প্রকৃত ভালবাসার আদর্শ পালন করেছ, ও সুযোগ অনুসারে শেকলাবদ্ধ পুণ্যজনদের তাদের পথে সাহায্য করেছ—সেই শেকল এমন, যা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভুর মনোনীতদের প্রকৃত অলঙ্কার স্বরূপ। আবার আমি আনন্দিত, কারণ আদি থেকে তোমাদের কাছে প্রচারিত যে বিশ্বাস, সেই দৃঢ়স্থাপিত বিশ্বাস এখনও স্থিতমূল ও আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের উদ্দেশেই এখনও ফল উৎপাদন করে থাকে, যিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ পর্যন্তই যন্ত্রণাভোগ করলেন, যাঁকে ঈশ্বর পাতালের সঙ্কট থেকে মুক্ত করে পুনরুত্থিত করলেন, যাঁকে না দেখেও তোমরা এমন অনির্বচনীয় ও গৌরবময় আনন্দের সঙ্গেই বিশ্বাস করেছ, যে আনন্দে অনেকেই প্রবেশ করতে বাসনা করে; আর তোমরা ভালই জান যে, *অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত: কর্মফল দ্বারা নয়, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারাই পরিত্রাণ পেয়েছ।*

সুতরাং নিজ নিজ মন প্রস্তুত করে তোমরা সত্যের আশ্রয়ে ও *সভয়ে প্রভুর সেবা কর*—যত অসার আস্ফালন ও নিকৃষ্ট ভুল ত্যাগ ক'রে ও তাঁকেই বিশ্বাস ক'রে যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁকে গৌরব ও তাঁর ডান পাশে আসন দিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কিছু যাঁর অধীন, সর্বপ্রাণীকুল যাঁর সেবা করে, যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা রূপে আসছেন; তাঁর প্রতি যারা অবাধ্য তাদের কাছে ঈশ্বর তাঁর রক্তের জবাবদিহি চাইবেন। তাঁকে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন, তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন যদি তাঁর ইচ্ছা পালন করি, তাঁর আদেশ পথে চলি, তিনি যা ভালবেসেছেন আমরা যদি তা ভালবাসি, অর্থাৎ যদি যত অধর্ম, লোভ, অর্থলালসা, কটুবাক্য, মিথ্যাসাক্ষ্য বর্জন ক'রে অমঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল, অপমানের প্রতিদানে অপমান, আঘাতের প্রতিদানে আঘাত, অভিশাপের প্রতিদানে অভিশাপ না দিই, বরং যদি প্রভুর শিক্ষাবাণী স্মরণ করি যিনি বলেছেন, *তোমরা বিচার করো না, যেন নিজেরা বিচারাধীন না হও; ক্ষমা কর, তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে; দয়াবান হও, যেন দয়া পেতে পার; যে মাপকাঠিতে পরিমাপ কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে;* তিনি এ কথাও বলেছিলেন, *দীনহীন যারা ও ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।* [তবেই তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।]

শ্লোক ২ তি ১:৯; সাম ১১৫:১ দ্রঃ

℟ ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আমাদের আহ্বানও জানিয়েছেন—আমাদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, বরং তাঁর সেই অনুগ্রহ অনুসারে,

℣ যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রীষ্টযীশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

℟ আমাদের নয়, প্রভু, আমাদের নয়, নিজেরই নাম কর গৌরবমন্ডিত, তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার সেই অনুগ্রহের খাতিরে,

℣ যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রীষ্টযীশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোশুয়া ১:১-১৮

ঈশ্বর দ্বারা আহূত যোশুয়া
জনগণকে একতায় আহ্বান করেন

প্রভুর দাস মোশীর মৃত্যুর পর প্রভু মোশীর সহকর্মী নূনের সন্তান যোশুয়াকে বললেন, ‘আমার দাস মোশীর মৃত্যু হয়েছে। এখন ওঠ, তুমি আর এই গোটা জনগণ এই যর্দন পার হও, এবং যে দেশ আমি তাদের—ইস্রায়েল সন্তানদেরই—দিতে যাচ্ছি, সেই দেশের দিকে রওনা হও। যে সকল জায়গায় তোমরা পা বাড়াবে, আমি সেই সকল জায়গা তোমাদের দিয়েছি—যেমনটি মোশীকে বলেছিলাম। মরুপ্রান্তর ও লেবানন থেকে মহানদী সেই ইউফ্রেটিস পর্যন্ত হিত্তীয়দের সমস্ত দেশ, এবং পশ্চিমদিকে মহাসমুদ্র পর্যন্তই তোমাদের এলাকা হবে। তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে কেউ তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না; আমি যেমন মোশীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব; আমি তোমাকে ছাড়ব না, তোমাকে ত্যাগ করব না। বলবান হও, সাহস ধর; কেননা আমি যে দেশ দেব বলে এদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছি, তা তুমিই এই জনগণের অধিকারে এনে দেবে। তুমি শুধু বলবান হও ও অধিক সাহস ধর; আমার দাস মোশী তোমার জন্য যে বিধান জারি করেছে, তুমি সেই সমস্ত বিধান সযত্নে পালন কর; তা থেকে ডানে বা বামে সরো না, তবেই তুমি যেইখানে যাও না কেন, সেখানে সফল হবে। এই বিধানের পুস্তক তোমার মুখ থেকে দূরে না যাক; তুমি দিনরাত তা জপ করে চল, তার মধ্যে যা লেখা রয়েছে, তা যেন সযত্নে পালন করতে পার; তবেই তোমার সমস্ত পথে কৃতকার্য হবে, তবেই সফল হবে। আমি কি তোমাকে এই আজ্ঞা দিইনি: তুমি বলবান হও ও সাহস ধর? তাহলে তত ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না; কেননা যেইখানে তুমি যাও না কেন, সেখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।’

তখন যোশুয়া জনগণের শাস্ত্রীদের আজ্ঞা করলেন, ‘তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়ে গিয়ে লোকদের এই আজ্ঞা দাও: খাবার যোগাও, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের অধিকারে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে তা অধিকার করার জন্য তিন দিনের মধ্যে তোমাদের এই যর্দন পার হয়ে যেতে হবে।’

পরে যোশুয়া রূবেনীয়দের, গাদীয়দের ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীকে বললেন, ‘প্রভুর দাস মোশী তোমাদের যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা মনে রেখ; তিনি বলেছিলেন, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের বিশ্রাম দিচ্ছেন, তিনি এই দেশ তোমাদের দান করছেন। মোশী যর্দনের ওপারে তোমাদের জন্য যে দেশ নির্ধারণ করেছেন, তোমাদের বধূরা, ছেলেমেয়ে ও পশুপাল সেই দেশে থাকবে; কিন্তু তোমরা, বলবান বীরযোদ্ধা যারা, তোমরা সকলে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তোমাদের ভাইদের আগে আগে পার হয়ে যাবে ও তাদের ততদিন সাহায্য করবে, যতদিন না প্রভু তোমাদের মত তোমাদের ভাইদেরও বিশ্রাম দেন, আর পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তাদের দিচ্ছেন, তারাও সেই দেশ অধিকার করে নেয়। তবেই তোমরা, যর্দনের ওপারে সূর্যোদয়ের দিকে প্রভুর দাস মোশী যে দেশ তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন, সেখানে ফিরে এসে তা দখল করবে।’ তারা উত্তরে যোশুয়াকে বলল, ‘তুমি আমাদের যা কিছু আজ্ঞা করেছ, আমরা সেই সবই করব; তুমি যেইখানে আমাদের পাঠাবে, সেইখানে আমরা যাব। আমরা যেমন মোশীর প্রতি সবকিছুতে বাধ্য ছিলাম, তেমনি তোমার প্রতি বাধ্য থাকব; শুধু একটা কথা, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন মোশীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি তোমারও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। যে কেউ তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করবে, এবং তুমি যা আজ্ঞা করবে তাতে বাধ্যতা দেখাবে না, তার প্রাণদণ্ড হবে। তুমি শুধু বলবান হও ও সাহস ধর।’

শ্লোক যোশুয়া ১:৫,৬; দ্বিঃবিঃ ৩১:২০; যোশুয়া ১:৯

প্র আমি যেমন মোশীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব—প্রভুর উক্তি।

উ ভয় করো না, কেননা যেইখানে তুমি যাও না কেন, সেখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে

আছেন।

প্র তুমি বলবান হও, সাহস ধর, কেননা তুমি এই জনগণকে দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশভূমিতে নিয়ে যাবে।

উ ভয় করো না, কেননা যেইখানে তুমি যাও না কেন, সেখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিলারি-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' **সাম ১২৭:২-৩,৬**

প্রভুর পথে অটল থাক

এখন, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁকে ভালবাস, তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, এবং আজ আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর এই যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, তা যেন পালন কর। এই বাণীর সঙ্গে নবীর বাণী উত্তমরূপে খাটে: *সুখী সেই মানুষ, যে প্রভুকে করে ভয়, যে তাঁর সমস্ত পথে চলে।* তেমন বাণী দেখায় যে, যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা যে সেই প্রাকৃতিক আশঙ্কার জন্য (যা থেকে সাধারণত আমাদের ভয়ের উদয় হয়) যে সুখী তেমন নয়, ভয়ঙ্কর ঈশ্বরের আতঙ্কের জন্যও নয়, তারা বরং এজন্যই সুখী, কারণ প্রভুর সমস্ত পথে চলে। কেননা প্রভুভয় আতঙ্কের উপর নয়, বাধ্যতার উপরেই স্থাপিত; এবং ভালবাসার পাত্রকে প্রীত করাই তেমন ভয়ের প্রমাণ।

আসলে প্রভুর পথ বহু, যদিও তিনি নিজেই একমাত্র পথ! আর যখন তিনি নিজের বিষয়ে কথা বলেন, তখন নিজেকে পথ বলেন, এমনকি, কেনই বা তিনি নিজেকে পথ বলেন তার যুক্তিও দেন: *পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়।* আমরা কিন্তু খ্রীষ্টকে লক্ষ করে তেমন নবীদের ও তাঁদের লেখার কথা যদি বলি, তাহলে পথ বহু, আর বিভিন্ন দিক থেকে এই বহু পথ একটামাত্র পথে এসে একীভূত হয়। কথা দু'টো নবী যেরেমিয়ার পুস্তকে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যেখানে প্রভুর এ বাণী লেখা রয়েছে, *তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ; অতীতকালের মার্গের কথা, উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল।*

সুতরাং বহু পথ পরীক্ষা করতে হবে, আবার বহু পথ যাচাই করতে হবে, যাতে বহুবিধ জ্ঞানযুক্তির সাহায্যে আমরা অনন্ত জীবনের সেই একমাত্র পথের সন্ধান পেতে পারি যা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। কেননা বিধানে বহু পথ, নবী-পুস্তকে বহু পথ, সুসমাচারে বহু পথ, প্রেরিতদূতদের পত্রাবলিতে বহু পথ, আবার বিভিন্ন আদেশগুলিতেও বহু পথ রয়েছে—যারা প্রভুভয়ে এ সমস্ত পথে চলে, তারা সুখী।

নবী কিন্তু পার্থিব ও বর্তমানকালীন পথের কথা বলেন না; যারা প্রভুকে ভয় করে ও তাঁর পথে চলে, তারা যে সুখী, এই তো তাঁর বক্তব্য; কেননা যারা প্রভুর পথে চলে, তারা নিজেদের শ্রমের ফল খাবে, আর এখানে উল্লিখিত খাদ্য দৈহিক নয়, কারণ এ পদ অনুসারে যা খাই তা দৈহিক নয়। এখানে বরং এমন আত্মিক খাদ্যের কথা উপস্থিত, যে খাদ্য আমাদের আত্মাকে জীবিত রাখে, যথা: সেই মঙ্গলময়তা, শুচিতা, দয়া, ধৈর্য ও শান্তি-কর্ম যা অনুশীলন করার জন্য আমাদের দেহের রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা দরকার: তেমন শ্রমের ফলই চিরকালস্থায়ী; কিন্তু মর্তে থাকাকালে শ্রমের ফল নয় শ্রমই হবে আমাদের পাথেয়, এই শ্রম দ্বারাই আত্মাকে পরিপুষ্ট করতে হবে, যাতে তাঁর কাছ থেকে জীবনময় রুটি, স্বর্গীয়ই সেই রুটি পেতে পারি যিনি বলেন, *আমিই সেই জীবনময় রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।*

শ্লোক ১ রাজা ৮:৫৭-৫৮; ১ যোহন ২:৬

প্র আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যেমন আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন; তিনি যেন আমাদের কখনও ত্যাগ না করেন, আমাদের ফিরিয়ে না দেন।

উ তিনি আমাদের হৃদয় তাঁর নিজেরই দিকে ফিরিয়ে নেন, আমরা যেন তাঁর সমস্ত পথে চলি।

প্র যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।

উ তিনি আমাদের হৃদয় তাঁর নিজেরই দিকে ফিরিয়ে নেন, আমরা যেন তাঁর সমস্ত পথে চলি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ফিলি ১:১২-২৬

পলের কারারুদ্ধ অবস্থা ও সুসমাচারের অগ্রগতি

ভাই, তোমাদের আমি একটা কথা জানাতে ইচ্ছা করি: আমার সম্বন্ধে সম্প্রতি যা কিছু ঘটেছে, তা আসলে সুসমাচারের অগ্রগতির পক্ষেই দাঁড়িয়েছে, যার ফলে খ্রীষ্টে আমার শেকলাবদ্ধ অবস্থা গোটা শাসক-ভবনের কাছে ও অন্যান্য সকলের কাছে জানা কথা হয়েছে; তাই আমার অধিকাংশ ভাই আমার শেকলের কারণে খ্রীষ্টের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে নির্ভয়ে ও আরও অধিক সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করছে। এদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ ঈর্ষা ও রেষারেষির মনোভাবে চালিত হয়েই খ্রীষ্টকে প্রচার করছে, কিন্তু তবু বেশ কয়েকজনও আছে, যারা সৎ মনোভাব নিয়ে করছে। এরা ভালবাসার খাতিরে করছে, কেননা জানে, আমি সুসমাচারের পক্ষসমর্থন করতে নিযুক্ত হয়েছি। সেই অন্যেরা কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতারই খাতিরে খ্রীষ্টকে প্রচার করছে, তাদের মনোভাব বিশুদ্ধ নয়, তারা মনে করছে, আমার শেকলে আরও অধিক দুঃখজ্বালা যোগ করবে। কিন্তু তাতে কী? কপটতায় বা সত্যের আশ্রয়ে যে কোন প্রকারেই হোক, আসল কথা হল: খ্রীষ্ট প্রচারিত হচ্ছেন, আর এতেই আমি আনন্দ করছি আর আনন্দ করতে থাকব; কেননা আমি জানি, তোমাদের প্রার্থনা এবং যীশুখ্রীষ্টের আত্মার সহায়তা দ্বারা *তা আমার পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠবে।* হ্যাঁ, আমার গভীর প্রত্যাশা ও ভরসাই যে আমাকে কিছুতেই আশাভ্রষ্ট হতে হবে না, আমি বরং পূর্ণ প্রত্যয়ী যে, সবসময়ের মত এখনও খ্রীষ্ট আমার দেহে মহিমান্বিত হবেন—তা জীবনে হোক, বা মৃত্যুতে হোক।

কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ। কিন্তু দেহে জীবন বলতে যদি ফলপ্রসূ হয়ে কাজ করা বোঝায়, তবে কোনটা আমাকে বেছে নেওয়া উচিত, তা জানি না। আসলে আমি সেই দুইয়ের মধ্যে সঙ্কুচিত হচ্ছি: একদিকে আমার এই বাসনা যে, বিদায় নিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কারণ এই তো বহুগুণে শ্রেয়; অপরদিকে দেহে থাকা তোমাদের জন্য আরও বেশি প্রয়োজনীয়। আমার পক্ষ থেকে আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত আছি যে, আমি থাকব, ও বিশ্বাসে তোমাদের সেই অগ্রগতি ও আনন্দের জন্য তোমাদের সকলের পাশেপাশে দাঁড়াব, যেন তোমাদের কাছে আমার এই ফিরে আসার ফলে খ্রীষ্টযীশুতে তোমাদের গর্ব আমার মধ্য দিয়ে অধিক উপচে পড়ে।

শ্লোক ফিলি ১:২০,২১

প্— আমার গভীর প্রত্যাশা ও ভরসাই যে আমাকে কিছুতেই আশাভ্রষ্ট হতে হবে না:
উ— খ্রীষ্ট আমার দেহে মহিমান্বিত হবেন—তা জীবনে হোক, বা মৃত্যুতে হোক।
প্— কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ:
উ— খ্রীষ্ট আমার দেহে মহিমান্বিত হবেন—তা জীবনে হোক, বা মৃত্যুতে হোক।

দ্বিতীয় পাঠ - ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলিকার্পের পত্র **৩-৫**

এসো, ধর্মময়তার রণসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি

ভ্রাতৃগণ, নিজেই ইচ্ছা করে যে আমি ধর্মময়তা সম্বন্ধে তোমাদের কাছে লিখছি এমন নয়, কিন্তু তোমরা আমাকে আমন্ত্রণ করেছ বিধায় লিখছি। কারণ আমিও নয়, আমার মত অন্য কেউও সেই ধন্য ও গৌরবময় পলের জ্ঞান পালন করতে সক্ষম নয়। তোমাদের মধ্যে থাকাকালে সেকালের লোকদের সম্মুখে তিনি নিজেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও শক্তির সঙ্গে সত্যবাণী সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন, আর অনুপস্থিত হলে তোমাদের কাছে এমন পত্র লিখলেন যার কথা ধ্যান করে তোমরা গৃহীত বিশ্বাসে নিজেদের গেঁথে তুলতে পারবে; কেননা *বিশ্বাসই আমাদের সকলের জননী*, পরে আসে আশা, আর তার আগে আসে ঈশ্বর, খ্রীষ্ট ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা। তেমন সঙ্ঘে যে কেউ থাকে, সে ধর্মময়তার আদেশ পূর্ণ করে, কারণ ভালবাসা যার আছে, সে সমস্ত পাপ থেকে দূরে আছে।

অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল। সুতরাং, আমরা যখন জানি যে *আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে আনিনি, কিছুই*

সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না, তখন এসো, ধর্মময়তার রণসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি, ও প্রথমে প্রভুর আদেশ পথে চলতে নিজেরা শিখি। তারপরে আমাদের স্ত্রীদের গৃহীত বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও শুচিতায় থাকতে, নিজেদের স্বামীকে বিশ্বস্তভাবে প্রেম করতে, অন্যান্য সকলকে শুচিতার সঙ্গে ভালবাসতে, ও নিজেদের সন্তানদের ঈশ্বরভয়ে মানুষ করতে শেখাই। বিধবাদের এমন শিক্ষা দিই, তারা যেন প্রভুবিশ্বাসে চিন্তামগ্ন থাকে, সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করে, সমস্ত পরনিন্দা, কটুবাক্য, মিথ্যাসাক্ষ্য, অর্থলালসা ও যত অনিষ্ট থেকে দূরে থাকে; তারা যেন এবিষয়ে সচেতন হয় যে, তারা ঈশ্বরের বেদি, আর তিনি সবকিছু তলিয়ে দেখেন, ও চিন্তা-ভাবনার কোন কিছুই তাঁকে এড়াতে পারে না, হৃদয়ের কোন গোপন চিন্তাও নয়।

সুতরাং, একথা জেনে যে *ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি করা চলে না*, আমাদের এমনভাবে আচরণ করা উচিত যা তাঁর আদেশ ও গৌরবের যোগ্য। পরিসেবকেরাও মানুষের নয়, ঈশ্বর ও খ্রীষ্টেরই পরিসেবক হওয়ায় তাঁর ধর্মময়তার সামনে নির্দোষিতার পথে চলুন; তাঁরা যেন পরনিন্দুক, মিথ্যাবাদী, অর্থপিপাসু না হন, বরং সবকিছুতে মিতাচারী, দয়াবান, সতর্ক হন; তাঁরা সেই প্রভুর সত্য অনুসারে চলুন যিনি *সকলের দাস* হলেন।

ইহলোকে তাঁর গ্রহণযোগ্য হলে প্রতিদানে আমরা আসন্ন সবকিছুও পাব, যেমনটি তিনি মৃতদের মধ্য থেকে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর আমরা তাঁর যোগ্য নাগরিক বলে ব্যবহার করলে তবে তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করব—অবশ্য, আমাদের যদি বিশ্বাস থাকে।

শ্লোক ফিলি ৪:৮,৯ দ্রঃ

প্ যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর ও শুভদায়ক, তোমরা তারই অনুধ্যান কর;
উ তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।
প্ যা কিছু সদ্‌গুণমন্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর;
উ তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোশুয়া ২:১-২৪

বিশ্বাসে রাহাব ইস্রায়েলীয় গুপ্তচরদের প্রতি আতিথেয়তা দেখান ও তাদের ত্রাণ করেন

সেসময়, নূনের সন্তান যোশুয়া সিত্তিম থেকে পরিদর্শনের জন্য দু'জন লোককে গোপনে পাঠালেন; তাদের বললেন, 'ওই অঞ্চল ও যেরিখোতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এসো।' তারা গিয়ে রাহাব নামে এক বেশ্যার ঘরে ঢুকে সেখানে রাত কাটাল। কিন্তু যেরিখোর রাজাকে বলা হল, 'দেখুন, অঞ্চল পরিদর্শন করতে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে কয়েকটা লোক আজ রাতে এখানে এসেছে।' তখন যেরিখোর রাজা রাহাবকে একথা বলে পাঠালেন: 'যে লোকেরা তোমার কাছে এসে তোমার ঘরে ঢুকেছে, তাদের বের করে দাও, কারণ তারা সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করতে এসেছে।' তখন সেই স্ত্রীলোক ওই দু'জনকে নিয়ে লুকিয়ে রাখার পর বলল, 'হ্যাঁ, সেই লোকেরা আমার কাছে এসেছিল বটে; কিন্তু তারা কোথাকার লোক, তা আমি জানতাম না। অন্ধকার হলে নগরদ্বার বন্ধ করার একটু আগে সেই লোকেরা চলে গেল; তারা কোথায় গেল, আমি জানি না। আপনারা তাদের পিছনে সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করুন, তবে তাদের ধরতে পারবেন।'

কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাদের ছাদের উপরে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার জমিয়ে রাখা মসিনার ডাঁটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। ওই লোকেরা যর্দনের পথে পারঘাটের দিকে তাদের পিছনে ধাওয়া করল; আর যারা তাদের পিছনে ধাওয়া করতে গেল, সেই লোকেরা বের হওয়ামাত্র নগরদ্বার বন্ধ করা হল। সেই দু'জন গুপ্তচর তখনও শোয়নি, এমন সময় ওই স্ত্রীলোক ছাদের উপরে তাদের কাছে গেল; তাদের বলল, 'আমি জানি, প্রভু এই দেশ তোমাদেরই দিয়েছেন; এও জানি যে, তোমরা যে মহাবিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছ, তা আমাদের উপরে এসে

পড়েছে, ও তোমাদের আগমনে এই দেশের অধিবাসী সমস্ত লোক বিচলিত হয়েছে; কেননা মিশর থেকে তোমরা বেরিয়ে আসার সময়ে প্রভু তোমাদের সামনে কেমন করে লোহিত-সাগরের জল শুষ্ক করেছিলেন, এবং তোমরা যর্দনের ওপারের সেই সিহোন ও ওগ নামে আমোরীয়দের দুই রাজার বিরুদ্ধে যা করেছ, তাদের যে বিনাশ-মানতের বস্তু করেছ, এই সমস্ত কথা আমরা শুনলাম। আর শোনামাত্র আমাদের হৃদয় বিচলিত হল, আর এখন তোমাদের সামনে দাঁড়াবে, এমন সাহস কারও নেই, কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গে ও নিচে এই মর্তে তিনিই পরমেশ্বর। এখন তোমরা আমার কাছে প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ কর যে, আমি যেমন তোমাদের প্রতি সহৃদয়তা দেখালাম, তেমনি তোমরাও আমার পিতৃকুলের প্রতি সহৃদয়তা দেখাবে; তাই আমাকে একটা নিশ্চিত চিহ্ন দাও যে তোমরা আমার পিতামাতা, ভাইবোন ও তাদের সমস্ত সম্পদ বাঁচাবে ও মৃত্যু থেকে আমাদের রেহাই দেবে।' সেই দু'জন লোক তাকে বলল, 'তোমরা যদি আমাদের এই কাজের কথা প্রকাশ না কর, তোমাদের বিনিময়ে আমাদের প্রাণ যাক! আর যখন প্রভু এই দেশ আমাদের দেবেন, তখন আমরা তোমার প্রতি সহৃদয়তা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করব।'

তখন সে জানালা দিয়ে একটা দড়ি দিয়ে তাদের নামিয়ে দিল, কেননা তার ঘর নগরপ্রাচীরের গায়ে ছিল; আসলে সে নগরপ্রাচীরের উপরেই বাস করত। সে তাদের বলল, 'যারা তোমাদের পিছনে ধাওয়া করতে গেল, তোমরা যেন ঠিক তাদের সামনেই না পড়, এজন্য পর্বতের দিকে যাও; যারা তোমাদের পিছনে ধাওয়া করতে গেল, তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা সেখানে তিন দিন লুকিয়ে থাক; পরে তোমাদের পথে চলে যাও।' সেই লোকেরা তাকে বলল, 'তুমি আমাদের যে শপথ করিয়েছ, আমরা তা এইভাবে পূরণ করব: শোন, তুমি যে জানালা দিয়ে আমাদের নামিয়ে দিলে, আমরা এই দেশে আসবার সময়ে তুমি সেই জানালায় এই সিঁদুর-লাল সুতোর দড়ি বেঁধে রাখবে, এবং তোমার পিতামাতাকে ও ভাইদের এবং তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে তোমার এই ঘরে সংগ্রহ করে আনবে। যে কেউ তোমার ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে রাস্তায় পা বাড়াবে, তার রক্তপাতের দণ্ড তারই মাথায় নেমে পড়বে, আমরা নির্দোষ হব; কিন্তু যে কেউ তোমার সঙ্গে ঘরের মধ্যে থাকে, তার উপরে যদি কেউ হাত বাড়ায়, তবে তার রক্তপাতের দণ্ড আমাদেরই মাথায় নেমে পড়বে। কিন্তু তুমি যদি আমাদের কাজের কথা প্রকাশ কর, তবে আমাদের যে শপথ করিয়েছ, আমরা তা থেকে মুক্ত হব।' সে বলল, 'তোমরা যেমন বলেছ, সেইমত হোক।' সে তাদের বিদায় দিলে তারা রওনা হল, এবং সে ওই সিঁদুর-লাল দড়ি জানালায় বেঁধে দিল।

তারা গিয়ে পর্বতে এসে পৌঁছল, আর যারা তাদের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়েছিল, তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা তিন দিন সেখানে থাকল। তাদের পিছনে যারা ধাওয়া করতে গিয়েছিল, তারা সবদিকেই তাদের খোঁজ করেছিল, কিন্তু তাদের পায়নি। তখন সেই দু'জন লোক আবার পর্বত থেকে নেমে এল, ও যর্দন পার হয়ে নূনের সন্তান যোশুয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, এবং তাদের যা যা ঘটেছিল, তাঁকে তার বিবরণ দিল। তারা যোশুয়াকে বলল, 'সত্যিই প্রভু এই সমস্ত দেশ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন; হ্যাঁ, দেশের অধিবাসীরা আমাদের আগমনে বিচলিত!'

শ্লোক যাকোব ২:২৪-২৬; হিব্রু ১১:৩১

℣ মানুষকে কর্মের ভিত্তিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়, কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। একই প্রকারে ঘটেছিল সেই রাহাবের বেলায়ও: সে তো সেই দূতদের প্রতি আতিথেয়তা দেখিয়েছিল, এবং অন্য পথ দিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল।
℟ যেমন আত্মাহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্মহীন বিশ্বাসও মৃত।
℣ বিশ্বাসে বেশ্যা রাহাবকে অবাধ্যদের সঙ্গে প্রাণ হারাতে হল না; সহৃদয়তার খাতিরে সে তো গুপ্তচরদের নিজের ঘরে গ্রহণ করেছিল।
℟ যেমন আত্মাহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্মহীন বিশ্বাসও মৃত।

আমরা নিজেদের নই, কিন্তু যিনি আমাদের কিনেছেন ও আমাদের জন্য মুক্তিমূল্য দিয়েছেন, আমরা তাঁরই

তাঁর সমস্ত পথ সরল। আমরা যখন খ্রীষ্টের পথগুলির কথা বলি, তখন সুসমাচারের সেই নির্দেশ বোঝাতে চাই যেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত সদ্‌গুণে চিন্তামগ্ন থেকে ও ধর্মাচরণের চিহ্নে মাথা ঘিরে শাশ্বত আহ্বানের পুরস্কারের কাছে এসে উপস্থিত হই। এ সমস্ত পথ সত্যিই সরল, সেগুলিতে অস্পষ্ট ও নিকৃষ্ট ধরনের মত কিছু নেই: সেগুলি সরল, এমনকি, আমি এ কথাও বলব, সেগুলি গম্য। কেননা লেখা আছে, *ধার্মিকের পথ সরল পথ, ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।*

বিধানের পথ কঠিন পথ; সেই পথ প্রতীক ও দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে, সুতরাং অগম্য বাধার মধ্য দিয়েই বিস্তৃত। অন্যদিকে সুসমাচারের নির্দেশ-পথ সরল-সোজা, সেই পথে কঠিন ও অগম্য কিছু নেই।

অতএব, খ্রীষ্টের সমস্ত পথ সরল। তিনি পবিত্র নগরী তথা সেই মণ্ডলীকে গেঁথে তুলেছেন যার মধ্যে তিনি নিজে বাস করেন; বস্তুতই তিনি আপন পবিত্রজনদের অন্তরে বাস করেন, আর আমরা জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির হয়ে উঠেছি, কারণ পবিত্র আত্মার সহভাগিতা গুণে আমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট নিজেই উপস্থিত। তাই তিনি সেই মণ্ডলীকে গেঁথে তুললেন তিনি নিজেই যার ভিত্তিমূল, আর সেই ভিত্তিতে আমরাও উজ্জ্বল ও মূল্যবান পাথরের মত এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গেঁথে উঠছি; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গড়ে উঠছি। যার অটল ভিত্তিমূল স্বয়ং খ্রীষ্ট, সেই মণ্ডলী কোন মতেই ধ্বংস হতে পারে না। *দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের জন্য যাচাই-করা মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ বিশ্বাস করে, সে টলবে না।* তাই তিনি মণ্ডলীকে স্থাপন করে আপন জনগণকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিলেন। নির্যাতককে ভূপাতিত করে তিনি পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করলেন, ও নিজের রক্ষায় আমাদের রাখলেন—সাধারণ একটা মূল্য দিয়ে কিন্তু নয়, অর্থের বিনিময়েও নয়।

তাঁর শিষ্যই কথাটা স্পষ্ট করে তোলেন: *তোমাদের সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমরা রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ।* হ্যাঁ, আমাদের জন্য তিনি সত্যিই নিজ রক্ত দান করলেন: ফলে আমরা আর নিজেদের নই, কিন্তু যিনি আমাদের কিনেছেন ও আমাদের জন্য মুক্তিমূল্য দিয়েছেন, আমরা তাঁরই।

শ্লোক ১ পি ১:১৮,১৯-২০; যোহন ১:২৯

℣ তোমরা রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ।
℟ তিনি জগৎপত্তনের আগেই চিহ্নিত হয়েছিলেন।
℣ ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!
℟ তিনি জগৎপত্তনের আগেই চিহ্নিত হয়েছিলেন,

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ফিলি ১:২৭–২:১১

খ্রীষ্টকে অনুকরণ করার জন্য সাধু পলের চেতনা-বাণী

ভ্রাতৃগণ, শুধু একটা কথা, খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্য নাগরিকদের মত আচরণ কর; আমি এসে তোমাদের নিজেই দেখি বা দূরে থেকে তোমাদের বিষয়ে কথা শুনি, আমি যেন জানতে পারি যে তোমরা এক আত্মায় স্থির আছ, এক প্রাণে সুসমাচারের বিশ্বাসের পক্ষে সংগ্রাম করছ, এবং কোন কিছুতেই বিরোধীদের ভয় পাচ্ছ না। তা ওদের পক্ষে বিনাশের লক্ষণ, তোমাদের পক্ষে কিন্তু পরিত্রাণের প্রমাণ। তেমনটি ঈশ্বর থেকেই আসে, কারণ খ্রীষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর; কেননা তোমরা সেই একই সংগ্রাম বহন করছ যা আমাকে বহন করতে দেখেছ, ও

যা বিষয়ে এখনও শুনছ, আমি তা বহন করছি।

সুতরাং, খ্রীষ্টে যদি কোন প্রেরণা, যদি ভালবাসার কোন সান্ত্বনা, যদি আত্মার কোন সহভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থাকে, তবে আমার আনন্দ পূর্ণ কর, অর্থাৎ তোমরা হয়ে ওঠ একমন, একপ্রেম, একপ্রাণ, একচিত্ত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অসার অহঙ্কারের বশে কিছুই করো না; বরং বিনম্রভাবে একে অপরকে নিজের চেয়ে ভাল বলেই মনে কর। তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ। খ্রীষ্টযীশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষের সাদৃশ্য আপন করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন; আকারে প্রকারে মানুষের মত আবির্ভূত হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন। আর এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন, ও তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাম, *যেন যীশু-নামে প্রতিটি জানু নত হয়*—স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে—এবং পিতা ঈশ্বরের গৌরবে *প্রতিটি জিহ্বা ঘোষণা করে*, 'যীশুখ্রীষ্টই প্রভু।'

শ্লোক ১ পি ২:২৪; হিব্রু ২:১৪; ১২:২

প্র তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশকাষ্ঠের উপরে তুলে বহন করলেন,
উ যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব ছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই শয়তানকে শক্তিহীন করতে পারেন।
প্র আমাদের বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে অপমান তুচ্ছ করে ক্রুশই মেনে নিলেন,
উ যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব ছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই শয়তানকে শক্তিহীন করতে পারেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলিকার্পের পত্র **৬-৮**

খ্রীষ্ট নিজের মধ্যেই আমাদের আদর্শ দিলেন

প্রবীণবর্গ সকলের প্রতি করুণাময় ও দয়াবান হোন; পথভ্রষ্টদের ফিরিয়ে আনুন, দুর্বলদের প্রতি যত্নবান হোন, বিধবা, এতিম ও গরিবদের অবহেলা করবেন না, বরং *তাতেই সচেষ্ট থাকবেন যা ঈশ্বর ও মানুষের দৃষ্টিতে উত্তম।* তাঁরা ক্রোধ, ব্যক্তি-পক্ষপাত ও অন্যায়-বিচার এড়িয়ে চলুন, অর্থপিপাসা থেকে দূরে থাকুন, কারও মন্দ সহজে বিশ্বাস করবেন না, অধিক কঠোর বিচার করবেন না, একথা জেনে যে, আমরা সকলেই পাপের কাছে দায়ী।

আমরা যখন প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন, তখন আমাদেরও ক্ষমা করতে হবে, কারণ আমরা প্রভুর ও ঈশ্বরের চোখের সামনেই দাঁড়াচ্ছি, আর *আমাদের সকলকে খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে, ও আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে।* সুতরাং এসো, *আমরা সভয়ে ও সম্ভ্রমে তাঁর সেবা করি*, যেভাবে তিনি নিজে আমাদের আদেশ করেছেন, যেভাবে সেই প্রেরিতদূতেরাও আদেশ করেছেন যাঁরা আমাদের কাছে সুসমাচার এনে দিয়েছেন, যেভাবে সেই নবীরাও আদেশ করেছেন যাঁরা আমাদের প্রভুর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন। এসো, আমরা ভালোর জন্য আগ্রহ দেখাই; দুর্নাম ও ভণ্ড ভাইদের এড়িয়ে চলি; তাদেরও এড়িয়ে চলি যারা মিথ্যায় প্রভুর নাম বহন করে ও নির্বোধকে পথভ্রান্ত করে।

যে কেউ যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে না, সে খ্রীষ্টবৈরী; আর যে কেউ ক্রুশের সাক্ষ্য স্বীকার করে না, সে শয়তান থেকে উদ্গত: আর যে কেউ নিজ ভাবাবেগ অনুযায়ী প্রভুর বচনগুলি বিকৃত করে, ও এমন কথা সমর্থন করে যে, পুনরুত্থান নেই, বিচারও নেই, তেমন লোক শয়তানের প্রথমজাত। সুতরাং, ভিড়ের নির্বুদ্ধিতা ও তাদের মিথ্যা ধর্মশিক্ষা ছেড়ে, এসো, আদিতে যে বাণী আমাদের সম্প্রদান করা হয়েছে, সেই বাণীর কাছে ফিরে যাই: *প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সুবিবেচক ও মিতাচারী হও।* এসো, উপবাসে রত থাকি, আমাদের মিনতিতে সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করি: *আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দিয়ো না*, কারণ যেমন প্রভুও

বলেছিলেন, *আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল।*

সুতরাং এসো, আমরা আমাদের প্রত্যাশায় ও আমাদের ধর্মময়তার পণ স্বরূপ সেই খ্রীষ্টে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকি, যিনি *নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশকাষ্ঠের উপরে তুলে বহন করলেন, যিনি কোন পাপ করেননি; যাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা,* কিন্তু আমাদের খাতিরে, আমরা যেন তাঁর মধ্যে জীবিত হতে পারি, সবকিছু সহ্য করলেন। তবে এসো, আমরা তাঁর সহনশীলতার অনুকারী হই, আর যদি তাঁর নামের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করি, তাঁকে গৌরবান্বিত করি। কেননা নিজের মধ্যে তিনি এই আদর্শই আমাদের কাছে রেখে গেছেন, আর আমরা তাই বিশ্বাস করেছি।

শ্লোক রো ১২:১৭; ২ করি ৬:৩; শিষ্য ২৪:১৫,১৬ দ্রঃ

℟ এসো, ঈশ্বরের সামনে শুধু নয়, মানুষের সামনেও সৎকাজ করতে সচেষ্ট থাকি, আর কারও পথেও যেন কোন বিঘ্ন না ঘটাই,
℣ যেন আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়।
℟ ঈশ্বরে প্রত্যাশা রেখে আমি ঈশ্বরের ও মানুষের সামনে আমার বিবেককে অনিন্দনীয় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি,
℣ যেন আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোশুয়া ৩:১-১৭; ৪:১৪-১৯; ৫:১০-১২

যর্দন পারাপার ও পাস্কাপর্ব পালন

সেসময়, খুব সকালে উঠে যোশুয়া সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সিত্তিম থেকে রওনা হয়ে যর্দনের ধারে এসে পৌঁছলেন; পার হওয়ার আগে তারা সেইখানে শিবির বসাল। তিন দিন পর অধ্যক্ষেরা শিবিরের মধ্য দিয়ে গেলেন; তাঁরা লোকদের এই আজ্ঞা দিলেন: 'তোমরা যখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা ও লেবীয় যাজকদের তা বইতে দেখবে, তখন তোমাদের জায়গা ছেড়ে তার পিছু পিছু যাবে; এভাবে তোমাদের যে কোন্ পথে যেতে হবে, তা জানতে পারবে, কেননা এর আগে তোমরা এই পথ দিয়ে কখনও যাওনি; তথাপি মঞ্জুষাটির ও তোমাদের মধ্যে আনুমানিক দু'হাজার হাত ফাঁক রাখতে হবে: তার কাছাকাছি যাবেই না।'

জনগণকে যোশুয়া বললেন, 'নিজেদের পবিত্রিত কর, কারণ আগামীকাল প্রভু তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করবেন।' যাজকদের যোশুয়া বললেন, 'সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নিয়ে জনগণের আগে আগে পার হও।' তারা সন্ধি-মঞ্জুষাটিকে তুলে নিয়ে জনগণের পুরোভাগে গেল।

তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'আজই আমি গোটা ইস্রায়েলের চোখে তোমাকে মহান করতে আরম্ভ করব, যেন তারা জানতে পারে যে, আমি যেমন মোশীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। যে যাজকেরা সন্ধি-মঞ্জুষা বয়, তাদের তুমি এই আজ্ঞা দেবে: যর্দনের জলের ধারে এসে পৌঁছলে তোমরা যর্দনে দাঁড়িয়ে থাকবে।' আর ইস্রায়েল সন্তানদের যোশুয়া বললেন, 'এগিয়ে এসো, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আদেশবাণী শোন।' যোশুয়া বলে চললেন, 'জীবনময় ঈশ্বর যে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত, এবং কানানীয়, হিত্তীয়, হিব্বীয়, পেরিজীয়, গির্গাশীয়, আমোরীয় ও যেবুসীয়দের তোমাদের সামনে থেকে নিশ্চয়ই দেশছাড়া করবেন, তা তোমরা এ দ্বারা জানতে পারবে। দেখ, সারা পৃথিবীর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তোমাদের সামনে যর্দনে যাচ্ছে! এখন তোমরা ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলির মধ্য থেকে, এক এক গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই এক একজন করে, বারোজন লোককে বেছে নাও। সারা পৃথিবীর পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের পদতল যর্দনের জল স্পর্শ করামাত্র যর্দনের জল দু'ভাগ হয়ে যাবে: উপর থেকে যে জলস্রোত নিচের দিকে বয়ে আসছে, তা এক রাশি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

যখন জনগণ যর্দন পার হবার জন্য নিজ নিজ তাঁবু থেকে রওনা হল, তখন যারা সন্ধি-মঞ্জুষা বইছিল, সেই

যাজকেরা জনগণের আগে আগে চলছিল। মঞ্জুষার বাহকেরা যখন যর্দনের কাছে এসে পৌঁছল ও মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের পা জলের মাত্রা পর্যন্ত নেমে গেল,—বাস্তবিক ফসল কাটার সমস্ত সময় ধরে সমস্ত তীরের উপরেই যর্দনের জলস্ফীতি হয়,—তখন উপর থেকে বয়ে আসা সমস্ত জলস্রোত দাঁড়াল ও বেশ জায়গা জুড়ে, সার্তানের নিকটবর্তী আদামা শহরের কাছেই, এক রাশি হয়ে স্থির হয়ে থাকল; অপরদিকে, যে জলস্রোত আরাবা নিম্নভূমির সমুদ্রে অর্থাৎ লবণ-সাগরে নেমে যাচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল, আর জনগণ যেরিখোর সামনেই পার হল।

গোটা ইস্রায়েল শুকনা মাটির উপর দিয়ে পার হতে হতে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকেরা যর্দনের মাঝখানে শুকনা মাটিতে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, যতক্ষণ না গোটা জনগণ, শেষজন পর্যন্তই, যর্দন পার হয়ে গেল।

সেদিন প্রভু গোটা ইস্রায়েলের চোখে যোশুয়াকে মহান করলেন; তখন জনগণ যেমন মোশীকে তাঁর জীবনের সমস্ত দিন ধরে ভয় করেছিল, তেমনি যোশুয়াকেও ভয় করতে লাগল।

প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের যর্দন থেকে উঠে আসতে আজ্ঞা কর।' যোশুয়া যাজকদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'যর্দন থেকে উঠে এসো।' প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক যাজকেরা যর্দনের মধ্য থেকে উঠে আসামাত্র যাজকদের পদতল যখন শুকনা মাটি স্পর্শ করল, তখনই যর্দনের জলস্রোত তার সাধারণ গতিপথে ফিরে এসে আগের মত সমস্ত কূল ছাপিয়ে গেল। জনগণ বর্ষের প্রথম মাসে, মাসের দশম দিনে যর্দন থেকে উঠে এসে যেরিখোর পুবদিকে, গিল্‌গালে শিবির বসাল।

ইস্রায়েল সন্তানেরা গিল্‌গালে শিবির বসাল, আর সেই মাসের চতুর্দশ দিনের সন্ধ্যাবেলায় যেরিখোর নিম্নভূমিতে পাস্কা পালন করল। পাস্কার পরদিনে তারা সেই অঞ্চলের উৎপন্ন ফল খেতে লাগল; ঠিক সেদিনেই খামিরবিহীন রুটি ও গম ঝলসে খেল। পরদিনেই, তারা সেই অঞ্চলের উৎপন্ন ফল খাবার পরেই, মান্না আর নেমে এল না; তখন থেকেই ইস্রায়েল সন্তানেরা আর মান্না পেল না। সেই বছরেই তারা কানান দেশের ফল খেতে লাগল।

শ্লোক যোশুয়া ৪:২২-২৪; সাম ১১৪:৫ দ্রঃ

প্র ইস্রায়েল শুকনা মাটির উপর দিয়েই এই যর্দন পার হয়ে গেল, কারণ প্রভু লোহিত সাগর পার হওয়ার সময়ে যেমন করেছিলেন তেমনি যর্দনের জলরাশি শুষ্ক রাখলেন।
উ পৃথিবীর সকল জাতি জানুক প্রভুর হাত কেমন শক্তিশালী।
প্র তোমার কী হল সাগর, যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ? তোমার কী হল, যর্দন, যে তুমি উজানে বইছ?
উ পৃথিবীর সকল জাতি জানুক প্রভুর হাত কেমন শক্তিশালী।

দ্বিতীয় পাঠ - যোশুয়া পুস্তকে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪:১**

যর্দন পারাপার

যর্দনে সন্ধি-মঞ্জুষা ঈশ্বরের জনগণের দিশারী ছিল। যাজকীয় ও লেবীয় শ্রেণী থামলেই জল কেমন যেন ঈশ্বরের সেবকদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে নিজ গতি রোধ করে, ও এক রাশিতে জমাট হয়ে ঈশ্বরের জনগণের জন্য নিরাপদ যাত্রাপথ মঞ্জুর করে। হে খ্রীষ্টান, প্রাক্তন জনগণ সম্পর্কিত তেমন মহাকীর্তির কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না, কেননা তুমি যে দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে যর্দন নদী থেকে বেরিয়ে এসেছ, সেই তোমার কাছে ঐশবাণী মহত্তর ও উচ্চতর ধরনের কিছু প্রতিশ্রুতি দেয়, ও আকাশের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় একটা যাত্রাপথের অঙ্গীকার করে। হ্যাঁ, ধার্মিকদের বিষয়ে পলের একথা শোন, *আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব।* ধার্মিকের পক্ষে ভয় করার মত কিছুই নেই, কেননা সমস্ত সৃষ্টি তার অধীন।

পরিশেষে শোন কেমন করে ঈশ্বর নবীর মধ্য দিয়েও ধার্মিকের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন: *তুমি আগুনের মধ্য দিয়ে গেলেও অগ্নিশিখা তোমাকে ক্ষতি করবে না, কারণ আমিই তোমার পরমেশ্বর প্রভু।* সুতরাং, যে কোন স্থান

ধার্মিককে গ্রহণ করে, ও সমস্ত সৃষ্টজীব তার প্রাপ্য প্রভুত্ব স্বীকার করে। এ সমস্ত কর্মকীর্তি কেবল তোমার পূর্বপুরুষদের বেলায়ই ঘটেছে, কিন্তু শ্রোতা-তোমার বেলায় এসব কিছু ঘটবে না, তেমন ধারণা পোষণ করো না: রহস্যময় পরিকল্পনা অনুসারে এসব কিছু তোমার মধ্যেও পূর্ণতা লাভ করবে।

এবার আমি তোমাকে উদ্দেশ করে কথা বলি, কেননা তুমি প্রতিমা-পূজার অন্ধকার ছেড়ে ঐশবিধানের কথা শুনতে আকাঙ্ক্ষা করছ ও মিশর ছেড়ে বেরিয়ে আসতেও শুরু করছ। যখন দীক্ষাপ্রার্থীদের সংখ্যায় যোগ দিয়েছ ও মণ্ডলীর নিয়ম-কানুন পালন করতে আরম্ভ করেছ, তখন তুমি লোহিত সাগর থেকে বেরিয়ে এসেছ, ও মরুপ্রান্তরের নানা বিরতি-স্থানে বসে প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের বাণী শ্রবণে ও প্রভুর গৌরবে উদ্ভাসিত মোশীর শ্রীমুখ দর্শনে ধ্যানমগ্ন হয়ে সময় দিয়েছ। তুমি দীক্ষাস্নানের রহস্যময় জলকুণ্ডের ধারে আসবে, ও যাজকীয় ও লেবীয় শ্রেণী স্থান পেলে পর এমন মর্যাদাপূর্ণ ও অপরূপ সাক্রামেন্তগুলিতে দীক্ষিত হবে, যা কেবল তাদেরই কাছে জানা যাদের সাধ্য দেওয়া হয়েছে। তখন, যাজকদের সেবাকর্ম দ্বারা যর্দন থেকে বেরিয়ে এসে তুমি সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করবে যেখানে মোশীর পর যীশুই তোমাকে গ্রহণ করছেন ও তিনি নিজে তোমার নতুন যাত্রার দিশারী হচ্ছেন।

তবে, ঈশ্বরের তেমন মহাকীর্তির কথা স্মরণ ক'রে—অর্থাৎ তোমার বেলায়ও সাগর বিভক্ত হল ও নদীর জল থেমে গেল—তুমি তাদের দিকে ফিরে চেয়ে বলবে: *তোমার কী হল, সাগর, যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ? তোমার কী হল, যর্দন, যে তুমি উজানে বইছ? হে পাহাড়পর্বত, কেন তোমরা লাফিয়ে উঠছ মেষের মত? আর তোমরা, উপপর্বত, মেষশাবকের মত?* তখন ঐশবাণী উত্তর দিয়ে বলবে, *হে পৃথিবী, কম্পিত হও প্রভুর সামনে, যাকোবের সেই পরমেশ্বরের সামনে, যিনি শৈলকে পরিণত করেন জলাশয়ে, পাথরকে জলের উৎসধারায়।*

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৭:১; ১৯:২২; সাম ৭৭:২০

প্র প্রভু, তোমার বিচারগুলি সত্যি মহান, বোধগম্য নয়;
উ প্রভু, সর্বতভাবেই তুমি তোমার আপন জাতিকে মহিমান্বিত ও গৌরবমণ্ডিত করেছ।
প্র তোমার পথ ছিল সাগরের মাঝে, তোমার সরণি বিশাল জলরাশির মাঝে,
উ প্রভু, সর্বতভাবেই তুমি তোমার আপন জাতিকে মহিমান্বিত ও গৌরবমণ্ডিত করেছ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ফিলি ২:১২-৩০

তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল

হে আমার প্রিয়জনেরা, তোমরা সবসময় যেমন বাধ্য হয়ে আসছ, তেমনি আমি তোমাদের মধ্যে থাকাকালেই তোমরা যেভাবে ছিলে শুধু সেভাবে নয়, বরং এখন আমি যে দূরে আছি আরও বেশিই ক'রে তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল। কেননা তিনি নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন। গজগজ না ক'রে, কোন তর্ক না করেই সবকিছু কর যেন নিখুঁত ও সরল মানুষ হতে পার; কুটিল ও ভ্রষ্ট এক প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে যেন হতে পার ঈশ্বরের অনিন্দনীয় সন্তান; ওদের মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোতিষ্কেরই মত উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত হও, ওদের সামনে জীবনের বাণী উচ্চ করে ধরে রাখ। তবেই খ্রীষ্টের দিনে আমি গর্ব করতে পারব যে, বৃথা দৌড়ইনি, বৃথা পরিশ্রমও করিনি। আর যদিও তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞ ও সেবাকর্মের উপর আমার রক্ত পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢালতে হয়, তবুও আমি আনন্দিত, আর তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দ করছি। তেমনি তোমরাও আনন্দিত হও, আর আমার সঙ্গে আনন্দ কর।

প্রভু যীশুতে আমার এই প্রত্যাশা আছে, তিমথিকে শীঘ্রই তোমাদের কাছে পাঠাব, যেন তোমাদের খবরাখবর জেনে আমারও প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আসলে, তোমাদের কাছে পাঠানোর মত আমার আর এমন কেউ নেই যার প্রাণ তাঁরই মত, আর যে তাঁর মত সত্যিকারে তোমাদের প্রতি যত্নবান। কেননা ওরা সকলে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, যীশুখ্রীষ্টের স্বার্থ নিয়ে নয়। কিন্তু তোমরা তাঁর পক্ষে এই প্রমাণ পেয়েছ যে, পিতার সঙ্গে সন্তান

যেমন, সেইমত ইনি আমার সঙ্গে সুসমাচারের সেবা করেছেন। সুতরাং আশা করি, আমার অবস্থা-পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়ামাত্র তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু প্রভুতে আমার দৃঢ় ভরসা এই, আমি নিজেই শীঘ্র এসে উপস্থিত হব।

আমার ভাই ও আমার কাজের ও সংগ্রামের সঙ্গী এপাফ্রদিতস, যাঁকে তোমরা আমার সমস্ত প্রয়োজনে সাহায্য করতে পাঠিয়েছিলে, তঁকে আপাতত তোমাদের কাছে পাঠানো প্রয়োজন মনে করলাম; আসলে তোমাদের সকলকে দেখবার তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল, এবং তোমরা তাঁর অসুস্থতার কথা শুনেছিলে বলে তিনি চিন্তিত ছিলেন। আর বাস্তবিক তিনি অসুস্থ হয়ে প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায়ই পড়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রতি দয়া করলেন; তাঁর প্রতি শুধু নয়, আমারও প্রতি দয়া করলেন, পাছে দুঃখের উপর আমার আরও বেশি দুঃখ হয়। তাই আমি তাঁকে যথেষ্ট যত্ন সহকারেই পাঠালাম, যেন তোমরা তাঁকে দেখে আবার আনন্দিত হও, আমারও যেন সেদিকে আর কোন চিন্তা না থাকে। তাই তোমরা তাঁকে প্রভুতে সম্পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে নাও, এবং তাঁর মত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখাও; কারণ খ্রীষ্টের সেবাকর্মের জন্য তিনি প্রায় মরতে বসেছিলেন, কেননা যখন তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তখন নিজ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তোমাদের স্থানে তিনিই সেই সেবাকাজের অংশী হলেন।

শ্লোক ২ পি ১:১০,১১; এফে ৫:৯,১১

℣ তোমরা তোমাদের আহ্বান ও মনোনয়ন উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করার জন্য আরও বেশি সচেষ্ট থাক;
℟ তবেই তোমাদের দেওয়া হবে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার।
℣ তোমরা আলোর সন্তানদের মত চল; অন্ধকারের ফলশূন্য যত কর্মের সহভাগী হয়ো না;
℟ তবেই তোমাদের দেওয়া হবে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার।

দ্বিতীয় পাঠ - ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলিকার্পের পত্র ৯-১১

এসো, বিশ্বাস ও ধর্মময়তার পথে চলি

আমি তোমাদের সকলকে অনুরোধ করছি, ধর্মময়তার বাণীর প্রতি বাধ্য হও, সেই সহিষ্ণুতার সাধনা কর যা নিজেদের চোখেই তোমরা ধন্য ইগ্নাস, জসিমোস ও রুফুসের মধ্যে শুধু নয়, তোমাদের মাঝে অন্যদেরও মধ্যে, স্বয়ং পল ও অন্যান্য প্রেরিতদূতদেরও মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছ। জেনে রেখ, তাঁরা বৃথাই দৌড়াননি, কিন্তু বিশ্বাস ও ধর্মময়তায়ই দৌড়লেন, আর তাঁরা এখন সেই প্রতিশ্রুত স্থানে প্রভুর সঙ্গেই আছেন যাঁর সঙ্গে দুঃখকষ্টও ভোগ করলেন। কেননা তাঁরা এই বর্তমান যুগ নয়, তাঁকেই বরং ভালবাসলেন যিনি আমাদের হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ও আমাদের খাতিরে ঈশ্বর দ্বারা পুনরুত্থিত হলেন।

তাই তোমরা বিশ্বাসে দৃঢ়স্থাপিত ও অটল হয়ে, ভ্রাতৃত্বকে ভালবেসে, পরস্পরকে প্রেম করে, সত্যে একত্রিত হয়ে, প্রভুর কোমলতায় একে অপরের প্রতিযোগী হয়ে, কাউকে তুচ্ছ মনে না করে এসব কিছুতে স্থিতমূল থাক ও প্রভুর আদর্শ পালন কর। উপকার করতে পারলে সময় স্থগিত করো না, কারণ অর্থদান মৃত্যু থেকে মুক্তিদান করে। সকলে একে অপরের অধীন হও, বিধর্মীদের মাঝে তোমাদের জীবনাচরণ অনিন্দনীয় হোক, যাতে তোমাদের সৎকর্মের জন্য তোমরাও প্রশংসা পেতে পার ও তোমাদের মধ্যে প্রভুর নিন্দা না হয়। কিন্তু তাদেরই ধিক্, যাদের কারণে প্রভুর নাম নিন্দার বস্তু হয়। সুতরাং যে মিতাচারিতা তোমরা নিজেরাই পালন করছ, তা সকলকে শেখাও।

ভালেন্টের ব্যাপার আমাদের অনেক দুঃখ দিয়েছে: তিনি একসময় তোমাদের মাঝে প্রবীণ ছিলেন, অথচ এখন তাঁকে দেওয়া পদের দিকে কতই না কম মর্যাদা দেখাচ্ছেন। এজন্য আমি তোমাদের সাবধান-বাণী দিচ্ছি, তোমরা কৃপণতা থেকে নিজেদের দূরে রাখ, ও শুচি ও সত্যবাদী হও। যে কোন অনিষ্ট থেকে নিজেদের দূরে রাখ।

এসব কিছুতে যে আত্মসংযম করতে পারে না, সে কী করেই বা অন্যদের চেতনা দিতে পারবে? যে কেউ কৃপণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখে না, সে প্রতিমা-পূজা দ্বারা কলুষিত হবে, ও সেই বিধর্মীদের একজন বলে বিচারিত হবে, যারা ঈশ্বরের বিচারের কথা জানে না। অথবা *তোমরা কি জান না যে, পবিত্রজনেরা জগতের বিচার করবেন*—যেভাবে পল শিক্ষা দেন?

তথাপি তোমাদের বিষয়ে আমি এধরনের কিছু কখনও অনুভব করিনি, শুনিও নি, সেই তোমরা যাদের মধ্যে ধন্য পল কাজ করলেন ও যাদের কথা তাঁর পত্রের শুরুতে প্রশংসিত। কেননা যে মণ্ডলীগুলো তখন প্রভুকে জানত—সেসময়ে আমরা তো তাঁকে জানতাম না—সেই সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে তোমাদের বিষয়ে তিনি গর্বই করতেন।

এজন্য ভ্রাতৃগণ, ভালেণ্ট ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে; প্রভু তাঁদের কাছে প্রকৃত অনুতাপ মঞ্জুর করুন। তোমরাও কিন্তু এ ব্যাপারে সমতা বজায় রাখ; তাঁদের শত্রু বলে গণ্য করবে না, বরং পীড়িত ও পথভ্রষ্ট অঙ্গগুলিই যেন তাঁদের ডেকে ফিরিয়ে আন, যাতে তোমাদের গোটা দেহ ত্রাণ পেতে পারে; কেননা তাঁদের সাহায্য করায় তোমরা নিজেদেরই গেঁথে তোল।

শ্লোক ফিলি ২:১২-১৩; যোহন ১৫:৫

℟ তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল,
℣ কেননা ঈশ্বর নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন।
℟ প্রভু একথা বলছেন, আমাকে ছাড়া তোমরা কিছু করতে পার না;
℣ কেননা ঈশ্বর নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোশুয়া ৫:১৩–৬:২১

যেরিখো হস্তগত

যেরিখোর কাছাকাছি থাকার সময়ে যোশুয়া চোখ তুলে চাইলেন, আর দেখ, এক পুরুষ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে একটা নিষ্কোষিত খড়্গ; যোশুয়া তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আমাদের পক্ষে, না আমাদের শত্রুদের পক্ষে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি কারও পক্ষে নই; আমি প্রভুর বাহিনীর সেনাপতি; এইমাত্র এলাম।' যোশুয়া মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন, ও তাঁকে বললেন, 'আমার প্রভু তাঁর এই দাসকে কী আজ্ঞা দিচ্ছেন?' প্রভুর বাহিনীর সেনাপতি যোশুয়াকে উত্তরে বললেন, 'পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেই স্থান পবিত্র।' যোশুয়া সেইমত করলেন।

সেই যেরিখো ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে রুদ্ধ ও আটকানো ছিল: কেউই বাইরে যেত না, কেউই ভিতরে আসত না। তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'দেখ, আমি যেরিখো, তার রাজাকে ও তার বলবান যোদ্ধাদের তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। যোদ্ধা যে তোমরা, সকলেই শহরটার চারপাশ প্রদক্ষিণ করবে; তোমরা একবার করে শহরটাকে প্রদক্ষিণ করবে; আর এইভাবে ছ' দিন করবে। সাতজন যাজক সন্ধি-মঞ্জুষার আগে আগে ভেড়ার শিঙ দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বইবে; পরে সপ্তম দিনে তোমরা সাতবার শহরটাকে প্রদক্ষিণ করবে ও যাজকেরা তুরি বাজাবে। যখন শিঙা বাজবে, তখন তোমরা সেই তুরিধ্বনি শোনামাত্র গোটা জনগণ তীব্র রণধ্বনি তুলবে; তখন নগরপ্রাচীর খসে পড়বে এবং লোকেরা প্রত্যেকেই সরাসরি প্রবেশ করবে।'

নূনের সন্তান যোশুয়া যাজকদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা সন্ধি-মঞ্জুষাটিকে তোল, এবং সাতজন যাজক প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে ভেড়ার শিঙ দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বয়ে নিক।' জনগণকে তিনি বললেন, 'এগিয়ে গিয়ে শহরটাকে ঘিরে রাখ, এবং পুরোভাগে সেনাদল প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে চলুক।' জনগণের

কাছে যোশুয়ার কথা শেষ হলে সেই সাতজন যাজক যারা প্রভুর আগে আগে ভেড়ার শিঙ দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বইত, তারা তুরি বাজাতে বাজাতে চলতে লাগল, ও প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তাদের পিছু পিছু চলল। পুরোভাগের সেনাদল তুরিবাদক যাজকদের আগে আগে চলছিল, এবং পশ্চাদ্ভাগের সেনাদল মঞ্জুষার পিছু পিছু চলছিল: তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলে এগিয়ে চলছিল।

জনগণকে যোশুয়া এই বলে আজ্ঞা করেছিলেন, 'কোন রণধ্বনি তুলো না, তোমাদের গলার শব্দও শুনতে দিয়ো না, তোমাদের মুখ থেকে কোন কথা যেন না বের হয়, যেপর্যন্ত আমি না বলি: রণধ্বনি তোল; তখনই তোমাদের রণধ্বনি তুলতে হবে।'

এইভাবে তিনি প্রভুর মঞ্জুষাটিকে শহরের চারপাশ একবার করে প্রদক্ষিণ করালেন; পরে তারা শিবিরে ফিরে এসে সেখানে রাত কাটাল। যোশুয়া খুব সকালে উঠলেন, এবং যাজকেরা প্রভুর মঞ্জুষা তুলে নিল। ভেড়ার শিঙ দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বইতে বইতে সেই সাতজন যাজক প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে চলছিল, চলতে চলতে তারা তুরি বাজাচ্ছিল; একই সময়ে পুরোভাগের সেনাদল তাদের আগে আগে চলছিল, এবং পশ্চাদ্ভাগের সেনাদল প্রভুর মঞ্জুষার পিছু পিছু চলছিল: তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলে এগিয়ে চলছিল। তারা দ্বিতীয় দিনে শহর একবার করে প্রদক্ষিণ করে শিবিরে ফিরে এল। তারা ছ' দিন ধরে সেইমত করল। সপ্তম দিনে তারা ভোরে অরুণোদয়ের সময়ে উঠে সাতবার সেইমত শহর প্রদক্ষিণ করল: কেবল সেই দিনেই তারা সাতবার শহর প্রদক্ষিণ করল। সপ্তম বারে যাজকেরা তুরি বাজালে যোশুয়া লোকদের বললেন, 'রণধ্বনি তোল! কেননা প্রভু শহরটাকে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। শহরটা ও সেখানকার সমস্ত বস্তু প্রভুর উদ্দেশে বিনাশ-মানতের বস্তু হবে; কেবল রাহাব বেশ্যা ও যারা তার সঙ্গে ঘরে আছে, তারাই বাঁচবে, কারণ সে আমাদের পাঠানো দূতদের লুকিয়ে রেখেছিল। শুধু একটি কথা: যা কিছু বিনাশ-মানতের বস্তু, সেই বিষয়ে সাবধান থাক, পাছে বিনাশ-মানত পূরণ করতে করতে তোমরা বিনাশ-মানতের বস্তু থেকে কিছুটা নিলে ইস্রায়েলের শিবিরকেই বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেল ও তার দুর্দশা ঘটাও। রুপো, সোনা, ব্রঞ্জ ও লোহার যত পাত্র প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত; সেই সমস্ত কিছু প্রভুর ধনভান্ডারে যাবে।'

তখন লোকেরা রণধ্বনি তুলল ও তুরি বাজল। তুরিধ্বনি শুনে লোকেরা তীব্র রণধ্বনি তোলার সঙ্গে সঙ্গে নগরপ্রাচীর খসে পড়ল; তখন লোকেরা প্রত্যেকে সরাসরি শহরে উঠে গিয়ে শহরটাকে হস্তগত করল। তারা শহরের সকলকেই বিনাশ-মানতের বস্তু করল: যুবা থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত নর-নারী সকলকে, এমনকি বলদ, ভেড়া ও গাধা সবই খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারল।

শ্লোক ইসা ২৫:২,১; হিব্রু ১১:৩০ দ্রঃ

℟ তুমি শত্রুদের নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছ, তা কখনও পুনর্নির্মিত হবে না:
℣ প্রভু, তুমি আমার পরমেশ্বর, আমি তোমার বন্দনা করব, করব তোমার নামগান।
℟ বিশ্বাসে যেরিখোর নগরপ্রাচীর, সাত দিন প্রদক্ষিণ করা হলে পর, পড়ে গেল।
℣ প্রভু, তুমি আমার পরমেশ্বর, আমি তোমার বন্দনা করব, করব তোমার নামগান।

দ্বিতীয় পাঠ - যোশুয়া পুস্তকে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৬:৪**

যেরিখোর পতন

যেরিখো ইস্রায়েলীয়দের দ্বারা চারদিকে ঘেরা, এবার প্রচন্ড আক্রমণে তা পরাভূত করা দরকার। কীভাবে যেরিখো আক্রমণ করা হয়? তার বিরুদ্ধে খড়্গ ব্যবহার করা হয় না, নগরদ্বার ভেঙে ফেলার জন্য কোন বিশেষ যন্ত্রও ব্যবহার করা হয় না, তার দিকে তীরও নিক্ষেপ করা হয় না, কেবল যাজকদের তুরি ব্যবহার করা হয়, তাতে যেরিখোর নগরপ্রাচীর খসে পড়ে।

শাস্ত্রে আমরা বারবার দেখতে পাই, যেরিখো সংসারের প্রতীকাকারে উল্লিখিত; সুসমাচারেও যখন বলা হয়, একটা লোক যেরুসালেম থেকে যেরিখো যাওয়ার পথে দস্যুর হাতে পড়ল, তখন কোন সন্দেহ নেই, সেই আদমের প্রতীক পরিলক্ষিত ছিল যিনি পরম দেশ থেকে এই সংসারে প্রবাসী হয়ে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

যেরিখোতে সেই অন্ধরাও, দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য যাদের কাছে যীশু গিয়েছিলেন, তাদেরই প্রতীক ছিল যারা এই সংসারে অজ্ঞতার অন্ধতায় ভুগছিল ও যাদের কাছে ঈশ্বরের পুত্র গেলেন। এজন্য এই যেরিখো তথা এই সংসার বিলীন হবেই।

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র শাস্ত্রে বহু আগে থেকেই এই সংসারের বিলোপ পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল। তেমন বিলোপ কেমন ঘটবে? কিসের দ্বারা ঘটবে? শাস্ত্র বলে, *তুরিধ্বনির সুরেই* তা ঘটবে। কোন্ তুরি? পল তোমাকে এ রহস্যের গোপন কথা জানান। শোন তিনি কী বলেন: তুরি বাজবে, তখন *যে মৃতরা খ্রীষ্টে রয়েছে তারা অক্ষয় হয়ে পুনরুত্থান করবে, এবং স্বয়ং প্রভু সেই সঙ্কেতে, মহাদূতের সেই কণ্ঠস্বরে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন।* তখন আমাদের প্রভু যীশু তুরিধ্বনির সুর দ্বারা যেরিখো পরাজিত করে এমন ভাবে ভূমিসাৎ করবেন যে, নগরবাসীদের মধ্য থেকে কেবল সেই বেশ্যা ও তার বাড়ির সকলে রক্ষা পাবে। তিনি বলেন, *আমাদের প্রভু যীশু আসবেন, তুরিধ্বনির সুরেই তিনি আসবেন।*

তিনি তাকেই মাত্র ত্রাণ করবেন, তাঁর গুপ্তচরদের যে ঘরে গ্রহণ করেছিল, অর্থাৎ বিশ্বাস ও বাধ্যতায় প্রেরিতদূতদের গ্রহণ করে যে উচ্চস্থানেই তাঁদের স্থান দিয়েছিল; তেমন বেশ্যাকে তিনি ইস্রায়েল কুলের সঙ্গে মিলিত ও সংযুক্ত করবেন। কিন্তু এসো, তার সেই প্রাচীন অপরাধের কথা যেন আর কখনও না উচ্চারণ করি, তাকে যেন আর অপরাধী গণ্য না করি। একসময় সে বেশ্যা ছিল, এখন কিন্তু শুচি কুমারী বলে একমাত্র শুচি বর সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিতা হল। শোন প্রেরিতদূত তার বিষয়ে কী বলেন, *তিনি নিজে এ স্থির করলেন, আমি তোমাদের শুচি কুমারী বলে একমাত্র বর খ্রীষ্টের হাতে সঁপে দেব।* এমনকি প্রেরিতদূত নিজেও তার বংশধর ছিলেন, যিনি বললেন, *আমরাও একসময় অজ্ঞ, অবিশ্বাসী, পথভ্রান্ত ও নানা কামনা-বাসনার অধীন ছিলাম।*

তুমি কি আরও বিস্তারিত ভাবে শিখতে চাও, কেমন করে সেই বেশ্যা আর বেশ্যা নয়? তবে পলের এ কথাও শোন: *তোমরাও এসব কিছু ছিলে, কিন্তু ধৌত হয়েছ, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় পবিত্রিত হয়েছ।* যাতে রেহাই পেতে পারে ও যেরিখোর সঙ্গে পাছে মরে, এজন্য সেই বেশ্যা গুপ্তচরদের কাছ থেকে পরিত্রাণের অত্যন্ত উপযোগী চিহ্ন স্বরূপ একটা রক্তলাল দড়ি পেয়েছিল: কেননা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারাই এ সার্বজনীন মণ্ডলী পরিত্রাণ পেয়েছে, আমাদের সেই একই প্রভু যীশুখ্রীষ্টে যাঁর গৌরব ও পরাক্রম চিরকালস্থায়ী। আমেন।

শ্লোক ইসা ৪৯:২২,২৬; যোহন ৮:২৮

প্র দেখ, হাত দিয়ে আমি দেশগুলিকে ইশারা করব, জাতিসকলের জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করব; তখন সমস্ত মানবকুল জানতে পারবে যে,
উ আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা, যাকোবের বীর।
প্র তোমরা যখন মানবপুত্রকে উত্তোলন করবে, তখন জানতে পারবে যে, আমিই আছি;
উ আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা, যাকোবের বীর।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ফিলি ৩:১-১৬

সাধু পলের আদর্শ

হে আমার ভাই, তোমরা প্রভুতে আনন্দে থাক। একই কথা বারবার তোমাদের লিখতে আমি একটুও ক্লান্তি বোধ করছি না, অপরদিকে তাতে তোমাদের উপকার হয়। সেই কুকুরদের সম্বন্ধে সাবধান, সেই দুষ্ট কর্মীদের সম্বন্ধে সাবধান, সেই ছেদনপন্থীদের সম্বন্ধে সাবধান। আমরাই তো পরিচ্ছেদিত মানুষ, এই আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে উপাসনা করি, এবং মাংসে আস্থা না রেখেই খ্রীষ্টযীশুতে গর্ব করি, যদিও আমার পক্ষ থেকে আমি মাংসেও আস্থা রাখতে পারতাম। যদি কেউ মনে করে, সে মাংসে আস্থা রাখতে পারে, তার চেয়ে আমি বেশি করতে পারি। আমি অষ্টম দিনে পরিচ্ছেদিত, আমি ইস্রায়েল জাতির, বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মানুষ, হিব্রু বংশের হিব্রু সন্তান, আমি বিধান পালনের দিক থেকে ফরিসি, ধর্মাগ্রহের দিক থেকে মণ্ডলীর নির্যাতনকারী,

বিধান ভিত্তিক ধর্মময়তার দিক থেকে অনিন্দনীয়! কিন্তু আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রীষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম। এমনকি, আমার প্রভু খ্রীষ্টযীশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি। তাঁরই খাতিরে আমি ওই সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, আবর্জনা বলেই তা গণ্য করছি, খ্রীষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি, ও শেষে তাঁরই মধ্যে একটা স্থান পেতে পারি—কিন্তু আমার নিজের ধর্মময়তার ফলে যা বিধান থেকে আগত, তা নয়, বরং এমন ধর্মময়তার ফলে, যা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা পাওয়া, বিশ্বাসমূলক সেই ধর্মময়তা যা ঈশ্বরেরই দেওয়া। ফলে আমি যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি, এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি, এই প্রত্যাশায় যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের নাগাল পেতে পারব। আমি যে ইতিমধ্যে তেমন পুরস্কার জয় করেছি কিংবা ইতিমধ্যে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি, তা নয়; কিন্তু তা জয় করার জন্য দৌড়তে আপ্রাণ চেষ্টা করি, কারণ আমাকেও খ্রীষ্টযীশু দ্বারা জয় করা হয়েছে। ভাই, আমি নিজের বেলায় মনে করি না, ইতিমধ্যে তা জয় করেছি; কিন্তু এটুকু জানি, পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ-শিমানার দিকে ছুটে দৌড়তে থাকি যেন খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি। সুতরাং এসো, আমাদের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ যারা, তাদের সকলের যেন এই ধারণা থাকে; আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্য ধারণা থাকে, তবে তোমাদের জন্য ঈশ্বর তাও স্পষ্ট করবেন। আপাতত এসো, আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি, সেখান থেকে একই ধারায় চলতে থাকি।

শ্লোক ফিলি ৩:৮-১০; রো ৬:৮

প্ আমি সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, খ্রীষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি,
উ যেন তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।
প্ খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব:
উ যেন তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলিকার্পের পত্র **১২-১৪**

খ্রীষ্ট বিশ্বাসে ও সত্যে তোমাদের গেঁথে তুলুন

আমার বিশ্বাস, তোমরা শাস্ত্র ভাল করেই জান, সেই বিষয়ে তোমাদের অজানা কিছু নেই; আমার পক্ষে কিন্তু তা সম্ভব নয়। একথা যথেষ্ট হোক; শাস্ত্র যেমন বলে, *ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না; তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়।* সুখী সেইজন যে একথা মনে রাখে; আর আমার বিশ্বাস, তোমাদের বেলায় একথা সত্য।

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা সেই ঈশ্বর, ও ঈশ্বরের পুত্র ও চিরকালীন মহাযাজক সেই স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টও বিশ্বাস ও সত্যে, সমস্ত কোমলতা ও বিনা ক্রোধে, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও শুচিতায় তোমাদের গেঁথে তুলুন। তিনি তোমাদের তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশের সহভাগী করে তুলুন: তোমাদের সঙ্গে আমাদেরও ও তাদের সকলকেও সেই উত্তরাধিকারের সহভাগী করে তুলুন, যারা আকাশের নিচে আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর যীশুখ্রীষ্টকে ও *যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন* সেই পিতাকে বিশ্বাস করবে। সকল পবিত্রজনদের জন্য প্রার্থনা কর। সম্রাটদের, কর্তৃপক্ষদের ও রাজাদের জন্যও প্রার্থনা কর; যারা তোমাদের নির্যাতন ও ঘৃণা করে, তাদের জন্য ও ক্রুশের শত্রুদেরও জন্য প্রার্থনা কর, যাতে তোমাদের ফল সকল মানুষের মধ্যে প্রকাশমান হতে পারে ও তোমরা যেন তাঁর মধ্যে নিখুঁত হতে পার।

তোমরা ও ইগ্নাস, উভয়ই আমাকে লিখেছিলে যে, কেউ সিরিয়ায় গেলে, সে যেন তোমাদের পত্রগুলিও নিয়ে যায়। সুযোগ পেলে আমি তা করব, আমি নিজে, কিংবা সেই ব্যক্তি যাঁকে তোমাদের ও আমার প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করছি। তোমাদের অনুরোধ অনুসারে, আমরা তোমাদের কাছে ইগ্নাসের পত্রগুলি পাঠিয়ে দিচ্ছি—যেগুলি আমাদের কাছে তাঁর দ্বারা পাঠানো হয়েছিল, সেগুলি, ও সেই অন্যগুলিও যা আমাদের কাছে ছিল। সবকিছু এই পত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব; এ পত্রগুলি দ্বারা তোমরা অনেক উপকার লাভ করতে পারবে, কেননা সেগুলিতে রয়েছে বিশ্বাস, ধৈর্য, ও সেই সমস্ত কিছু যা আমাদের প্রভুতে গেঁথে ওঠার জন্য উপকারী। ইগ্নাস ও তাঁর সঙ্গীদের সম্বন্ধে তোমরা যত নিশ্চিত কথা শুনতে পেয়েছ, তা আমাদের জানাও।

আমি সেই ক্রেসেণ্ট দ্বারা তোমাদের কাছে এ পত্র লিখেছি, যাঁর বিষয়ে তোমাদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে সুপারিশ করেছিলাম, ও এখনও করছি; কারণ আমাদের মাঝে তিনি অনিন্দনীয় ভাবে আচরণ করেছেন ও—বিশ্বাস করি—তোমাদের মাঝেও সেভাবে আচরণ করবেন। তাঁর ভগিনী যখন তোমাদের মাঝে যাবে, তখন তার কথাও স্মরণে রাখ। প্রভু যীশুখ্রীষ্টে অটল থাক, ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের সকলের নিত্য সহায় হোক। আমেন।

শ্লোক হিব্রু ১৩:২০,২১; ২ মাকা ১:৩

℣ শান্তিবিধায়ক পরমেশ্বর সমস্ত সদ্‌গুণে তোমাদের পরিপক্ক করে তুলুন, তোমরা যেন তাঁর ইচ্ছা পালন করতে পার;

℟ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা।

℣ তিনি তাঁকে আরাধনা করার ও তাঁর বাসনা সকল পূরণ করার ইচ্ছা তোমাদের সকলকে মঞ্জুর করুন,

℟ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোশুয়া ৭:৪-২৬

আখানের অবিশ্বস্ততা ও আই দ্বারা পরাজয়

সেসময়, জনগণের মধ্য থেকে প্রায় তিন হাজার লোক আইকে আক্রমণ করতে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু আইয়ের লোকদের সামনে থেকে তারা পালিয়ে গেল। আইয়ের লোকেরা তাদের মধ্যে প্রায় ছত্রিশজনকে মেরে ফেলল; নগরদ্বার থেকে শেবারিম পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে অবরোহণ-পথে তাদের আঘাত করল; তখন জনগণের হৃদয় গলে গিয়ে জলের মত হল।

যোশুয়া নিজের পোশাক ছিঁড়ে প্রভুর মঞ্জুষার সামনে অধোমুখ হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটিতে পড়ে থাকলেন; তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলের প্রবীণেরাও সেইমত করলেন ও মাথায় ধুলা ছড়ালেন। যোশুয়া বলে উঠলেন, 'হায় হায়, প্রভু পরমেশ্বর, আমোরীয়দের হাতে আমাদের তুলে দিয়ে আমাদের বিনাশ করার জন্য তুমি কেন এই জনগণকে যর্দন পার করে আনলে? হায় হায়, আমরা যদি যর্দনের ওপারেই থাকতে সন্তুষ্ট হতাম! আমাকে ক্ষমা কর, প্রভু; কিন্তু ইস্রায়েল তার নিজের শত্রুদের সামনে থেকে হটে যাওয়ার পর আমি আর কী বলব? কানানীয়েরা আর এই দেশের অধিবাসী সকল লোক এই কথা শুনবে; পৃথিবী থেকে আমাদের নাম মুছে দেবার জন্য তারা এখন আমাদের ঘিরবে। তখন তোমার মহানামের জন্য তুমি আর কী করবে?'

প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'ওঠ, কেন তুমি অধোমুখে পড়ে আছ? ইস্রায়েল তো পাপ করেছে, এমনকি আমি যে সন্ধি তাদের জন্য জারি করেছিলাম, তারা তা লঙ্ঘন করেছে; যা ছিল বিনাশ-মানতের বস্তু, তা থেকে তারা কিছু নিয়েছে: হ্যাঁ, তারা চুরি করেছে, এমনকি চালাকিই করেছে, নিজেদের বস্তায় তা রেখেছে! ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের শত্রুদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, শত্রুদের সামনে থেকে হটে যাবে, কারণ তারা নিজেরাই বিনাশ-মানতের বস্তু হয়েছে। যা ছিল বিনাশ-মানতের বস্তু, তা তোমাদের মধ্য থেকে বর্জন না করলে আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকব না। ওঠ, জনগণকে পবিত্রিত কর; বল: আগামীকালের জন্য নিজেদের পবিত্রিত কর, কারণ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েল, যা ছিল বিনাশ-মানতের বস্তু, তা তোমার মধ্য থেকে দূর না করে দেওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার শত্রুদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। সুতরাং আগামীকাল সকালবেলায় তোমাদের গোষ্ঠী অনুসারে তোমরা কাছে এগিয়ে আসবে; পরে প্রভু যে গোষ্ঠীকে গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, সেই গোষ্ঠীর এক এক গোত্র এগিয়ে আসবে; এবং প্রভু যে গোত্রকে গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, তার এক এক কুল এগিয়ে আসবে; এবং প্রভু যে কুলকে গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, তার এক এক পুরুষ এগিয়ে আসবে। আর বিনাশ-মানতের বস্তুর ব্যাপারে যে লোকের উপরে গুলি পড়বে, তাকে ও তার

সম্পদ সবই আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে, কারণ সে প্রভুর সন্ধি লঙ্ঘন করেছে ও ইস্রায়েলের মধ্যে জঘন্য কাজ করেছে।'

যোশুয়া সকালে উঠে ইস্রায়েলকে তার নানা গোষ্ঠী অনুসারে কাছে আনালেন, এবং যুদা গোষ্ঠীর উপরে গুলি পড়ল। তিনি যুদা-গোত্রের সকলকে কাছে আনালে জেরাহ্-গোত্রের উপরে গুলি পড়ল; তিনি জেরাহ্-গোত্রকে কুলের পর কুল আনালে জাব্দির উপরে গুলি পড়ল; তিনি তার কুলকে পুরুষের পর পুরুষ আনালে যুদা-গোষ্ঠীয় জেরাহ্‌র প্রপৌত্র জাব্দির পৌত্র কার্মির সন্তান আখানের উপরে গুলি পড়ল। তখন যোশুয়া আখানকে বললেন, 'সন্তান আমার, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর গৌরব স্বীকার কর, তাঁর স্তুতিবাদ কর; এবং তুমি যা করেছ, তা আমাকে বল, আমার কাছ থেকে তার কিছুই গোপন রেখো না।' আখান যোশুয়াকে উদ্দেশ করে বলল: 'সত্যি, আমিই ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি; আমি যা যা করেছি, তা এ: আমি লুণ্ঠিত সম্পদের মধ্যে খুবই সুন্দর একটা শিনারীয় শাল, দু'শো শেকেল রুপো ও এক বাট সোনা যার ওজন পঞ্চাশ শেকেল, এ সবই দেখে লোভে পড়ে কেড়ে নিয়েছি; আর দেখুন, সেই সবকিছু আমার তাঁবুর মধ্যে মাটিতে লুকোনো রয়েছে, আর নিচে রুপো আছে।' তখন যোশুয়া দূত পাঠালেন, আর তারা তার তাঁবুতে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, সত্যি, তার তাঁবুর মধ্যে সেই সমস্ত কিছু লুকোনো রয়েছে, আর নিচে রয়েছে রুপো! তারা তাঁবু থেকে সেই সবকিছু তুলে যোশুয়ার ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে নিয়ে গেল, এবং প্রভুর সামনে তা রেখে দিল।

তখন যোশুয়া জেরাহ্‌র সন্তান আখানকে ও সেই রুপো, শাল, সোনার বাট ও তার ছেলেমেয়ে এবং তার যত বলদ, গাধা, মেষ, ছাগ ও তাঁবু, এবং তার যা কিছু ছিল, সবই নিলেন, ও আখোর উপত্যকায় নিয়ে গেলেন; তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল গেল। যোশুয়া বললেন, 'তুমি কেন আমাদের উপর দুর্দশা ডেকে আনলে? আজ প্রভু তোমার উপরেই দুর্দশা ডেকে আনুন!' আর গোটা ইস্রায়েল তাকে পাথর ছুড়ে মারল; তারা তাকে আগুনে পুড়িয়ে দিল ও পাথর ছুড়ে মারল। পরে তারা তার উপরে পাথরের এক বিরাট রাশি করল, তা আজও রয়েছে। এভাবে প্রভু ক্ষান্ত হলেন, তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ ত্যাগ করলেন। এইজন্য সেই স্থান আজও আখোর উপত্যকা বলে অভিহিত।

শ্লোক হিব্রু ১০:৩০,৩১; ফিলি ২:১২

প্র প্রভু একথা বলছেন: প্রতিশোধ আমারই হাতে! আমিই প্রতিফল দেব!
উ জীবনময় ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার।
প্র তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল।
উ জীবনময় ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ১:৪,৭-৮**

সেই মধুময় সামসঙ্গীত-মালা!

সমস্ত পবিত্র শাস্ত্র ঐশঅনুগ্রহের প্রেরণা অন্তরে সঞ্চার করে বটে, কিন্তু সামসঙ্গীত-মালা এমন যা সম্পূর্ণরূপে অতুলনীয়। এসো, চিন্তা করি মোশী কত কিছুই না করলেন: তিনি পূর্বপুরুষদের কর্মকীর্তি সাধারণ কথায় বর্ণনা করলেন, কিন্তু যখন অবিস্মরণীয় ও অপরূপ ভাবে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের জনগণকে পার করিয়ে দিলেন, তখন ফারাও রাজাকে তার সেনাদল সহ নিমজ্জিত দে'খে ও নিজ শক্তির ঊর্ধ্বেই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন বলে সচেতন হওয়ায় তিনি নিজের প্রতিভার উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়ে প্রভুর উদ্দেশে জয়গীতিকাই গান করলেন। কর্‌তাল বাজিয়ে মারীয়াও অন্যান্যদের সাহস দিয়ে বলে উঠলেন, *এসো, প্রভুর উদ্দেশে গান গাই, কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন—তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন!*

ইতিহাস শিক্ষা দেয়, বিধান চেতনা দেয়, ভবিষ্যদ্বাণী ভাবী সংবাদ জানায়, তিরস্কার সংশোধন করে, জীবনাচরণ আদর্শ দান করে: কিন্তু সামসঙ্গীত-মালায় এসব কিছুর সমন্বয় রয়েছে, ও মানব পরিত্রাণের জন্য ঔষধও রয়েছে। যে কেউ তা পাঠ করে, সে এমন কিছু পায় যাতে তার কামনা-বাসনাজনিত ক্ষতস্থান চিকিৎসা করার জন্য উপযুক্ত প্রতিকার লাগাতে পারে। যে কেউ লড়াই করতে চায়, সে ঠিক যেন আত্মার ক্রীড়াঙ্গনে বা সদ্‌গুণেরই একপ্রকার ব্যায়ামশালায় নানা অনুশীলন প্রস্তুতই পাবে: তাকে শুধু বেছে নিতে হবে, সে কোনটার

জন্য উপযুক্ত ও কোনটার মাধ্যমে অধিক সহজতর ভাবে জয়মালায় পৌঁছতে পারবে।

যে কেউ পিতৃপুরুষদের মহাকীর্তি তন্ন তন্ন করে দেখতে ও তার অনুকরণ করতে চায়, সে পিতৃ-ইতিহাসকে একটিমাত্র সামসঙ্গীতের মধ্যে একীভূত পাবে; সংক্ষিপ্ত পাঠের মাধ্যমে সে স্মৃতির একটা ধনভাণ্ডার লাভ করবে। যে কেউ বিধানের শক্তি তলিয়ে দেখতে চায়—সেই যে গোটা বিধান ভালবাসার বন্ধনেই একীভূত, কারণ *প্রতিবেশীকে যে ভালবাসে সে বিধান পূর্ণ করেছে*—তবে সে সামসঙ্গীত-মালায় পড়ুক, ভালবাসার কতই না গভীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে একজনমাত্র ব্যক্তি গোটা জাতির দুর্নাম দূর করার জন্য তীব্র বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন; তবে দেখতে পাবে যে ভালবাসার গৌরব বীরত্বসূচিত বিজয়ের চেয়ে নগণ্য নয়।

নবীদের অনুগ্রহদান বিষয়ে কী বলব? অন্যরা প্রতীকাকারে যে বিষয়ের সংবাদ দিয়েছিলেন, মনে হচ্ছে, কেবল দাউদের কাছেই তা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ভাবে প্রতিশ্রুত হয়েছে: তিনি অনুভব করলেন, প্রভু যীশু তাঁর বংশ থেকে জন্ম নেবেন, যেভাবে প্রভু তাঁকে বলেছিলেন: *তোমার ঔরসের এক ফল আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব।*

তাছাড়া সামসঙ্গীত-মালায় প্রভু যে আমাদের মাঝে জন্ম নেন, একথা শুধু নয়; এও আছে যে, তিনি সেই পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাও ভোগ করেন, মৃত্যু বরণ করেন, পুনরুত্থান করেন, স্বর্গে আরোহণ করেন, পিতার ডান পাশে আসন গ্রহণ করেন। কোন মানুষ যা বলতেও সাহস করতে পারত না, কেবল নবীই তা সামসঙ্গীত-মালায় প্রচার করলেন, ও পরবর্তীকালে প্রভু নিজেই সুসমাচারে তা ঘোষণা করলেন।

শ্লোক সাম ৫৭:৮-৯

প্‌ আমার অন্তর সুস্থির, পরমেশ্বর, আমার অন্তর সুস্থির,
উ আমি গান গাইব, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।
প্‌ জাগ, আমার গৌরব! জাগ, সেতার ও বীণা! আমি উষাকে জাগরিত করব।
উ আমি গান গাইব, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ফিলি ৩:১৭–৪:৯

প্রভুতে স্থিতমূল থাক

ভাই, সকলে মিলে তোমরা আমার অনুকারী হও, এবং আমাতে তোমাদের যে আদর্শ আছে, যারা সেইমত চলে, তাদেরই দিকে তোমাদের চোখ নিবদ্ধ রাখ; কেননা অনেকে আছে—তাদের বিষয়ে তোমাদের বারবার বলেছি, এখনও চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলছি—যারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রুর মত চলছে: তাদের শেষ পরিণাম কিন্তু বিনাশ, কেননা পেটকেই নিজেদের ঈশ্বর ব'লে মেনে তারা যা তাদের লজ্জা পাবার বিষয় তা-ই নিয়ে গর্ব করে; তারা পার্থিব চিন্তায়ই ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমি স্বর্গেই রয়েছে, এবং সেই স্বর্গ থেকেই পরিত্রাতারূপে প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা। যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

তাই, হে আমার প্রিয় ভাই যাদের দেখতে আমি একান্ত বাসনা করছি, তোমরাই যে আমার আনন্দ ও আমার মুকুট, তোমরা এইভাবেই প্রভুতে স্থিতমূল থাক।

এভোদিয়াকে আবেদন জানাচ্ছি, সিন্তিখেকেও আবেদন জানাচ্ছি, যেন প্রভুতে একমন হয়। তোমাকেও, হে আমার যথার্থ সহকর্মী, অনুরোধ করছি, এঁদের সাহায্য কর, কারণ এঁরা সুসমাচারের জন্য আমার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, যেমনটি ক্লেমেণ্টও এবং আমার আরও আরও সহকর্মীও করেছিলেন, যাঁদের নাম জীবনগ্রন্থে লেখা আছে।

তোমরা প্রভুতে নিত্য আনন্দেই থাক; আবার বলছি, আনন্দেই থাক। তোমাদের অমায়িকতা সকল মানুষের কাছে জ্ঞাত হোক। প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন। কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও

মিনতি দ্বারা ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে তোমাদের সকল যাচ্না ঈশ্বরের কাছে জানাও। তবে ঈশ্বরের সেই শান্তি, যা সমস্ত ধারণার অতীত, তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্টযীশুতে রক্ষা করবে।

শেষ কথা, ভাই: যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। আমার কাছে যা কিছু শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ ও দেখেছ, সেই সবই কর; তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

শ্লোক এফে ৪:১৭; ১ থে ৫:১৫-১৮

℟ প্রভুতে আমি জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না, বরং পরস্পরের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর;
℣ খ্রীষ্টযীশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।
℟ নিত্যই আনন্দে থাক; অবিরত প্রার্থনা কর; সবকিছুতে ধন্যবাদ-স্তুতি জানাও;
℣ খ্রীষ্টযীশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।

দ্বিতীয় পাঠ - মাগ্নেশীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু ইগ্নাসের পত্র **১-৫**

খ্রীষ্টান বলে অভিহিত হওয়া যথেষ্ট নয়,
বাস্তবেই তা হতে হবে

আমি ইগ্নাস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত, যে মণ্ডলী আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা পিতা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধন্যা, তারই সমীপে: সেই খ্রীষ্টে আমি মেয়ান্দ্র নদীর ধারে স্থিত মাগ্নেশিয়ার সেই মণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, ও পিতা ঈশ্বরে ও খ্রীষ্টযীশুতে তাকে অশেষ শুভেচ্ছা নিবেদন করছি।

ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালবাসাপূর্ণ সুশৃঙ্খলার কথা জেনে আমি যীশুখ্রীষ্ট-বিশ্বাসে তোমাদের কাছে কথা বলব বলে আনন্দের সঙ্গেই স্থির করেছি। সর্বোৎকৃষ্ট নামের যোগ্য হওয়ায় তথা সর্বত্রই শেকল-বাহকের যোগ্য হওয়ায় আমি মণ্ডলীগুলির প্রশংসাগান করি, প্রার্থনাও করি যেন তাদের মধ্যে আমাদের চিরকালীন জীবন সেই যীশুখ্রীষ্টের মাংস ও দেহের সঙ্গে ঐক্য গঠিত হতে পারে বিশ্বাসে ও ভালবাসায়—যার চেয়ে কিছুই বাঞ্ছনীয় নয়। সর্বাপেক্ষা আমি তাদের কাছে যীশু ও পিতার সঙ্গে ঐক্য কামনা করি। তাঁরই মধ্যে আমরা এই জগতের অধিপতির সমস্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারব, ও তার হাত এড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব।

আমার সৌভাগ্য যে, আমি ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের সেই ধর্মাধ্যক্ষ দামাসুসের ব্যক্তিত্বে, সেই যোগ্যতম পুরোহিত বাস্‌সো ও আপোল্লনিওসে ও আমার সহকর্মী সেই পরিসেবক জতিওনে তোমাদের দেখতে পেয়েছি। আমি এই জতিওনের উপস্থিতিতে ধন্য, কারণ তিনি ধর্মাধ্যক্ষের অধীন ঠিক যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন, এবং পুরোহিতবর্গের অধীন ঠিক যেন যীশুখ্রীষ্টের বিধানের অধীন।

ধর্মাধ্যক্ষের যুবাবয়স নিয়ে তোমাদের কোন সুযোগ নেওয়া উচিত নয়, কিন্তু পিতা ঈশ্বরের দেওয়া কর্তৃত্ব অনুসারে যথাযোগ্য সম্মান তাঁকে দেখানো উচিত, যেভাবে—আমি শুনেছি—সেই পুণ্যবান পুরোহিতেরাই করছেন যাঁরা তাঁর বাহ্যিক যুবাবয়স নিয়ে কোন সুযোগ সৃষ্টি করেননি, কিন্তু ঈশ্বরে সুচিন্তিত ব্যক্তি রূপে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন—তাঁরই কেন, সকলের ধর্মাধ্যক্ষ যীশুখ্রীষ্টের পিতার অধীনতাই স্বীকার করেন। সুতরাং, আমরা যাঁর প্রসন্নতার পাত্র, তাঁরই সম্মানের খাতিরে আমাদের পক্ষে মিথ্যাচারের কোন চিহ্ন না রেখে তাঁর প্রতি বাধ্য হওয়া সত্যি সমীচীন, কারণ যে কেউ এই দৃশ্য ধর্মাধ্যক্ষকে প্রবঞ্চনা করে, সে অদৃশ্য ধর্মাধ্যক্ষকেই প্রবঞ্চনা করে। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা রক্তমাংসের সঙ্গে নয়, ঈশ্বরেরই সঙ্গে সম্পর্কিত যিনি গোপন যত কিছু জানেন।

অতএব, খ্রীষ্টান বলে অভিহিত হতে চাওয়া যথেষ্ট নয়, বাস্তবেই তা হতে হবে। এমন কেউ আছে, যারা মুখে ধর্মাধ্যক্ষকে মেনে নেয়, কিন্তু তাঁকে ছাড়াই সবকিছু করে। আমার মতে, তেমন লোকেরা সদ্বিবেক অনুসারে ব্যবহার করছে না, কারণ তাদের সম্মিলিত হওয়া [প্রভুর] আদেশ অনুসারে বিধেয় নয়।

সবকিছুর একটা সমাপ্তি রয়েছে, আর নির্বাচন দু'টো জিনিসের মধ্যে তথা মৃত্যু ও জীবন; প্রত্যেকে নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানেই যাবে; কেননা যেমন দু'টো মুদ্রা রয়েছে তথা ঈশ্বরের একটা ও জগতের একটা, আর এক একটা নিজ নিজ প্রতীকে চিহ্নিত, তেমনি অবিশ্বাসীরা এই জগতের চিহ্ন বহন করে, কিন্তু যে বিশ্বাসীরা ভালবাসায় রয়েছে, তারা যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা পিতার চিহ্ন বহন করে; আমরা যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর সহায়তা গুণে তাঁর যন্ত্রণাভোগ লক্ষ্য করে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত না হই, তাহলে তাঁর জীবন আমাদের অন্তরে নেই।

শ্লোক ১ তি ৪:১২,১৬,১৫

℣ কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে, এবং ভালবাসা, বিশ্বাস ও শুচিতায় সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও,
℟ কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।
℣ এই সমস্ত বিষয়ে যত্নবান হও, তাতে নিষ্ঠাবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়;
℟ কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোশুয়া ১০:১-১৪; ১১:১৫-১৭

প্রতিশ্রুত দেশে ঈশ্বরের জনগণের প্রবেশ

সেসময় যেরুসালেমের রাজা আদোনি-সেদেক একথা শুনলেন যে, যোশুয়া আইকে জয় করে বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেলেছিলেন, এবং যেরিখো ও সেখানকার রাজার প্রতি যেমন করেছিলেন, আইয়ের ও সেখানকার রাজার প্রতিও তেমন করেছিলেন; তাছাড়া এও শুনলেন যে, গিবেয়োন-অধিবাসীরা ইস্রায়েলের সঙ্গে সন্ধি করে তাদের মধ্যে বাস করছিল। তখন লোকেরা ভীষণ ভয় পেল, যেহেতু সমস্ত রাজধানীর মধ্যে গিবেয়োন ছিল বিরাট এক শহর ও আইয়ের চেয়েও বড়, আর সেখানকার সমস্ত লোক বীরযোদ্ধা ছিল। ফলে যেরুসালেমের রাজা আদোনি-সেদেক দূত পাঠিয়ে হেব্রোনের রাজা হোহাম, যার্মুতের রাজা পিরেয়াম, লাখিশের রাজা যাফিয়া ও এগ্লোনের রাজা দেবিরকে বললেন, 'আমার কাছে আসুন, আমাকে সাহায্য করুন। চলুন, আমরা গিবেয়োনীয়দের আক্রমণ করি, কারণ তারা যোশুয়া ও ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করেছে।' তাই আমোরীয়দের ওই পাঁচ রাজা, তথা যেরুসালেমের রাজা, হেব্রোনের রাজা, যার্মুতের রাজা, লাখিশের রাজা ও এগ্লোনের রাজা একত্র হয়ে তাঁদের সেনাদলের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন, এবং গিবেয়োনের সামনে শিবির বসিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন।

তখন গিবেয়োনীয়েরা গিল্‌গালের শিবিরে যোশুয়ার কাছে দূত পাঠিয়ে বলল, 'আপনার এই দাসদের আপনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবেন না; শীঘ্রই আসুন; আমাদের ত্রাণ করুন, আমাদের সাহায্য করুন, কারণ পাহাড়িয়া অঞ্চলের অধিবাসী সেই আমোরীয়দের সকল রাজা আমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছেন।' তখন যোশুয়া সমস্ত যোদ্ধা ও সমস্ত বলবান বীরপুরুষ সঙ্গে নিয়ে গিল্‌গাল ছেড়ে রওনা হলেন।

প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'তাদের ভয় করো না, কারণ আমি তাদের তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, তারা কেউই তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না।' যোশুয়া গিল্‌গাল ছেড়ে সারারাত ধরে যাত্রা করে হঠাৎ তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রভু ইস্রায়েলের সামনে তাদের বিহ্বল করে ফেললেন, গিবেয়োনে মহা পরাজয়ে তাদের পরাভূত করলেন; এমনকি বেথ্‌-হোরোনের অবরোহণ-পথ দিয়ে তাদের ধাওয়া করলেন, এবং আজেকা ও মাক্কেদা পর্যন্ত তাদের আঘাত করলেন।

তারা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে ও বেথ্‌-হোরোনের অবরোহণ-পথে পৌঁছে আসছে, এমন সময় প্রভু তাদের উপরে আজেকা পর্যন্ত আকাশ থেকে বড় বড় শিলার মত কী যেন বর্ষণ করলেন; তখন তাদের অনেকে মারা পড়ল। ইস্রায়েল সন্তানেরা যাদের খড়্গের আঘাতে বধ করল, তাদের চেয়ে বেশি লোক

সেই শিলাপতনে মরল। যেদিন প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের হাতে আমোরীয়দের তুলে দিলেন, সেদিন যোশুয়া ইস্রায়েলের সামনে প্রভুর সাক্ষাতে একথা বললেন :

‘সূর্য, গিবেয়োনে থাম!
তুমিও, চন্দ্র, আয়ালোন উপত্যকায় স্থগিত হও!’
তখন সূর্য থামল,
চন্দ্রও স্থির থাকল,
যতক্ষণ না জনগণ শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিল।

ন্যায়বানের পুস্তকে একথা কি লেখা নেই, ‘সূর্য আকাশের মধ্যস্থানে স্থির থাকল, আর অস্তগমন করতে প্রায় পুরো এক দিন দেরি করল? তার আগে বা পরে এমন আর কোন দিন হয়নি, কেননা প্রভু একটি মানুষের প্রতি বাধ্য হলেন, যেহেতু প্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন।’

প্রভু তাঁর দাস মোশীকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, মোশীও যোশুয়াকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যোশুয়া সেইমত ব্যবহার করলেন: প্রভু মোশীকে যে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যোশুয়া সেগুলোর একটাও অবহেলা করলেন না। এইভাবে যোশুয়া সেই সমস্ত অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, সমস্ত নেগেব অঞ্চল, সমস্ত গোশেন দেশ, নিম্নভূমি, আরাবা নিম্নভূমি, ইস্রায়েলের পার্বত্য অঞ্চল ও তার নিম্নভূমি দখল করলেন; সেইরের দিকে উঠে গেছে সেই হালাক পর্বত থেকে হার্মোন পর্বতের পাদদেশে লেবাননের উপত্যকায় অবস্থিত বায়াল-গাদ পর্যন্ত তিনি তাদের সমস্ত রাজাকে ধরলেন, আঘাত করলেন, বধ করলেন।

শ্লোক এজে ৩৪:১৩,১৫

℣ আমি আমার মেষগুলিকে সমস্ত দেশ থেকে সংগ্রহ করব, তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব ও তাদের চরাব
℟ ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে ও যত উপত্যকায় ও অঞ্চলের সকল চারণভূমিতে।
℣ আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব
℟ ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে ও যত উপত্যকায় ও অঞ্চলের সকল চারণভূমিতে।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ১:৩৩**

খ্রীষ্টের কাছে তোমার পিপাসা মিটিয়ে নাও,
তাঁর ধর্মশিক্ষায় পিপাসা মিটিয়ে নাও

পুরাতন নিয়ম থেকেই পান করে তোমার পিপাসা মিটিয়ে নাও, যেন নূতন নিয়ম থেকেও জল পান করতে পার। প্রথমটা থেকে পান না করলে, দ্বিতীয়টা থেকেও পান করতে পারবে না। পিপাসা মেটাবার জন্য প্রথমটা থেকে জল পান কর, দ্বিতীয়টা থেকে পান কর যাতে তৃপ্তি পেতে পার: পুরাতন নিয়মে রয়েছে অনুতাপ, নূতন নিয়মে রয়েছে আনন্দ।

ভেবে দেখ, কেমন করে প্রভু আপন সেবকদের শয়তানের ফন্দি-ফিকির থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের কাছে এগিয়ে এলেন। শয়তান সর্বনাশজনক খাদ্য দ্বারা একটামাত্র মানুষকে প্রবঞ্চনা করল; অপরদিকে যীশু পরিত্রাণদায়ী খাদ্য দ্বারা সকলকে ত্রাণ করলেন, ও সকলের সঙ্গে তাঁকেও ত্রাণ করলেন যিনি সেই প্রবঞ্চনায় পতিত হয়েছিলেন।

প্রভু যীশু শৈল থেকে জল প্রবাহিত করলেন, তাতে সকলেই পান করল: যারা প্রতীকাকারে পান করেছিল, তারা তৃপ্তি পেল; যারা বাস্তবরূপে পান করল, তারা আত্মিক প্রমত্ততায় প্রমত্ত হয়ে উঠল। সত্যিই পরিত্রাণদায়ী সেই প্রমত্ততা, যা মিতাচারী মনের যাত্রাপথ স্থির করে; সত্যিই পরিত্রাণদায়ী সেই প্রমত্ততা, যা আমাদের অন্তরে অনন্ত জীবনের ফল অঙ্কুরিত করে পরিপক্ব করে তোলে। সুতরাং, তুমিও সেই পাত্রে পান কর, যা বিষয়ে নবী বললেন, *তোমার প্রমত্ততাজনক পাত্র কতই না উত্তম!* পুরাতন ও নূতন নিয়মের উভয় পাত্রেই পান কর, কারণ উভয় পাত্রে তুমি খ্রীষ্টকেই পানীয়রূপে গ্রহণ কর।

সেই খ্রীষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যিনি জীবন; সেই খ্রীষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যিনি সেই শৈল যা থেকে জল প্রবাহিত হল।

সেই খ্রীষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যিনি জীবনের উৎস; খ্রীষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, তিনিই সেই নদী যা আনন্দিত করে তোলে পরমেশ্বরের পবিত্র বাসস্থান। সেই খ্রীষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যিনি শান্তি; খ্রীষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, কারণ তোমার বুক থেকে জীবনময় জলের নদনদী উৎসারিত হবে।

খ্রীষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যাতে তোমার পিপাসা সেই রক্তেই মেটাতে পার, যে রক্ত দ্বারা তুমি মুক্তি পেয়েছ; খ্রীষ্টকেই পানীয়রূপে গ্রহণ কর, তাঁর বাণী পানীয়রূপে গ্রহণ কর—তাঁর বাণী হল পুরাতন ও নূতন নিয়ম।

তখনই পবিত্র শাস্ত্রকে পানীয়রূপে গ্রহণ করা হয়, এমনকি তখনই শাস্ত্রকে খাদ্য রূপে গ্রহণ করা হয়, যখন শাস্ত্র আত্মা জুড়ে প্রবাহিত হয়, ও সনাতন বাণীর জীবনরস আত্মাকে সতেজ করে তোলে। পরিশেষে: *মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রতিটি বাণী নির্গত হয়, তাতেই বাঁচবে।* তুমি এ বাণী পানীয়রূপে গ্রহণ কর, কিন্তু সেই অনুক্রমে তা পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যে অনুক্রমে তা নির্গত, যথা আগে পুরাতন নিয়ম, পরে নূতন নিয়ম।

তাই এখনই পান কর, যেন তোমার উপর মহান এক আলো উদ্ভাসিত হতে পারে: সাধারণ আলো—দিনের আলো, কিংবা সূর্য বা চাঁদের আলো নয়, সেই আলোই বরং যা মৃত্যু-ছায়া উবিয়ে দেয়। বস্তুত, যারা মৃত্যু-ছায়ায় রয়েছে, তারা সূর্যের আলো বা দিনের প্রভা দেখতে পারে না। আর তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, তেমন জ্যোতি ও তেমন অনুগ্রহ কোথা থেকে আসছে, তাহলে সেই আলো নিজেই তোমাকে উত্তর দিয়ে বলবে, *কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের!* কুমারী-জাত বলে তিনি শিশু, ঈশ্বর-জাত বলে তিনি পুত্র: ইনিই তেমন মহান আলোর সাধক।

এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য—আমাদেরই জন্য যারা বিশ্বাসী। তিনি আমাদের জন্য জন্ম নিয়েছেন কারণ *বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে বাস করলেন।* তিনি আমাদের জন্য জন্ম নিয়েছেন কারণ কুমারীর কাছ থেকে দেহ গ্রহণ করে মারীয়া থেকে মানুষরূপে জন্ম নিলেন। মানুষরূপে তিনি আমাদের জন্য জন্ম নেন; বাণীরূপে তাঁকে আমাদের দেওয়া হয়: যা আমাদেরই [অর্থাৎ আমাদের মানবতা], সেই অনুসারে তিনি আমাদের মাঝে জন্ম নিলেন; যা আমাদের অতীত [অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব], সেই অনুসারে তাঁকে আমাদের দেওয়া হল।

শ্লোক মথি ৫:৬; সাম ৩৬:১০,৯

℟ ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
℣ তোমাতেই জীবনের উৎস; তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।
℟ তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত, তুমি তোমার অমৃতধারায় তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও।
℣ তোমাতেই জীবনের উৎস; তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ফিলি ৪:১০-২৩

সাধু পলের প্রতি ফিলিপ্পীয়দের দানশীলতা-প্রকাশ

ভ্রাতৃগণ, আমি প্রভুতে গভীর আনন্দ পেলাম, কারণ এত দিনের পর এখন তোমরা আমার প্রতি তোমাদের মনোভাব নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করেছ; তেমন মনোভাব তোমাদের আগেও ছিল বটে, কিন্তু সুযোগটাই তোমরা পাচ্ছিলে না। আমার কোন অভাবের জন্য একথা বলছি এমন নয়, আমি তো যেই অবস্থায় থাকি না কেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছি: অভাবও ভোগ করতে শিখেছি, প্রাচুর্যও ভোগ করতে শিখেছি; সবকিছুতে সব দিক দিয়ে আমি দীক্ষিত: তৃপ্তি বা ক্ষুধা, প্রাচুর্য বা অভাব ভোগ করতে আমি দীক্ষিত। যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম। তবু তোমরা ক্লেশের সহভাগী হওয়ায় ভালই করেছ। হে

ফিলিপ্পীয়েরা, তোমরা, তোমরাই জান, সুসমাচার প্রচারের প্রথম লগ্নে, যখন আমি মাসিডন ছেড়ে গেছিলাম, তখন কোন মণ্ডলী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার সঙ্গে যৌথ তহবিল গঠন করেনি, কেবল তোমরাই করেছিলে। থেসালোনিকিতেও তোমরা একবার নয়, দু'বার আমার প্রয়োজনীয় যা-কিছু পাঠিয়েছিলে। তোমাদের দান যে আমার চেষ্টার লক্ষ্য তা নয়; আমার চেষ্টা হল সেই ফল, যা তোমাদেরই পক্ষে লাভজনক হবে। যা প্রয়োজন, আমার সবই আছে, এমনকি বেশিই আছে; আমি তোমাদের কাছ থেকে এপাফ্রদিতসের মাধ্যমে যা যা পেয়েছি, তাতে আমার চাহিদা পরিপূর্ণ হয়েছে: সেই দান যেন এক সৌরভ, ঈশ্বরের গ্রহণীয় এক প্রীতিকর যজ্ঞবলি। আর আমার ঈশ্বর বদান্যতা দেখিয়ে খ্রীষ্টযীশুতে তাঁর ঐশ্বর্য অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করবেন। আমাদের পিতা ঈশ্বরের গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন!

তোমরা খ্রীষ্টযীশুতে প্রত্যেক পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। যে সকল ভাই আমার সঙ্গে রয়েছেন, তাঁরা তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। সকল পবিত্রজন, বিশেষভাবে যাঁরা সীজারের বাড়ির লোকজন, তাঁরা তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক।

শ্লোক ফিলি ৪:১২-১৩; ২ করি ১২:১০ দ্রঃ

℣ অভাবও ভোগ করতে শিখেছি, প্রাচুর্যও ভোগ করতে শিখেছি; তৃপ্তি বা ক্ষুধা, প্রাচুর্য বা অভাব ভোগ করতে আমি দীক্ষিত।
℟ যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম।
℣ খ্রীষ্টের খাতিরে আমি সমস্ত দুর্বলতা, অপমান, দুর্গতি, নির্যাতন ও সঙ্কটের মধ্যে তৃপ্তিই পাই,
℟ যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম।

দ্বিতীয় পাঠ - মাগ্নেশীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু ইগ্নাসের পত্র **৬-৯**

ভালবাসায় ও নিখুঁত আনন্দে
এক প্রার্থনা, এক প্রত্যাশা

যে সকল ব্যক্তির কথা আমি তোমাদের কাছে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, যেহেতু বিশ্বাসে আমি তোমাদের গোটা সমাজকে দেখেছি ও আলিঙ্গন করেছি, সেজন্য তোমাদের অনুরোধ করছি: যাঁরা ঈশ্বরের স্থান দখল করেন, সেই ধর্মাধ্যক্ষদের পরিচালনায়, প্রেরিতদূতদের সভার স্থনে নিযুক্ত সেই প্রবীণবর্গের পরিচালনায়, ও আমার পরমপ্রীতির পাত্র সেই পরিসেবকদের পরিচালনায় যাঁরা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই সেবায় নিযুক্ত যিনি অনাদিকাল থেকে পিতার সঙ্গে ছিলেন ও চরমকালে আবির্ভূত হলেন, তাঁদের সকলের পরিচালনায় তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়েই সবকিছু করতে সাধনা করে চল।

অতএব, ঈশ্বরের সঙ্গে সমভাবাপন্ন হয়ে তোমরা পরস্পরকে সম্মান কর; কেউই যেন আপন প্রতিবেশীকে মাংস অনুসারে গণ্য না করে, কিন্তু সবকিছুতে যীশুখ্রীষ্টে পরস্পরকে ভালবাস। তোমাদের বিচ্ছিন্ন করবে, তেমন কিছু যেন তোমাদের মধ্যে না থাকে, বরং ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে ও যাঁরা তোমাদের মাঝে প্রধান ভূমিকা দখল করেন, তোমরা তাঁদের সঙ্গে এক হও, যেন অমরত্বের একটা দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা দিতে পার।

যিনি পিতার সঙ্গে এক, সেই প্রভু যেমন পিতাকে ছাড়া কিছু করেননি—নিজে থেকেও নয়, প্রেরিতদূতদের দ্বারাও নয়—তেমনি তোমরাও ধর্মাধ্যক্ষ ও প্রবীণবর্গকে ছাড়া কিছু করো না। ব্যক্তিগতভাবে ও নিজের স্বার্থে যা কর, তা উত্তম বলে দেখাতে চেষ্টা করো না, তোমরা বরং সমষ্টিগত কাজেই প্রাধান্য দাও: এক প্রার্থনা, এক মিনতি, একমন, ভালবাসায় ও নিখুঁত আনন্দে এক প্রত্যাশা—যে আনন্দ সেই স্বয়ং খ্রীষ্ট যাঁর চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। সবাই মিলে যেন ঈশ্বরের একই মন্দিরের কাছে, যেন একই বেদির কাছে, সেই একই যীশুখ্রীষ্টের কাছে যেতে তৎপর হও যিনি সেই একই পিতা থেকে উদ্গত, তাঁর সঙ্গে এক, ও সেই একের কাছে প্রত্যাগত।

তোমরা অদ্ভুত ধর্মশিক্ষা বা অসার প্রাচীন গল্প দ্বারা নিজেদের পথভ্রষ্ট হতে দিয়ো না; কারণ যদি এখনও

ইহুদী প্রথা পালন করে থাকি, তাহলে স্বীকার করি, আমরা অনুগ্রহ পাইনি। বস্তুতপক্ষে ঐশ নবীরাও যীশুখ্রীষ্ট অনুসারে জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁরাও তাঁর অনুগ্রহে সুস্থির হয়ে নির্যাতিত হলেন, কারণ অবাধ্যদের এই চেতনা দিতে চাচ্ছিলেন যে, একমাত্র ঈশ্বর আছেন যিনি আপন পুত্র যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করলেন—সেই যে খ্রীষ্ট হলেন নিস্তব্ধতা থেকে উদ্গত তাঁর আপন বাণী; যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন, সবদিক দিয়ে তাঁর গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

যারা প্রাক্তন ব্যবস্থায় চলার পর নতুন প্রত্যাশায় এসেছে, তারা সাব্বাৎ আর নয়, প্রভুর সেই দিন মেনে চলে, যে দিনে তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনও উৎসারিত হল। এমন কেউ রয়েছে যারা এই রহস্য অস্বীকার করে, আমরা কিন্তু এই রহস্য দ্বারা বিশ্বাস পেয়েছি আর এজন্যও কষ্টভোগ করে আসছি যাতে আমাদের একমাত্র সদ্‌গুরু সেই যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারি। তবে কেমন করেই বা আমরা তাঁকেই ছাড়া জীবনযাপন করতে পারব? আত্মায় নবীরাও তো তাঁর শিষ্য ছিলেন ও নিজেদের সদ্‌গুরু রূপে তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন; এজন্যই তাঁরা ধর্মময়তার সঙ্গে যাঁর প্রতীক্ষা করলেন, তিনি এসে তাঁদের মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন।

শ্লোক ১ পি ৩:৮,৯; রো ১২:১০,১১

℣ তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত;
℟ কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ।
℣ পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর, প্রভুর সেবা করে চল।
℟ কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ।